সায়েন্স ফিকশন

রে ব্র্যাডবারি

ফারেনহাইট 451

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু



কাহিনী সংক্ষেপ

গাই মন্টাগ একজন দমকলকর্মী। তার কাজ হলো নিষিদ্ধ বই পোড়ানো যেগুলো অশান্তি আর অসুখের উৎস। তবে মন্টাগ নিজেও খুব অসুখী। কারণ তার দাম্পত্যজীবনে লেগে রয়েছে অশান্তি। সে একটি পর্যায়ে নিজের ঘরেই লুকিয়ে রাখে বই। তখন দমকলবাহিনী তার পেছনে লেলিয়ে দেয় এক ভয়ঙ্কর যান্ত্রিক কুকুরকে, তাকে তাড়া করে হেলিকপ্টার। সরকার খুঁজে বেড়ায় সেই ভিন্নমতাবলম্বীদেরকে যারা সমাজের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে এবং সংরক্ষণ করে ও পাঠ করে গ্রন্থ।

বিশ্বখ্যাত সায়েন্স ফিকশন লেখক রে ব্রাডবারি'র ফারেনহাইট ৪৫১'র কাহিনী গড়ে উঠেছে চব্বিশ শতককে ঘিরে। বইটি অনেক আগেই ক্লাসিকের মর্যাদা পেয়ে গেছে, অর্জন করেছে অসংখ্য নামী-দামী সাহিত্য পুরস্কার। এ বই বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। বইটির কাহিনী নিয়ে তৈরি হয়েছে একাধিক চলচ্চিত্র। বাংলা ভাষায় আমরাই প্রথম এ বিখ্যাত সায়েন্স ফিকশনটি অনুবাদ করলাম। ভালো লাগা না লাগা পাঠকের ওপর!

লেখক পরিচিতি

রে ডগলাস ব্র্যাডবারি ওরফে রে ব্র্যাডবারি (জন্ম আগস্ট ২২, ১৯২০) একজন আমেরিকান ফ্যান্টাসি, সায়েন্স ফিকশন, হরর এবং রহস্য সাহিত্য লেখক। তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস '*ফারেনহাইট ৪৫১*' (প্রকাশকাল ১৯৫৩) এক সায়েন্স ফিকশন ও হরর গল্প সংকলন 'দ্য মার্শিয়ান ক্রোনিকলস' (প্রকাশকাল ১৯৫০) এবং '*দ্য ইলাস্ট্রেটেড ম্যান*' (প্রকাশকাল ১৯৫১) বইগুলোর জন্য। ব্র্যাডবেরি ছিলেন বিংশ শতকের সবচেয়ে খ্যাতিমান আমেরিকান লেখকদের একজন। তাঁর বেশিরভাগ লেখা টেলিভিশন শো এবং চলচ্চিত্রে রূপ দেয়া হয়েছে।

রে ব্র্যাডবারির জন্ম ইলিনয় অঙ্গরাজ্যে। ১৯৩১ সালে ১১ বছর বয়সে কিশোর ব্র্যাডবারি প্রথম গল্প লিখতে শুরু করেন। তখন আমেরিকায় অর্থনৈতিক মহামন্দা চলছে। পয়সার অভাবে কসাইয়ের দোকানের মাংস মোড়ানোর কাগজে তিনি গল্প লিখতেন। এডগার অ্যালান পো দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত ব্রাডবারি খুব পছন্দ করতেন এডগার রাইস বারোজের টারজান এবং সায়েন্স ফিকশন চরিত্র জন কার্টার। বারোজের '*দ্যা ওয়ার লর্ড অব মার্স*', বইটি তাঁর এতই পছন্দ ছিল যে বারো বছর বয়সে তিনি এ বইয়ের সিক্যুয়েল লিখে ফেলেন। সায়েন্স ফিকশন লেখার পেছনে ব্রাডবারিকে সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত করেন জুলভার্ন, এইচ জি ওয়েলস, রবার্ট হাইনলিন, আর্থার সি ক্লার্ক প্রমুখ বিশ্বখ্যাত সায়েন্স ফিকশন লেখক।

রে ব্রাডবারির পরিবার ১৯৩৪ সালে লস এঞ্জেলেসে চলে আসেন। তিনি তাঁর প্রথম গল্প '*দ্য লেক*' লিখে ২২ বছর বয়সে কামাই করেছিলেন ১৩.৭৫ ডলার, ১৯৫২ সালের শেষ নাগাদ ফুলটাইম রাইটার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। তাঁর প্রথম ছোট গল্পের বই '*ডার্ক কার্নিভাল*' প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। তিনি তাঁর অতি বিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন '*দ্য মার্শিয়ান ক্রোনিকলস*' লিখে ৭৫০ ডলার পেয়েছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম '*সামার মর্নিং, সামার নাইট*'।

রে ব্রাডবারি জীবদ্দশায় ২৭টি উপন্যাস এবং ৬ শতাধিক ছোট গল্প লিখেছেন। তাঁর লেখা বই ৮০ লাখ কপিরও বেশি বিক্রি হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে ৩৩টি ভাষায়। তিনি অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁকে সম্মান জানাতে রে ব্রাডবারি অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তন করা হয়। রে ব্রাডবারির '*দ্য ইলাস্ট্রেটেড ম্যান*' নিয়ে টিভি নাটক করা হয়েছে, নির্মাণ করা হয়েছে চলচ্চিত্র। এ মহান লেখক ৫ জুন ২০১২-তে, ৯১ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

ফারেনহাইট 451।
মূল : রে ব্রাডবারি
অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

রূপান্তর-২

প্রকাশক
রূপান্তর
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান

কম্পোজ
রূপান্তর কম্পিউটার

মুদ্রণ
এম. আর প্রিন্টিং প্রেস
১১, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০০.০০

FAHRENHEIT 451
By Ray Bradbury, Translated by : Anish Das Apu
First Published : February 2016, Rupantor, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price 200

ISBN 984-70096-0016-6

উৎসর্গ

রে ব্রাডবারির ভক্তদেরকে যারা ফারেনহাইট 451-এর নাম
অনেক শুনেছেন কিন্তু এবারই বোধহয় প্রথম পড়ছেন!

ভূমিকা

রে ব্রাডবারি'র ফারেনহাইট 451 কে অভিহিত করা হয়েছে বিশ্বের সেরা কুড়িটি সায়েন্স ফিকশনের একটি হিসেবে। এ বই সম্পর্কে বলা হয়েছে। 'এটি আমাদের সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ।' ১৯৫০ সালে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি এ পর্যন্ত পঞ্চাশ লাখ কপিরও বেশি বিক্রি হয়েছে। হরর এবং সায়েন্স ফিকশন রাইটার রে ব্রাডবারির অন্যতম জনপ্রিয় বই ফারেনহাইট 451।

আমি বিমূর্ত চিত্রকলা দেখেছি। চিত্রকলা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই বলে বুঝতে পারিনি কিছুই। তবে জীবনে প্রথম বিমূর্ত সায়েন্স ফিকশন পড়লাম ফারেনহাইট 451। বইটি নি:সন্দেহে একটি জটিল কাহিনি, আবার সরলও। এর পটভূমি ১৯৯০ সাল। আমরা দেখতে পাই এ সময়ে পৃথিবী চলে গেছে এমন এক স্বৈরশাসক সম্প্রদায়ের কাছে, যারা বই পড়া খুবই ঘৃণা করে। তাই নির্বিচারে বই পুড়িয়ে ফেলে, যাদের কাছে বই থাকে তাদেরকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা হয়। সে লোকের বাড়িঘর তো পুড়িয়ে দেয়া হয়ই, অনেক সময় সরকারের ফায়ারম্যানরা ওই মানুষটিকে শুদ্ধ পুড়িয়ে মারে।

ফারেনহাইট 451 একটি বিচিত্র সায়েন্স ফিকশন। বইটি অনুবাদ করার সময় আমার বারবারই সত্যজিত রায়ের বিখ্যাত ছবি *'হীরক রাজার দেশে'*র কথা মনে পড়ছিল যেখানে ছোট ছেলেপেলেকে পাঠশালায় শিক্ষা দেয়া হতো, 'জ্ঞানের কোনো শেষ নাই, জ্ঞানের চেষ্টা বৃথা তাই।' ফারেনহাইট 451'র স্বৈরশাসকরাও তাই। মানুষকে তারা শিক্ষিত করতে চায় না, ভোগ বিলাসের মধ্যে রেখে অন্ধকারে ফেলে রাখতে চায়।

শুরুতেই বলেছি এটিকে আমার অ্যাবস্ট্রাক্ট সায়েন্স ফিকশন বলে মনে হয়েছে। বর্ণনাগুলো পড়তে গিয়ে পাঠকেরও তা-ই মনে হবে। কোনো কোনো জায়গা তাঁদের কাছে একটু খাপছাড়া, দুর্বোধ্যও ঠেকতে পারে। তবে এতে আমার কোনো হাত নেই, রে ব্রাডবারি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, আমি তার মূল্যানুগ অনুবাদের চেষ্টা করেছি মাত্র। পুরো বইটিই কাব্যিক একটি ঢঙে লেখা।

আর সেখানে কাহিনির আকস্মিক পট পরিবর্তন পাঠককে একটু ধন্ধে ফেলে দেয় বইকি! অনেক কিছুর ব্যাখাও হয়তো মিলবে না। আমার ধারণা লেখক ইচ্ছে করেই এরকমটি করেছেন। হয়তো তিনি পাঠককে তাঁর এ রচনা সম্পর্কে ভাবার, বিশ্লেষণ করার একটা সুযোগ দিয়েছেন, যাতে পাঠক চিন্তার প্রচুর খোরাক পান। আর সায়েন্স ফিকশন মানেই তো ফ্যান্টাসি বা কল্পনা। পাঠক কল্পনা করে নিন তাঁর খেয়াল খুশি মতো!

এ বইয়ের শেষে আমরা দেখতে পাই একটি যুদ্ধ হয় এবং সে যুদ্ধে স্বল্প যে ক'জন মানুষ বেঁচে থাকে তারা আবার নতুন একটি পৃথিবী গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখে যে পৃথিবীতে প্রাধান্য পাবে বই এবং বই। মূল গল্পের থিম আসলে এটাই– মানুষকে দীর্ঘদিন অন্ধকারে ঠেলে রাখা যায় না, সে একদিন আলোর পথে বেরিয়ে আসবেই।

রে ব্রাডবারি আমার অসম্ভব প্রিয় লেখক। আমি তাঁর অনেক হরর এবং সায়েন্স ফিকশন অনুবাদ করেছি। রূপান্তর থেকেই এ লেখকের একটি সায়েন্স ফিকশন সংকলন বেরিয়েছে *দ্য ইলাস্ট্রেটেড ম্যান*, আমারই অনুবাদে। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, ওই বইটির প্রতিটি গল্পই পাঠকদের শিহরিত এবং রোমাঞ্চিত করবে কারণ একটি গল্পও দুর্বোধ্য নয়!

অনীশ দাস অপু

প্রথম খণ্ড

দ্য হার্থ অ্যান্ড দ্য সালামান্ডার

এক

আগুনে পোড়াতে খুব মজা লাগে।

খুব আনন্দ হয় দেখতে আগুন কিছু গ্রাস করছে, পুড়ে কয়লা হয়ে যাচ্ছে, পরিবর্তন ঘটছে। মুঠোতে ধরা পেতলের নযল, ওই বিশাল অজগর সাপটা মুখ দিয়ে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে ছুড়ে দিচ্ছে বিষাক্ত কেরোসিন, তার মাথায় দপদপ করে রক্ত, তার হাত যেন কোনো সুরস্রষ্টার হস্ত, আগুনের সবক'টা সুর বাজাচ্ছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে ন্যাকড়া আর কাঠকয়লা। তার অনুত্তেজিত, অবিচলিত মাথার ওপর ৪৫১ লেখা সিম্বলিক হেলমেট, তার চোখে জ্বলজ্বল করছে কমলা রঙের শিখা এরপর কী ঘটবে তা ভাবতে গিয়ে। সে ইগনিটারে হাতের আঙুল দিয়ে টুসকি দিতেই লেলিহান আগুনের মাঝে যেন ঝাঁপ দিল বাড়িটি, আগুনের আলোয় রাতের আকাশ হয়ে উঠল লাল, হলুদ এবং কালো। সে ঝিকিমিকি জ্বলা জোনাকির মাঝে লম্বা পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। বাড়ির বারান্দা এবং লনে বই পুড়ছে। দাউদাউ করে পুড়ে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে ভয়ংকর এক টুকরো হাসি ফুটল মন্টাগের ঠোঁটে।

সে জানে সে যখন ফায়ারহাউজে ফিরে যাবে, আয়নায় নিজের কালিঝুলি মাখা প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে হয়তো চোখ টিপবে। পরে যখন ঘুমাতে যাবে, অন্ধকারে তার মুখে হয়তো কখনও ধরা থাকবে ভয়ংকর হাসিটি। তার যদ্দুর মনে পড়ে তার মুখের এ হাসি কখনও নিভে যায় না।

সে কালো, গুবরে পোকা হেলমেটটি মাথা থেকে খুলে নিল, পরনের জামার সঙ্গে ঘষল। অগ্নিনিরোধক জ্যাকেটটি খুলে বেশ আরাম করে গোসল সারল। তারপর জামাকাপড় পরে নিয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে, শিস বাজাতে বাজাতে ফায়ার স্টেশনের ওপরতলায় হাঁটা দিল। হেঁটে গর্তটির সামনে এল। তারপর নিজেকে ছেড়ে দিল গর্তের মধ্যে। একেবারে শেষ মুহূর্তে, সংঘর্ষ যখন প্রায় অনিবার্য, সে পকেট থেকে হাত বের করে নিয়ে সোনালি রঙের পোল বা

খাম্বাটি চট করে ধরে ফেলল। নিচতলার কংক্রিটের মেঝে থেকে মাত্র ইঞ্চিখানেক দূরে থাকতে পতনের গতি রোধ করল মন্টাগ।

ফায়ার স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল সে। মধ্যরাতের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল সাবওয়ে অভিমুখে যেখানে নিঃশব্দ এয়ার প্রোপেল ও ট্রেন নিরবে ছুটে চলেছে। সে এস্কেলেটরে চড়ল। গরম বাতাস ছড়াতে ছড়াতে চলন্ত সিঁড়ি তাকে পৌঁছে দিল শহরতলীতে।

শিস দিতে দিতে এস্কেলেটর থেকে নেমে পড়ল মন্টাগ। পা বাড়াল রাস্তার মোড়ে। বিশেষ কিছু ভাবছে না সে। মোড়ে পৌঁছানোর পূর্ব মুহূর্তে চলার গতি মন্থর করে ফেলল সে, যেন কোথাও থেকে এক ঝলক বাতাস ছুটে এসেছে, যেন কেউ তার নাম ধরে ডাকল।

তারার আলোয় বাড়ি ফেরার পথে, রাস্তার ঠিক মোড়ে এলেই গত কয়েক রাত ধরে একটা কেমন গা ছমছমে অনুভূতি হয় মন্টাগের। মনে হয় বাঁক ঘুরলেই টের পাবে কেউ একজন ছিল ওখানে। বাতাস যেন থম মেরে যায়, যেন কেউ একজন অপেক্ষা করছিল, চুপচাপ, ঠিক তার আগমনের পূর্ব মুহূর্তে মিলিয়ে গেছে ছায়ায়। তার নাক যেন হালকা একটা সুগন্ধির আভাসও পায়, তার হাতের তালু, মুখ একটা উত্তাপ টের পেয়ে যায়, অনুভব করে এখানে কেউ একজন ছিল বলেই মুহূর্তে এখানকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে দশ ডিগ্রি। তবে এরকম মনে হওয়ার কোনো যুক্তি বা কারণ নেই। যতবার সে মোড় ঘোরে, শুধু সাদা, অব্যবহৃত ফুটপাত চোখে পড়ে, হয়তো কোনো এক রাতে, ভালো করে দেখার আগে কিংবা কথা বলার আগেই একটা ঝিলিকের মতো কী যেন সে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছে লনের মধ্যে।

আজ রাতে, হাঁটার গতি খুবই মন্থর করল মন্টাগ, প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মনে হলো সে যেন রাস্তার মোড়ে কাউকে খুব অস্পষ্ট স্বরে ফিসফিস করতে শুনেছে। কেউ কি শ্বাস ফেলল? কেউ কি খুব নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে?

মোড় ঘুরল মন্টাগ।

শরতের পত্রপল্লব উড়ছে চন্দ্রালোকে ধৌত পেভমেন্টে। একটা মেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ফুটপাত ধরে। মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে রেখেছে সামনের দিকে দেখতে তার জুতোর আঘাতে ছিটকে যাচ্ছে ঝরা পাতা। তার মুখখানা কোমল এবং দুধ-সাদা, চেহারায় ফুটে আছে প্রবল কৌতূহল। সে মুখ তুলে তাকাল। কালো চোখে বিস্ময়। এবং চাউনিতে এমন প্রখরতা যেন কোনো

কিছুই তার দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। মেয়েটির পরনে সাদা একটি ড্রেস। বাতাস লেগে খসখস শব্দ উঠছে। মন্টাগের মনে হলো চলার তালে মেয়েটির নড়াচড়ার শব্দও যেন সে শুনতে পেল। মেয়েটি মন্টাগকে দেখতে পেল। পেভমেন্টের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

মাথার ওপরের গাছপালা প্রবল শব্দে পাতা ঝরাল। মেয়েটি ঝকঝকে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে মন্টাগের দিকে যেন মন্টাগ তাকে খুব মজার কিছু বলেছে। কিন্তু মন্টাগ শুধু তাকে 'হ্যালো' বলেছে। মেয়েটি সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে আছে মন্টাগের হাতে আঁকা সালামান্ডারের উল্কি আর বুকে আঁকা ফিনিক্স চাকতির দিকে।

'তুমি নিশ্চয় আমাদের নতুন পড়শী, তাই না?' বলে উঠল মন্টাগ।

'আর আপনি নিশ্চয়–' উল্কি থেকে চোখ তুলল মেয়েটি, '–ফায়ারম্যান।' তার গলার স্বর যেন কর্পূরের মতো উবে গেল।

'কী করে বুঝলে?'

'আ-আমি চোখ বুজেও বলে দিতে পারতাম,' ধীর গলায় বলল মেয়েটি।

'কীভাবে– কেরোসিনের গন্ধ থেকে? আমার স্ত্রী তো প্রায়ই এ নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করে,' হেসে উঠল মন্টাগ। 'যতই গা ধোও কেরোসিনের গন্ধ পুরোপুরি দূর করতে পারবে না।'

'না, আপনার গা থেকে কেরোসিনের গন্ধ আসছে না।' অদ্ভুত গলায় বলল মেয়েটি। তারপর দীর্ঘক্ষণ চুপ হয়ে রইল।

'কেরোসিন,' অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করল মন্টাগ, 'আমার কাছে পারফিউম ছাড়া অন্য কিছু নয়।'

'আপনার কাছে তেমনই মনে হয় বুঝি?'

'অবশ্যই। কেন নয়?'

একটু ভেবে জবাব দিল মেয়েটি। 'কী জানি!' বাড়ির রাস্তার দিকে মুখ ফেরাল সে। 'আমি যদি আপনার সঙ্গে একটু হাঁটি মাইন্ড করবেন? আমার নাম ক্লারিস ম্যাককেলান।

'ক্লারিস। আমি গাই মন্টাগ। এসো আমার সঙ্গে। এত রাতে এখানে কী করছ? তোমার বয়স কত?'

উষ্ণ-শীতল বাতাসে রুপালি ফুটপাতে ওরা হাঁটতে লাগল। রাতের হাওয়া বয়ে আনল তাজা খুবানি আর স্ট্রবেরির গন্ধ। চারপাশে চোখ বুলাল মন্টাগ। বছরের এ সময়ে এরকম ফলের গন্ধ তো অসম্ভব একটি ব্যাপার।

মেয়েটি তার সঙ্গে হাঁটছে, চাঁদের আলোয় বরফের মতো উজ্জ্বল লাগছে মুখখানা। মন্টাগ জানে তার প্রশ্ন নিয়ে ভাবছে মেয়েটি এবং খুব সুন্দর জবাব কী দেয়া যায় তা-ই চিন্তা করছে।

'বেশ,' বলল মেয়েটি, 'আমার বয়স সতেরো এবং আমি পাগল টাইপের একটি মেয়ে। আমার চাচা বলেন যখন কেউ তোমার বয়স জিজ্ঞেস করবে তখন সবসময় বলবে বয়স সতেরো এবং তুমি একটা পাগলী। হাঁটাহাঁটি করার জন্য এ সময়টা কি খুব সুন্দর না? আমি সবকিছু দেখতে এবং গন্ধ শুঁকতে ভালোবাসি, মাঝে মাঝে সারারাত হাঁটাহাঁটি করে পার করে দিই রাত। ভোরবেলায় দেখি সূর্যোদয়।'

ওরা কিছুক্ষণ চুপচাপ হেঁটে বেড়াল তারপর মেয়েটি অন্যমনস্ক সুরে মন্তব্য করল, 'জানেন, আমি আপনাকে একটুও ভয় পাই না।'

অবাক হলো মন্টাগ। 'আমাকে ভয় পাবে কেন?'

'অনেকেই তো ভয় পায়। মানে ফায়ারম্যানদের ভয় করে। কিন্তু শত হলেও আপনি তো স্রেফ একজন মানুষ, ...' তারপর একটু থেমে জানতে চাইল, 'আচ্ছা, আপনি ফায়ারম্যান হিসেবে কতদিন ধরে কাজ করছেন?'

'আমার কুড়ি বছর বয়স থেকে। দশ বছর আগে।'

'আপনি যেসব বই পুড়িয়েছেন সেগুলোর একটাও কি পড়েছেন?'

হাসল মন্টাগ। 'বই পড়া মানা। আইনেই আছে।'

'হুঁ, তাতো আছেই।'

'কাজটা বেশ মজার। সোমবার পোড়াও মিলে, বুধবার হুইটম্যান, শুক্রবার ফকনার, পুড়িয়ে ওগুলো ছাই করো, তারপর ছাইগুলো আবার পোড়াও। এ হলো আমাদের অফিশিয়াল স্লোগান।'

আরও বেশ খানিকটা এগোবার পরে মেয়েটি প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, এ কথা কি সত্য যে অনেক কাল আগে ফায়ারম্যানরা আগুন জ্বালানোর বদলে আগুন নেভাতো?'

'না। বাড়িঘরগুলো সব ফায়ারপ্রুফ। অগ্নিনিরোধক। আমার কথা বিশ্বাস করতে পার।'

'আশ্চর্য! অথচ আমি শুনেছি অনেক অনেক আগে নাকি দুর্ঘটনাবশত বাড়িঘরে আগুন ধরে যেত এবং আগুন নেভাতে লোকে দমকল কর্মীদের খবর দিত।'

হো হো করে হাসল মন্টাগ।

ওর দিকে ঝট করে তাকাল মেয়েটি। 'হাসছেন কেন?'

'জানি না,' আবার হাসতে লাগল মন্টাগ। তারপর থেমে গেল। জামায় কালো সুতোয় সেলাই করা ৪৫১ লেখা সংখ্যাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'এগুলোর অর্থ বোঝো?'

'বুঝি,' ফিসফিস করল ক্লারিস। বৃদ্ধি পেল গতি। 'বুলেভার্ডে জেট কারের রেসিং দেখেছেন কখনও?'

'তুমি কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছ!'

'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ড্রাইভাররা বুঝতেই পারে না কোনটা ঘাস আর কোনটা ফুল। কারণ ওরা ধীরগতিতে চলে না বলেই ওগুলো দেখতে পায় না।' বলল মেয়েটি। 'আপনি যদি কোনো ড্রাইভারকে ঝাপসা সবুজ কিছু জিনিস দেখান, বলবে ওটা ঘাস। আর ঝাপসা গোলাপি? বলবে ওটা গোলাপের বাগান। ঝাপসা সাদা বাড়ি। ঝাপসা বাদামি গরু। আমার চাচা একবার রাজপথে ধীর গতিতে গাড়ি চালিয়েছিলেন। ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে। ওরা তাঁকে দুই দিনের জন্য জেলে পুরে দিয়েছিল। ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত, না?'

'তুমি অনেক কিছু নিয়ে ভাবো দেখছি,' মন্তব্য করল মন্টাগ।

'আমি 'পার্কার ওয়ান' দেখি না বললেই চলে, খুব কম যাই রেস দেখতে কিংবা ফান পার্কে। তাই উল্টোপাল্টা চিন্তা করার জন্য প্রচুর সময় পাই। আপনি দুশো ফুট লম্বা বিলবোর্ডগুলো দেখেছেন? জানেন এক সময় বিলবোর্ডগুলো মাত্র কুড়ি ফুট লম্বা ছিল? কিন্তু গাড়িগুলো এমন জোরে দৌড়াতে শুরু করে যে বিজ্ঞাপনগুলো যাতে বোঝা যায় সেজন্য অত বড় করে ওগুলো বানানো শুরু হয়।

'জানতাম নাতো!' হাসল মন্টাগ।

'বাজি ধরে বলতে পারি আমি অনেক কিছুই জানি যা আপনি জানেন না। সকালে ঘাসের ওপর শিশির পড়ে।'

এ তথ্যটা জানত কিনা চট করে মনে করতে পারল না মন্টাগ। এতে অস্বস্তি এবং বিরক্তি লাগল তার।

'আর ওদিকে তাকালে–' আকাশের দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটি। 'চাঁদে মানুষ দেখতে পাবেন।'

অনেকদিন আকাশের দিকে তাকায় না মন্টাগ।

বাকি পথটুকু নিঃশব্দে হেঁটে পাড়ি দিল ওরা। মেয়েটি মগ্ন থাকল নিজের চিন্তায়। তার বাড়ির সামনে এসে মন্টাগ দেখল বাড়িটি আলোয় ঝলমল করছে।

'ঘটনা কী?' এমন আলোকিত বাড়ি খুব কমই দেখেছে মন্টাগ।

'আমার বাবা-মা আর চাচা বসে গল্প করছেন বোধহয়। আমি কি আপনাকে বলেছি আমার চাচাকে একবার গ্রেপ্তার করেছিল? স্রেফ পথচারী হওয়ার দোষে। সত্যি আমরা যে কী অদ্ভুত!'

'তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না।'

এ কথায় হেসে উঠল মেয়েটি। 'গুড নাইট!' সে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল, তারপর কী মনে পড়তে থেমে গেল। ফিরে এল মন্টাগের কাছে। তার চোখে বিস্ময় এবং কৌতূহল। 'আচ্ছা, আপনি কি সুখী?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমি কী?' চেঁচিয়ে উঠল মন্টাগ।

কিন্তু মেয়েটি ততক্ষণে চাঁদের আলোয় দৌড়াতে দৌড়াতে চলে গেছে। তার বাড়ির সদর দরজাটি আস্তে করে বন্ধ হয়ে গেল।

দুই.

'সুখী! হাঁ কী ধরনের প্রশ্ন!'

হাসি থেমে গেল মন্টাগের।

সে নিজের বাড়ির সদর দরজায় হাত রাখল। খুলে গেল দরজা।

অবশ্যই আমি সুখী। মেয়েটি কী ভাবে? ভাবে যে আমি সুখী নই? নীরব ঘরটির উদ্দেশ্যেই যেন প্রশ্ন করল সে। হল-এর ভেন্টিলেটর গ্রিলের দিকে তাকাল মন্টাগ। হঠাৎ মনে হলো গ্রিলের পেছনে কিছু একটা লুকিয়ে আছে, কিছু একটা যেন এখন তাকে উঁকি মেরে দেখছে। সে দ্রুত অন্যদিকে তাকাল।

এক অদ্ভুত রাতে এক অদ্ভুত সাক্ষাত! মন্টাগ মাথায় একটি ঝাঁকি দিয়ে শূন্য একটি দেয়ালে তাকাল। ওটা পার্লার। মেয়েটির মুখ দেখতে পাচ্ছে ওখানে, স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে চেহারাটা। খুব সরু একটি মুখ। মেয়েটির মধ্যে শনাক্তকরণের দুর্দান্ত ক্ষমতা রয়েছে। সে পুতুল নাচ দেখার প্রচণ্ড আগ্রহী একজন দর্শকের মতো, যেন চোখের পাতা কখন ফেলা হবে আগেই বুঝে নেয়, বুঝতে পারে হাতের নড়াচড়া, প্রতিটি আঙুলের ঝলক। ওরা কতক্ষণ একত্রে হাঁটাহাটি করেছে? তিন মিনিট? পাঁচ? তবে মনে হচ্ছে অনেকটা সময় ওরা হেঁটেছে। মন্টাগের সন্দেহ মেয়েটি আসলে তার জন্যই ওখানে অপেক্ষা করছিল। রাস্তায়, অত রাতের বেলা...

বেডরুমের দরজা খুলল মন্টাগ।

ঘর নিকষ আঁধারে ঢাকা, বাইরের রূপালি দুনিয়ার বিন্দুমাত্র আভাস এখানে নেই, জানালাগুলো শক্তভাবে বন্ধ করা, এ যেন এক সমাধিস্তম্ভ যেখানে বিরাট শহরটির কোনো শব্দ অনুপ্রবেশ করতে পারে না। তবে ঘরটি খালি নয়।

কান পাতল সে।

বাতাসে বিনবিন শব্দে উড়ছে মশা, একটি ভ্রমর গুঞ্জন তুলেছে তার গোলাপি রঙের উষ্ণ বাসায় বসে। শব্দটা এতোটাই প্রখর যে সুরটা পরিষ্কার অনুসরণ করতে পারছে মন্টাগ।

মন্টাগ টের পেল তার মুখ থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল হাসি। গলে গেল, গুটিয়ে ফেলল লেজ, যেন অনেকক্ষণ ধরে চমৎকারভাবে জ্বলতে থাকা একটি মোম হঠাৎ গলে গিয়ে নিভে গেল।

অন্ধকার। নিজেকে মন্টাগের এখন সুখী মনে হচ্ছে না। সে সুখী নয়। নিজেকে কথাটা শোনাল সে। বুঝতে পারল এটাও আসলে সত্যি কথা। সে সুখটাকে একটা মুখোশের মতো পরে ছিল এবং লনের সেই মেয়েটি মুখোশটা নিয়ে চলে গেছে। তার বাড়ির দরজায় কড়া নেড়ে ওই মুখোশ ফিরে পাবার কোনো উপায় নেই।

বাতি না জ্বালিয়েই মন্টাগ কল্পনা করতে পারে এই ঘরখানার চেহারা কীরকম। এখানে কোথায় কী আছে। তার স্ত্রী শুয়ে আছে বিছানায়, গায়ে কাথা-কম্বল কিছু নেই, শীতল শরীর, যেন সমাধিতে প্রদর্শনের জন্য রাখা একটি শরীর, তার চোখ স্থির হয়ে আছে হাতের দিকে। তার কানে সীশেল লাগানো, তাতে সাগর সৈকতের নানান শব্দ শোনা যায়। মিলড্রেড প্রতিরাতে শব্দের এই বিশাল সমুদ্রে অবগাহন করে। গত দুই বছর ধরে তা-ই করে আসছে।

ঘরটি শীতল তবু মন্টাগ শ্বাস করতে পারছে না। পর্দা তুলে ফ্রেঞ্চ উইন্ডো খুলে দেয়ার ইচ্ছে তার নেই। কারণ সে চায় না ঘরে চাঁদের আলো আসুক। সে ঠান্ডা বিছানার দিকে পা বাড়াল।

মেঝেয় কদম ফেলার পূর্ব মুহূর্তে মন্টাগ বুঝে ফেলল সে কিছু একটার ওপর পা দিতে চলেছে। সে জিনিসটার গায়ে লাথি মারল। ঠুন করে মৃদু শব্দ হয়ে ওটা আঁধারে ছিটকে গেল।

শিরদাঁড়া টানটান করে দাঁড়িয়ে থাকল মন্টাগ। বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষটির নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছে। খুবই মৃদু শব্দ আসছে তার নাক থেকে।

তবু বাতি জ্বালল না মন্টাগ। সে ইগনিটার বের করল, ওটার সিলভার ডিস্কে সালামান্ডারটা যেন কুঁচকে গেল, ঝট করে আগুন জ্বালল সে...

আগুনের আলোয় একজোড়া মুনস্টোন মুখ তুলে চাইল।

'মিলড্রেড!'

তার স্ত্রীর মুখখানা ভীষণ সাদা। ফ্যাকাসে। কাচের মতো চোখজোড়া তাকিয়ে আছে। খুবই আস্তে আস্তে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস পড়ছে।

যে জিনিসটিকে অন্ধকারে লাথি মেরেছিল মন্টাগ ওটা এখন তার খাটের নিচে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ক্রিস্টালের ছোট একটি বোতল। আজ সকালে ওতে ত্রিশটি ঘুমের বড়ি ছিল। এখন বোতলের মুখ খোলা। এবং বোতলে একটি বড়িও নেই।

মন্টাগ দাঁড়িয়ে আছে। তার বাড়ির ওপরের আকাশ হুংকার ছাড়ল। কান ফাটানো শব্দ, যেন দুটো দানব হাত দশ হাজার মাইল লম্বা কালো কাপড়ের একটি ফালি ছিঁড়ে ফেলল ফরফর করে। জেট বোম্বারগুলো যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। সবগুলো যেন মন্টাগকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করছে। মুখ হাঁ করল মন্টাগ। সুতীব্র চিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে। সেই চিৎকারে বাড়িটি যেন কেঁপে উঠল। তার হাতের ফ্লেয়ারটা নিভে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেছে মুনস্টোন। টেলিফোনের দিকে অজান্তেই হাত চলে গেল তার।

জেটগুলো চলে গেছে। মন্টাগের ঠোঁট নড়ে উঠল, ফোনের মাউথপিসে ঘষা খেল। 'ইমার্জেন্সি হসপিটাল।' ফিসফিস করে বলল সে।

তার মনে হলো জেট বোম্বারের আওয়াজে আকাশের তারাগুলো গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেছে এবং কাল সকালে পৃথিবী অদ্ভুত বরফের মতো তাদের ধুলোয় ঢেকে যাবে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে নির্বোধের মতো এসব চিন্তা করতে লাগল মন্টাগ।

ওদের কাছে এই যন্ত্রটি আছে। আসলে বলা উচিত দুটি যন্ত্র আছে। একটি আপনার পেটে লাগানো হবে কালো গোক্ষুরের মতো। যন্ত্র টেনে নেবে পেটের যত আবর্জনা। এটির একটি চোখ আছে। যন্ত্রের নৈর্ব্যক্তিক অপারেটরটি মাথায় বিশেষ ধরনের অপটিক্যাল হেলমেট পরে যার পেট পাম্প করা হচ্ছে সে লোকের আত্মার দিকে যেন তাকিয়ে থাকে। যন্ত্রের চোখটি কী দেখে? অপারেটর তা বলতে পারবে না। সে দেখে তবে চোখ কী দেখে তা সে জানে না। উঠোনে গর্ত খোঁড়ার মতো নয় এ অপারেশন। বিছানায় শুয়ে থাকা মহিলাটি মার্বেলের একটি শক্ত স্তর বললেই হয়। অপারেটর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। অন্য মেশিনটাও কাজ করে চলেছে।

অপর মেশিনটি চালাচ্ছে লাল-বাদামি কভার অল পরা ভাবলেশশূন্য চেহারার আরেকজন অপারেটর। এ যন্ত্র শরীর থেকে সমস্ত রক্ত পাম্প করে বের করে এনে সেখানে তাজা রক্ত এবং গরম সেরাম ঢোকায়।

'দু'ভাবেই পরিষ্কার করতে হবে,' নীরব, নিশ্চুপ মহিলার পাশে দাঁড়ানো অপারেটরটি বলল। 'রক্ত পরিষ্কার না করে পেট পরিষ্কার করে লাভ নাই। ওই জিনিসটা রক্তে ঢোকাও এবং রক্ত মস্তিষ্কে হাতুড়ির মতো আঘাত করবে– দুম! কয়েক হাজারবার আঘাত করবে এবং মস্তিষ্ক হাল ছেড়ে দেবে।'

'থামবে তুমি!' খেঁকিয়ে উঠল মন্টাগ।

'আমি এমনি বলছিলাম,' বলল অপারেটর।

'তোমার কথা বলা শেষ হয়েছে?' বলল মন্টাগ।

তারা শক্ত করে বন্ধ করল মেশিন। 'কাজ শেষ হয়েছে।' মন্টাগের ক্রোধ ওদেরকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। দাঁড়িয়ে ধূমপান করেই চলেছে। নাক দিয়ে গলগল করে বের করছে ধোঁয়া, পাক খেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ঢুকে যাচ্ছে চোখে। কিন্তু ওরা চোখের পলক ফেলছে না কিংবা চোখ পিটপিটও করছে না।

'পঞ্চাশ ডলার বিল হয়েছে।'

'ও সুস্থ হবে কিনা আগে সে কথা বলো।'

'অবশ্যই উনি সুস্থ হবেন। তুমি পুরনো জিনিসটা ফেলে নতুন আরেকটা নাও। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তোমাদের দু'জনের কেউই M.D. নও। ইমার্জেন্সিতে ওরা কেন M.D. পাঠায় না?'

'হেল!' অপারেটরের ঠোঁটে নড়ে উঠল সিগারেট। 'ও' এরকম কেস আমরা প্রতি রাতেই আট/দশটা পাই। গত কয়েক বছর ধরে এরকম কেস এত বেশি পাচ্ছিলাম যে বিশেষ যন্ত্র তৈরি করতে হয়েছে। অপটিক্যাল লেন্সগুলো ছিল নতুন। বাকিগুলো পুরানো। এসব কেসে M.D.র দরকার পড়ে না। টুকিটাকি কাজে পটু দু'জন মানুষ হলেই চলে। তোমার সমস্যা আধঘণ্টার মধ্যে তারা সমাধান করে দেবে।' লোকটি দরজায় পা বাড়াল। আমাদেরকে এখন যেতে হবে। আরেকটা কল পেয়েছি। এখান থেকে দশ ব্লক দূরে। কে নাকি পিলবক্সের ক্যাপ থেকে লাফিয়ে পড়েছে। 'আমাদেরকে আবার প্রয়োজন হলে ফোন দিও। আমরা তোমার স্ত্রীকে কন্ট্রাসিডেকটিভ দিয়েছি। জেগে উঠলেই তার খিদে পাবে। গেলাম।'

সিগারেট মুখের লোক দুটো তাদের মেশিন এবং টিউব, তরল পদার্থের জারসহ অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল দরজা খুলে।

মন্টাগ ধপ করে বসে পড়ল একটি চেয়ারে। তাকাল স্ত্রীর দিকে। তার এখনও চোখ বোজা। মন্টাগ হাত বাড়িয়ে দিল তালুতে উষ্ণ নিঃশ্বাসের ছোঁয়া অনুভব করার জন্য।

'মিলড্রেড,' অবশেষে বলল সে।

আমরা সংখ্যায় অনেক, ভাবছে সে। আমাদের মতো কোটি কোটি মানুষ রয়েছে। কিন্তু কেউ কাউকে চেনে না। অচেনা মানুষরা এসে তোমাকে নির্যাতন করে। অচেনা মানুষ এসে তোমার কলজে কেটে নিয়ে যায়। অচেনা মানুষ এসে তোমার রক্ত নিয়ে যায়। গুড গড। কারা এরা? আমি এর আগে তো এদেরকে কখনও দেখিনি!

আধঘণ্টা চলে গেল।

এই মহিলার শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে নতুন রক্ত। নতুন রক্তে তার চেহারায় জেল্লা ফিরে এসেছে। গাল হয়ে উঠেছে টকটকে গোলাপি, ওষ্ঠদ্বয় দারুণ তাজা

এবং লাল, নরম এবং রিল্যাক্সও লাগছে দেখতে। ওর শরীরে অন্য কারও রক্ত। যদি সেই অপরজনের মাংস, মস্তিষ্ক এবং স্মৃতি থেকে থাকে।

মন্টাগ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল। জানালার পর্দা তুলে দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লা যাতে রাতের বাতাস ঘরে ঢুকতে পারে। রাত দুইটা বাজে। মাত্র এক ঘণ্টা আগে ক্ল্যারিস ম্যাককেলানের সঙ্গে তার রাস্তায় দেখা হয়েছিল। মাত্র একঘণ্টা আগে। কিন্তু ইতিমধ্যে পৃথিবীটা গলে গিয়ে কেন নিষ্প্রভ এবং ম্লান হয়ে গেছে।

ক্ল্যারিসদের বাড়ি থেকে হাসির শব্দ আসছে। ক্ল্যারিসের বাবা, মা এবং চাচা প্রাণখুলে হাসছেন। তাদের বাড়িটিই কেবল উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত বাকি ঘরবাড়িগুলো আঁধারে নিমজ্জিত। মন্টাগ শুনছে ওরা কথা বলছেন।

ফ্রেঞ্চ উইন্ডো টপকে নিচে নামল মন্টাগ, কোনোকিছু না ভেবেই লন পার হলো। ক্ল্যারিসদের বাড়ির ছায়ায় এসে দাঁড়াল। ভাবছে ওদের দরজায় কড়া নেড়ে বলবে কিনা, 'আমাকে একটু ভেতরে আসতে দিন। আমি কোনো কথা বলব না। আমি শুধু আপনাদের কথা শুনব। আপনারা কী নিয়ে কথা বলছিলেন?'

কিন্তু সে তেমন কিছু না করে ওখানে পাথর মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। একজন পুরুষ (চাচা) কথা বলছেন পায়চারি করতে করতে।

'এ হলো ডিসপোজেবল টিস্যুর যুগ। কারও ওপর নাক ঝাড়ো, সর্দি মোছো, ফেলে দাও টিস্যু। তারপর আরেকজনের সঙ্গে একই আচরণ করো। সবাই সবার পিছু লেগে আছে। তুমি হোমটিম কী করে করবে যদি তাদের নামই না জানো না?'

নিজের বাড়িতে ফিরে এল মন্টাগ, জানালা পুরো খোলাই থাকল, মিলড্রেডকে একবার পরীক্ষা করে দেখল, শরীরের চারপাশে চাদর গুঁজে দিল সাবধানে, তারপর শুয়ে পড়ল বিছানায়। একটু পরে ঘুমিয়ে গেল।

সকাল ন'টার সময় মন্টাগ ঘুম থেকে উঠে দেখে মিলড্রেডের বিছানা খালি।

লাফ দিয়ে নিজের বিছানা ছাড়ল মন্টাগ, ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে কলজে, এক দৌড়ে হলঘর পার হয়ে থেমে দাঁড়াল রান্নাঘরের দরজার সামনে।

সিলভার টোস্টার থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল টোস্ট, মাকড়সার মতো একটি ধাতব হাত ওটা লুফে নিল। টোস্টের গায়ে মাখিয়ে দিল গলানো মাখন।

মিলড্রেড দেখল তার প্লেটে পরিবেশন করা হলো টোস্ট। তার দুই কানে ইলেকট্রনিক ভ্রমর লাগানো, ওগুলো গান গেয়েই চলেছে সে মুখ তুলে চাইতেই তার স্বামীকে দেখল। মৃদু মাথা ঝাঁকাল।

'তুমি ঠিক আছ তো?' জিজ্ঞেস করল মন্টাগ।

সিশেল ইয়ার থিম্বলে দশ বছর অ্যাটর্নিশিপ করার ফলে মানুষের ঠোঁটের নড়াচড়া দেখেই মিলড্রেড বুঝতে পারে লোকটি কী করছে। সে টোস্টারকে আরেক টুকরো ব্রেড দেয়ার জন্য বোতাম টিপল।

মন্টাগ এসে টেবিলে বসল।

তার স্ত্রী বলল, 'বুঝলাম না এত ক্ষিদে পেল কেন।'

'তুমি–'

'ক্ষুধার্ত।'

'গত রাতে,' শুরু করল মন্টাগ।

'ঘুমাতে পারিনি ভালো করে। শরীর খুব খারাপ লাগছিল,' বলল মিলড্রেড। 'গড, এমন ক্ষিদে লেগেছে আমার। বুঝাতে পারছি না কেন?'

'গত রাতে–' আবার বলতে গেল মন্টাগ।

মিলড্রেড স্বামীর ঠোঁটের নড়াচড়া লক্ষ্য করছে। 'গতরাতে কী?'

'তোমার কিছু মনে নেই?'

'কী? আমরা কি কোনো উদ্দাম পার্টি দিয়েছিলাম বা অন্যকিছু? মনে হচ্ছে হ্যাংওভারে ভুগছি। গড, আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। এখানে কারা এসেছিল?'

'কয়েকজন লোক,' জবাব দিল মন্টাগ।

'আমিও তা-ই ভেবেছি,' টোস্ট চিবুচ্ছে মিলড্রেড। 'পেটটা কেমন ব্যথা করছে। কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষিদেটা আছেই। আশা করি পার্টিতে বোকার মতো কিছু করে বসিনি।'

'না,' মৃদু গলায় বলল মন্টাগ।

টোস্টার মন্টাগের জন্য মাখন লাগানো একটি ব্রেড বের করে দিল। সে খাবারটা বাধ্যগত হাতের মতো তুলে নিল হাতে।

'তোমার চেহারা দেখেও তো খুব একটা ভালো বোধ হচ্ছে না,' বলল তার স্ত্রী।

তিন.

শেষ বিকেলে শুরু হলো বৃষ্টি। গোটা পৃথিবী ঢেকে গেল গাঢ় ধূসর রঙের পর্দায়। বাড়িতে, হলঘরে দাঁড়িয়ে আছে মন্টাগ, ব্যাজ পরছে। এয়ারকন্ডিশনিং ভেন্টের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। তার স্ত্রী টিভি পার্লারে স্ক্রিপ্ট পড়ায় দীর্ঘ সময় ধরে ব্যস্ত। এবারে মুখ তুলে তাকাল। 'অ্যাই,' বলল সে। 'লোকটা চিন্তা করছে!'

'হুঁ,' বলল মন্টাগ। 'তোমার সঙ্গে কথা ছিল,' সে বিরতি দিল। 'গত রাতে তুমি তোমার বোতলের সবগুলো বড়ি খেয়েছ।'

'ওহ্, আমি কেন অমন কাজ করতে যাব?' মিলড্রেডের কণ্ঠে বিস্ময়।

'বোতলটা খালি ছিল।'

'আমি অমন কাজ জীবনেও করব না। কেন ওরকম কাজ আমি ঘটাতে যাব?' বলল সে।

'হয়তো দুটো বড়ি খেয়েছিলে তুমি। পরে ভুলে গিয়ে আবার দুটো খেয়েছ। সেগুলোর কথাও আবার ভুলে গিয়ে আরও দুটো নিয়েছ। তুমি নেশার ঘোরে এভাবে ত্রিশ/চল্লিশটা বড়ি সাবড়ে দিয়েছ।'

'ধ্যাত,' বলল মিলড্রেড। 'এমন বোকার মতো কাজ আমি কেন করতে যাব শুনি?'

'সে আমি জানি না,' বলল মন্টাগ।

'আমি ওই কাজ করিনি,' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল মিলড্রেড।

'কোনোদিনই করিনি।'

'ঠিক আছে। তুমি যদি বলো,' বলল মন্টাগ।

'দ্যাটস হোয়াট দ্য লেডি সেইড,' বলে স্ক্রিপ্টে মনোযোগ ফেরাল মিলড্রেড।

'আজ বিকেলে তোমার কাজ কী?' ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল মন্টাগ।

চিত্রনাট্য থেকে মুখ তুলল না মিলড্রেড। 'এই নাটকটি দশ মিনিটের মধ্যে ওয়াল-টু-ওয়াল সার্কিটে দেখানো হবে। আমার অংশটা ওরা আজ সকালে

আমাকে মেইল করে পাঠিয়ে দিয়েছে। ওরা স্ক্রিপ্টটা লিখেছে কিন্তু একটা অংশ বাদ পড়ে গেছে। ইটস আ নিউ আইডিয়া। হোমমেকার ওটা আমি, বাদ পড়া অংশটা ছিল ওটাই। মিসিং লাইনের প্রসঙ্গ যখন আসবে তখন তিনটে দেয়াল থেকে তারা সবাই আমার দিকে তাকাবে এবং আমি সংলাপ বলব। যেমন ধরো লোকটি বলছে, 'এ আইডিয়াটি সম্পর্কে তুমি কী ভাবছ, হেলেন?' সে স্টেজের মাঝখানে বসে আমার দিকে তাকায়। আমি তখন বলি, তখন বলি–' থেমে গেল মিলড্রেড, স্ক্রিপ্টের একটা লাইনের নিচে আঙুল রাখল।

'আমার মনে হয় ওটা ঠিকই আছে।' তখন সে আমাকে বলে, 'তুমি কি ওই প্রস্তাবে রাজি, হেলেন?' আমি বলি, 'অবশ্যই রাজি।' ব্যাপারটা খুব মজার, না?'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল মন্টাগ। হেলেন বলল, অবশ্যই ব্যাপারটা মজার।'

'নাটকটা কী নিয়ে?'

'তোমাকে এইমাত্রই তো বললাম। নাটকের চরিত্রগুলো হচ্ছে বব, রুথ এবং হেলেন।'

'ওহ।'

'খুবই মজার নাটক। আরও মজা হবে যদি আমরা চার নম্বর দেয়ালটা ইনস্টল করতে পারি। কোনো ওয়াল টিভি কিনতে আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে আমাকে? মাত্র তো দুই হাজার ডলার দাম।'

'ওটা আমার বাৎসরিক্ বেতনের তিনভাগের এক ভাগ।'

'মাত্র তো দু'হাজার ডলার।' বলল মিলড্রেড। 'আমার মনে হয় তোমার উচিত মাঝে মাঝে আমার বিষয়টিও একটু ভেবে দেখা। আমাদের যদি চতুর্থ দেয়ালটি থাকত তাহলে এ ঘরটি অভিজাত মানুষদের ঘরের মতো হয়ে যেত। এদিক সেদিক কিছু খরচ কমিয়ে আমরা চতুর্থ দেয়ালটি তো কিনতেই পারি।'

'তৃতীয় দেয়ালটি কিনতে ইতিমধ্যে আমরা অন্য খাতের কিছু খরচ কমিয়ে দিয়েছি। মাত্র দু'মাস হলো ওই দেয়ালটি কেনা হয়েছে। মনে আছে?'

'ব্যস, তোমার এ-ইই বলার ছিল?' স্বামীর দিকে দীর্ঘ একটি মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মিলড্রেড। 'ওয়েল, গুডবাই, ডিয়ার।'

'গুডবাই,' বলল মন্টাগ। সে রওনা হতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘুরল 'তোমার নাটকের শেষটা কি মিলনাত্মক?'

'এখনও পুরোটা পড়তে পারিনি।'

মন্টাগ স্ক্রিপ্টের শেষ পৃষ্ঠায় চোখ বুলাল। তারপর ওটা ভাঁজ করে স্ত্রীর হাতে দিল। শেষে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল বৃষ্টি মাথায় নিয়েই।

নামে আসছে বৃষ্টি। মেয়েটি মাথা সোজা করে ফুটপাতের মাঝখান দিয়ে হাঁটছে। তার মুখে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। মন্টাগকে দেখে সে হাসল।

'হ্যালো।'

মন্টাগও প্রত্যুত্তরে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বলল, 'তুমি এবারে এখানে কী মতলবে?'

'আমি এখনও পাগলী হয়ে আছি। বৃষ্টিটা ভারী ভালো লাগছে। বৃষ্টির মধ্যে হাঁটাহাঁটি করতে মন চাইল।'

'আমার বৃষ্টিতে হাঁটাহাঁটি করতে ভালো লাগে না।'

'চেষ্টা করলে ভালো লাগত।'

'কখনও চেষ্টা করিনি।'

মেয়েটি ঠোঁট চাটল। 'বৃষ্টির পানির স্বাদও ভালো।'

'তুমি কী করো, সবকিছুর স্বাদ নেয়ার জন্য পাড়া-মহল্লায় সারাদিন অন্তত একবার টো টো করে বেড়াও? জিজ্ঞেস করল মন্টাগ।

'কোনো কোনোদিন দু'বারও,' মেয়েটি নিজের হাতের দিকে তাকাল।

'তোমার হাতে কী?' জানতে চাইল মন্টাগ।

'এ বছরের শেষ ড্যানডেলিয়ন। উজ্জ্বল হলুদ রঙের ফুল। বছরের এ সময়টাতে বাগানে এ জিনিস পেয়ে যাব কল্পনাই করিনি। আপনি কখনও এ ফুলটি চিবুকের নিচে ঘষেছেন?, দেখুন।' সে হাসতে হাসতে ফুলটি দিয়ে নিজের থুতনি স্পর্শ করল।

'কেন?'

'চিবুকে এ ফুল ঘষা মানে আমি প্রেমে পড়ে গেছি। তাই কি?'

মন্টাগ শুধু তাকিয়ে থাকল কিছু বলল না।

'তো?' বলল মেয়েটি।

'তোমার থুতনির নিচে হলুদ রঙ লেগে আছে।'

'চমৎকার! এবারে আপনি চেষ্টা করে দেখুন।'

'আমি চেষ্টা করলেও কাজ হবে না।

'ধরুন,' মন্টাগ সরে যাওয়ার আগেই ক্ল্যারিস ড্যানডেলিয়নটি তার থুতনির নিচে ঘষে দিল। সে চমকে পিছু হঠল। হি হি করে হাসল মেয়েটি। 'নড়াচড়া করবেন না। দাঁড়িয়ে থাকুন।'

সে মন্টাগের থুতনির নিচে উঁকি দিল। তার কপালে ভাঁজ পড়ল।

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল মন্টাগ।

'খুবই দুঃখের ব্যাপার এই যে আপনি কারও প্রেমে পড়েননি,' বলল ক্লারিস।

'আমি অবশ্যই প্রেমে পড়েছি।'

'কিন্তু ফুল তো সেরকম কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছে না।'

'তুমি তো ফুলটা নিজের থুতনিতে ঘষে ওটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ,' বলল মন্টাগ। 'তাই ওটা আমার জন্য কাজ করেনি।'

'দুঃখিত। আপনাকে বোধহয় আপসেট করে ফেললাম। এজন্য আমি খুবই লজ্জিত। সত্যি খুব দুঃখিত,' সে মন্টাগের কনুই স্পর্শ করল।

'না, না,' দ্রুত বলল মন্টাগ। 'আমি ঠিক আছি।'

'আমি এখন যাব। কাজেই বলে দিন যে আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন। আমি চাই না আপনি আমার ওপর রাগ করে থাকেন।'

'আমি রাগ করিনি। তবে হ্যাঁ আপসেট হয়েছি।'

'আমি এখন আমার সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাব। ওরা আমাকে যেতে বাধ্য করে। ডাক্তারকে কী বলব তা মনে মনে ভাবি আমি। জানি না উনি আমাকে কী ভাবছেন। তিনি জানতে চান কেন আমি বাইরে যাই এবং সারাদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরি, পাখি দেখি, সংগ্রহ করি প্রজাপতি। একদিন আপনাকে আমার কালেকশন দেখাব।'

'আচ্ছা।'

'ওরা জানতে চায় সারাদিন আমি কী করি। আমি ওদেরকে বলি মাঝেমাঝে আমি স্রেফ বসে থেকে চিন্তা করি। তবে কী নিয়ে চিন্তা করি তা ওদেরকে বলব না। ওদেরকে মাঝেমাঝে ওদেরকে বলি মাথাটা এভাবে কাত করে আমি বৃষ্টির পানি খাই। স্বাদটা লাগে মদের মতো। আপনি কখনও বৃষ্টির পানি খেয়েছেন?'

'না। আমি–'

'আপনি আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। তাই না?'

'হ্যাঁ,' একটু ভেবে বলল মন্টাগ। 'হ্যাঁ, আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। ঈশ্বর জানেন কেন। তুমি অদ্ভুত পিকুলিয়ার টাইপের একটি মেয়ে, তুমি খেপাটে। তবু তোমাকে ক্ষমা করা সহজ। তুমি বলেছিলে তোমার বয়স সতেরো।'

'আগামী মাসে সতেরোতে পা দেব।'

'কী অদ্ভুত! আমার স্ত্রীর বয়স ত্রিশ অথচ তোমাকে সময়ের চেয়ে অনেক বেশি পরিপক্ক মনে হয়।'

'আপনি নিজেও বেশ পিকুলিয়ার স্বভাবের, মি. মন্টাগ। মাঝেমাঝে আমি ভুলে যাই যে আপনি একজন ফায়ারম্যান। আমি কি আবার আপনাকে একটু রাগিয়ে দিতে পারি?

'বলো, শুনি।'

'এটার শুরুটা কীভাবে হয়েছিল? আপনি এর সঙ্গে জড়ালেন কী করে? কীভাবে আপনি কাজটা পেলেন এবং কাজটা আপনি নিলেনই বা কেন? আপনি অন্য সবার মতো নন। আমি কয়েকজনকে দেখেছি তাই ব্যাপারটা জানি। আমি যখন কথা বলি তখন আপনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আমি গতরাতে চাঁদ নিয়ে কথা বলার সময় আপনি চাঁদের দিকে তাকিয়েছিলেন। অন্যরা এ কাজ কখনও করে না। আমি যখন কথা বলছি তখন তারা চলে যায়। কিংবা আমাকে হুমকি ধামকি দেয়। আজকাল আর কারও জন্য কারও কোনো সময় নেই। কিন্তু আপনি আমাকে দিব্যি সহ্য করছেন। এসব ব্যাপার একজন ফায়ারম্যানের চরিত্রের সঙ্গে খুব কমই যায়। মনে হয় এরকম আচরণ আপনাকে যেন ঠিক মানাচ্ছে না।'

মন্টাগের মনে হলো তার শরীর যেন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি অংশ উত্তপ্ত, অপর অংশটি শীতল। একাংশে রয়েছে কোমলতা, অপর অংশে কাঠিন্য, একটি অংশ কম্পমান, অপর অংশ তার বিপরীত। দুটো খুড় যেন একে অন্যের সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে।

'তুমি তোমার কাজে যাও।' মন্তব্য করল মন্টাগ।

বৃষ্টির মধ্যে ওকে রেখে ছুটে চলে গেল মেয়েটি। অনেকক্ষণ স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে হাঁটা দিল মন্টাগ।

তারপর, খুব মন্থর পদক্ষেপে হাঁটার সময় মাথাটা একদিকে কাত করল মন্টাগ, কয়েক মুহূর্ত ওভাবেই থাকল, তারপর হাঁ করল মুখ...

চার.

মেকানিক্যাল হাউন্ডটি ঘুমাচ্ছে, আসলে ঘুমাচ্ছে না। ওটা ফায়ারহাউজের এক অন্ধকার কোণায় স্বল্পালোকিত কেনেলে (কুকুর রাখার ঘর) ঘাপটি মেরে বসেছিল। ওটাকে দেখতে এল মন্টাগ। কুকুরটাকে সবসময় মুগ্ধতা এবং বিস্ময় নিয়ে দেখে সে।

'হ্যালো,' ফিসফিস করল মন্টাগ।

রাতগুলো যখন থাকে নিষ্প্রভ, প্রতিটি রাতই অবশ্য সেরকম থাকে, ফায়ারহাউজের লোকগুলো পেতলের দণ্ড বেয়ে নেমে আসে নিচে এবং হাউন্ডটাকে নিয়ে বাজি ধরার খেলা খেলে তারা। ফায়ারহাউজের পরিধির মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয় ইঁদুর, কখনও কখনও মুরগি, আবার বেড়ালও যেগুলোকে একসময় চুবিয়ে মারা হবে। বাজি ধরা হয় হাউন্ডটি সবার আগে বেড়াল, মুরগি নাকি ইঁদুর ধরবে। তিন`সেকেন্ডের মধ্যেই অবশ্য খেলা শেষ। হাউন্ডটির মুখ থেকে ইনজোকশনের সুইয়ের মতো একটি সুই বেরিয়ে আসে। ওতে প্রচুর পরিমাণে মরফিন কিংবা প্রোফেন থাকে। শিকার ধরার পরে হাউন্ড তার শিকারের শরীরে এ জিনিস প্রবেশ করিয়ে দেয়। মুহূর্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ে শিকার। এরপরে আবার নতুন খেলা শুরু হয়।'

এসব খেলা যখন খেলা হয় মন্টাগ বেশিরভাগ সময় ওপরতলায় থাকে। বছর দুই আগে সে এ খেলায় বাজি ধরতে গিয়ে তার এক সপ্তাহের বেতন খোয়ানোর পরে আর এমুখো হয়নি। মিলড্রেডও তার ওপর খুব রেগে গিয়েছিল মন্টাগ জুয়া খেলতে গিয়েছিল বলে। আজকাল মন্টাগ তার বাঙ্কে শুয়ে থাকে দেয়ালের দিকে মুখ করে, শোনে নিচে বেদম হাসি তামাশা চলছে, ইঁদুর দৌড়াচ্ছে, তারপর মথের মতো অন্ধকার থেকে আলোয় হাজির হয়েছে হাউন্ড, খপ করে ধরে ফেলেছে তার শিকার, শিকারের গায়ে সুই ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে মেরে ফেলে আবার ফিরে গেছে নিজের খোয়াড়ে।

কুকুরটা মন্টাগকে দেখে উঠে দাঁড়াল। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল গর্জন। এক কদম পিছু হটল মন্টাগ। এক কদম আগে বাড়ল হাউন্ড। পিতলের দণ্ডটা এক

হাতে চেপে ধরল মন্টাগ। দণ্ডটা ওকে পৌছে দিল বাড়িটির আপার লেভেলে। মন্টাগ কুকুরটাকে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। নিচে হাউন্ডটা তার আট পা গুটিয়ে বসে পড়ল। গলা দিয়ে মৃদু গড়গড় আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। মুখভর্তি চোখ মেলে তাকিয়ে রইল শূন্যে। তার চোখের রঙ সবুজ-নীল নিয়ন বাতির মতো।

দাঁড়িয়ে থেকে ভয়টা কাটিয়ে উঠল মন্টাগ। তার পেছনে, ঘরের কিনারে সবুজ বাতি জ্বেলে একটি টেবিলে বসে চারজন লোক তাস খেলছিল। তারা একবার মন্টাগের দিকে ফিরে চাইল কিন্তু মুখে কিছু বলল না। তবে ক্যাপ্টেনের হ্যাট মাথায় লোকটা অবশেষে কৌতূহলী হয়ে উঠল। সে ডাক দিল, 'মন্টাগ...'

'ওটা আমাকে পছন্দ করে না,' বলল মন্টাগ।

'কে, ওই হাউন্ডটা?' তাসে চোখ বুলাতে বুলাতে বলল ক্যাপ্টেন।

'তোমার আজাইরা প্যাঁচাল বাদ দাও। ওটার ভেতরে পছন্দ-অপছন্দের কোনো বিষয় নেই। ওটা কেবল 'কাজ' করে। এটা যেন ক্ষেপণাস্ত্র বিজ্ঞানের শিক্ষা নেয়া। আমরা ওটার জন্য ক্ষেপণাস্ত্রের বঙ্কিম পথ বেছে নিয়েছি। ওটা অনুসরণ করে, লক্ষ্য স্থির করে, তারপর শিকারের ওপর হামলে পড়ে। ওটা শুধু তামার তার, স্টোরেজ ব্যাটারি আর ইলেকট্রিসিটির সমন্বয়।'

ঢোক গিলল মন্টাগ। 'এটার ক্যালকুলেটর যেকোনো কম্বিনেশনে সেট করা যায়, ওটার মধ্যে রয়েছে প্রচুর অ্যামিনো এসিড, প্রচুর সালফার, প্রচুর কার্টারফ্যাট এবং আলকালাইন, ঠিক?'

'এ তথ্য আমরা সবাই জানি।'

'আমাদের সবার কেমিকেল ব্যালেন্সে এবং পার্সেন্টিজ নিচের মাস্টার ফাইলে রেকর্ড করা আছে। হাউন্ডের মেমোরিতে কেউ আংশিক কম্বিনেশন খুব সহজেই সেটআপ করতে পারবে। শুধু অ্যামিনো এসিডের ছোঁয়া লাগলেই হলো। জানোয়ারটা আমাকে দেখে এই মাত্র যে প্রতিক্রিয়া দেখাল তা দেখে সত্যি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কেউ ওর ভেতরে যথেষ্ট পরিমাণে মেমোরি সেটআপ করেছে। ফলে আমি ওকে স্পর্শ করা মাত্রই ও ঘেউ করে উঠেছিল।'

'কে ওর ভেতরে মেমোরি ঢোকাতে যাবে?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন। 'এখানে তো তোমার কোনো শত্রু নেই।'

'আমি যদ্দুর জানি নাই।'

'আমরা আমাদের টেকনিশিয়ান দিয়ে কাল হাউন্ডটাকে একবার পরীক্ষা করে দেখব।'

'এবারেই প্রথম আমাকে ডর দেখায়নি ওটা,' বলল মন্টাগ। 'গত মাসে দু'বার একই ঘটনা ঘটেছে।'

'আমরা সমস্যার সমাধান করে ফেলব। চিন্তা করো না।'

কিন্তু মন্টাগ নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকল, নড়াচড়া করল না। সে বাড়ির বলরুমের ভেন্টিলেটর গ্রিলের কথা ভাবছিল। ভাবছিল গ্রিলের পেছনে না জানি কী ঘাপটি মেরে বসেছিল। এখানকার কেউ ভেন্টিলেটরের কথা জেনে থাকলেও নিশ্চয় হাউন্ডটাকে সে কথা বলে দেয়নি?

মন্টাগের দিকে এগিয়ে গেল ক্যাপ্টেন। তাকাল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে।

'আমি ভাবছিলাম,' বলল মন্টাগ, 'রাতের বেলা হাউন্ডটা আমাকে কী চিন্তা করে? ওটা কি জ্যান্ত একটা সত্তা হয়ে উঠছে? ভাবলেই আমার গা-হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে।'

'আমরা যা চিন্তা করি না বা করতে চাই না তা চিন্তা করার ক্ষমতা হাউন্ডের নেই।'

'সেটা বড়ই দুঃখের কথা,' মৃদু গলায় বলল মন্টাগ। 'কারণ ওটাকে আমরা শুধু ব্যবহার করছি শিকার করা, কাউকে খুঁজে বের করা আর খুন-জখমের কাজে। ওটা যদি বুঝতে পারত আমরা ওকে কীসব কাজে ব্যবহার করছি।'

ক্যাপ্টেন বিটি নাক কোঁচকাল। 'হেল! ওটা কারিগর বিদ্যার এক অপূর্ব নিদর্শন, একটা চমৎকার রাইফেল যা নিজের টার্গেট চমৎকারভাবে খুঁজে নিতে পারে এবং প্রতিবার নিখুঁত লক্ষ্যভেদের নিশ্চয়তা দেয়।'

'এ জন্যেই আমি ওটার পরবর্তী ভিক্টিম হতে চাই না,' বলল মন্টাগ।

'কেন বাপু? তুমি কি কিছু নিয়ে অপরাধবোধে ভুগছ?'

মন্টাগ ঝট করে মুখ তুলে চাইল।

বিটি ওখানে দাঁড়িয়ে তার চোখে চোখ রেখে খিক-খিক হাসতে শুরু করল।

এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত দিন। এ কদিনে যতবার সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, ক্ল্যারিসকে কোথাও না কোথাও দেখেছে। একবার দেখল মেয়েটা একটা আখরোট গাছ ধরে ঝাঁকাচ্ছে, আরেকবার দেখল বাগানে বসে নীল একটি সুয়েটার বুনছে সে। মন্টাগ অন্তত তিন চারবার দেখছে তার বাড়ির বারান্দায় কখনও ফুলের তোড়া রেখেছে ক্ল্যারিস, কখনও বা দোরগোড়ায় সাদা কাগজে সাজিয়ে রেখেছে শরতের পুরনো পাতা কিংবা ছোট্ট ঝুলি বোঝাই কাঠবাদাম। প্রতিদিন রাস্তার মোড়ে মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়েছে মন্টাগের। একদিন খুব বৃষ্টি হলো, পরের দিন আবার সব ফকফকা, তার পরের দিন জোর বাতাস বইল, তার পরের দিন আবার একদম শান্ত, স্নিগ্ধ আবহাওয়া। আর তার পরের দিন এমন গরম পড়ল, শরীরে ফোস্কা পড়ে যাওয়ার দশা। বিকেলবেলা দেখা গেল রোদে পুড়ে গনগনে হয়ে আছে ক্ল্যারিসের মুখ।

'কেন,' সাবওয়ে এন্ট্রান্সে দাঁড়িয়ে একদিন জিজ্ঞেস করল মন্টাগ, 'তোমাকে দেখতে মনে হয় বহুদিন ধরে তোমার সঙ্গে সখ্য আমার?'

'কারণ আমি আপনাকে পছন্দ করি,' বলল ক্ল্যারিস। 'আর আমি আপনার কাছে কিছু চাই না। এবং কারণ আমরা পরস্পরকে চিনি।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় নিজেকে খুব বুড়ো লাগে আমার। মনে হয় আমি তোমার বাপের বয়সী।'

'এখন একটা কথা বলুন তো,' বলল ক্ল্যারিস, 'আপনি যদি সন্তান এতোই পছন্দ করেন তাহলে আমার মতো কোনো মেয়ে আপনার নেই কেন?'

'জানি না।'

'ঠাট্টা করছেন?'

'আমি মনে–' থেমে গেল মন্টাগ। মাথা নাড়ল। 'ওয়েল, আমার স্ত্রী, সে... সে কোনোদিনই সন্তান চায়নি।'

মেয়েটির মুখের হাসি মুছে গেল। 'আমি দুঃখিত। আমি ভাবছিলাম আপনি বুঝি সত্যি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন। কেমন বোকার মতো প্রশ্নটা করে ফেললাম।'

'না, না,' বলল মন্টাগ, 'তুমি ঠিক প্রশ্নই করেছ। বহুদিন পরে কেউ এ বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইল। প্রশ্নটা খুব ভালো ছিল।'

'আচ্ছা, অন্য কথা বলি। আপনি কখনও পুরানো পাতার গন্ধ শুঁকেছেন? ওগুলোর গা থেকে দারুচিনির গন্ধ আসে না? এই নিন। গন্ধ শুঁকে দেখুন।'

'আরে তাইতো! দারুচিনির মতোই তো গন্ধ!'

কালো, ঝকমকে চোখ রাখল ক্ল্যারিস মন্টাগের চোখে।

'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব চমকে গেছেন।'

'আসলে আমি এভাবে কখনও–'

'আপনাকে আমি বিলবোর্ডে চোখ বুলাতে বলেছিলাম। বুলিয়েছিলেন?'

'হুঁ।' হেসে উঠল মন্টাগ।

'আপনার হাসি খুব সুন্দর।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

রিল্যাক্স বোধ করল মন্টাগ। 'আচ্ছা, তুমি স্কুলে যাও না কেন? প্রতিদিনই দেখি রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছ।'

'আমি স্কুলে না গেলেও কারও কিছু আসে যায় না,' বলল ক্ল্যারিস। 'ওরা বলে আমি নাকি অ্যান্টিসোস্যাল। আমি কারও সঙ্গে মিশতে পারি না। ওদের কথা শুনে আমার অবাক লাগে। আমি কিন্তু খুবই সামাজিক। অবশ্য এটা নির্ভর

করে আপনি সামাজিক বলতে কী বোঝেন, তাই না? আমার কাছে সামাজিকতা মানে এভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলা।' গাছ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া কতগুলো কাঠবাদাম মুঠোতে নিল সে। 'অথবা পৃথিবীটা কত অদ্ভুত তা নিয়ে কথা বলা। মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করা। তবে বেশ কিছু লোক জমায়েত করার পরে তাদেরকে কথা বলতে না দেয়া আমার কাছে মোটেই সামাজিক মনে হয় না। একঘণ্টা টিভি ক্লাস, এক ঘণ্টা বাস্কেটবল খেলা বা দৌড়ানো, আরেক ঘণ্টা ইতিহাসের প্রতিলিপি তৈরি করা, আরও খেলাধুলা এসবই কি শুধু সামাজিকতা! কি জানেন, আমরা কখনও প্রশ্ন করি না কিংবা বেশিরভাগই কোনো প্রশ্ন করে না; তারা শুধু আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেয়। এসব আমাদের কাছে সোস্যাল মনে হয় না। আমার কোনো বন্ধু নেই। এজন্য সবাই ভাবে আমি অ্যাবনরমাল। কিন্তু আমি যাদেরকে চিনি তাদের সবাইকেই দেখি বুনো ষাঁড়ের মতো চিৎকার চেঁচামেচি করছে, উন্মাদের মতো নাচানাচি করছে কিংবা একজন আরেকজনের সঙ্গে মারপিটে ব্যস্ত। আপনি কি জানেন, প্রতিদিন কত মানুষ একজন আরেকজনকে আঘাত করছে?'

'তোমার কথা শুনে মনে হয় অনেক বয়সী একটা মানুষের সঙ্গে কথা বলছি।'

'মাঝে মাঝে আমি বয়সে প্রাচীনদের মতোই কথা বলি। আমার বয়সী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আমি ভীত। তারা একে অন্যকে হত্যা করছে। সবসময় কি এরকম অবস্থাই ছিল? আমার চাচা বলেন না। গত বছর আমার ছ'জন বন্ধু গুলি খেয়ে মরেছে। দশজন মারা গেছে গাড়ি চাপা পড়ে। আমি তাদেরকে নিয়ে ভয় পাই এবং আমি ভীত বলে তারা আমাকে পছন্দ করে না। আমার চাচা বলেন তার দাদু নাকি বলতেন দাদুর সময় এরকমভাবে কেউ কাউকে হত্যা করত না। কিন্তু সে অনেক দিন আগের কথা। তখন পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। তারা দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ছিল, বলেন আমার চাচা। আপনি কি জানেন, আমি দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন? তবে একসময় অবশ্য বাঁদর টাইপের মেয়ে ছিলাম বলে অনেক বকুনি খেয়েছি। আমি নিজে নিজে শপিং করি, ঘরদোর পরিষ্কার করি নিজ হাতে।

'তবে আমি সবচেয়ে পছন্দ করি,' বলে চলল সে, 'মানুষ দেখতে। মাঝে মাঝে আমি সারাদিন সাবওয়েতে চড়ি শুধুমাত্র মানুষ দেখার লোভে, তাদের কথা শোনার জন্য। আমি বুঝতে চাই তারা কে, 'তারা কী চায় এবং তারা কোথায় যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আমি এমনকী ফান পাবগুলোতেও যাই, চড়ি জেট কারে যখন ওরা মাঝরাতে রাস্তায় রেস করে। ওদের ইনসিওর করা আছে বলে পুলিশ এদিকে তেমন নজর দেয় না। কারও দশ হাজার ইনসিওরেন্স করা

থাকলেই সে মহাখুশি। মাঝে মাঝে আমি আড়ি পেতে ওদের কথা শুনি। অথবা সোডা ফাউন্টেনে গিয়ে কান পাতি। একটা কথা কী জানেন?

'কী?'

'লোকে আসলে কোনো কিছু নিয়েই কথা বলে না।'

'নিশ্চয়ই বলে।'

'না, বলে না। তারা বেশিরভাগ সময় গাড়ি, কাপড়চোপড় কিংবা সুইমিং পুল নিয়ে কথা বলে। সবাই একই বিষয় নিয়ে কথা বলে, কেউ অপরজন থেকে আলাদা কিছু বলে না। বেশিরভাগ সময় তারা ক্যাফেতে জোক বলেন, একই রকম জোকস শোনে, কিংবা মিউজিক ওয়ালে রঙিন প্যাটার্ন দেখে। তবে রঙগুলো সবই বিমূর্ত। আপনি কখনও মিউজিয়ামে গিয়েছেন? ওখানে সব বিমূর্ত চিত্রকলা। আমার চাচা বলেন একদা নাকি ভিন্নরকম ছবি আঁকা হতো। অনেক আগে ছবি কথা বলত-এবং মানুষকে সেসব ছবিতে দেখা যেত।'

'তোমার চাচা বলেন, তোমার চাচা বলেন। তোমার চাচা নিশ্চয় খুব জ্ঞানীগুণী মানুষ।'

'অবশ্যই। উনি খুবই জ্ঞানী। যাকগে, আমার যাওয়ার সময় হলো। বিদায়, মি. মন্টাগ।'

'বিদায়।'

'বিদায়...'

পাঁচ.

এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত দিন   ফায়ার হাউজ।

'মন্টাগ, তুমি ওই দণ্ড বেয়ে পাখির মতো গাছে উঠছ।'

তৃতীয় দিন।

'মন্টাগ, এবারে দেখলাম খিড়কির দুয়ার দিয়ে তুমি ঘরে ঢুকলে। হাউন্ডটা কি তোমাকে বিরক্ত করছে?'

'না, না।'

'চতুর্থ দিন।

'মন্টাগ, একটা মজার কথা। আজ সকালেই শুনলাম কথাটা। সিয়াটলের ফায়ারম্যান নিজের কেমিকেল কমপ্লেক্সে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একটি মেকানিকাল হাউন্ড সেট করেছে এবং ওটা ছেড়ে দিয়েছে। এটাকে তুমি কী ধরনের সুইসাইড বলে সম্বোধন করবে?'

পাঁচ, ছয়, সাত দিন।

ক্ল্যারিস চলে গেছে। ওকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। বাগান খালি। গাছগুলো শূন্য, রাস্তা শূন্য। প্রথম প্রথম মন্টাগ বুঝতেই পারছিল না যে সে ক্ল্যারিসকে মিস করছে কিংবা তাকে খুঁজছে। সাবওয়েতে এসে মন্টাগের কেমন যেন খালিখালি লাগছিল মন। তার নিত্যদিনের রুটিনে যেন ব্যাঘাত ঘটেছে। ছোট, সরল একটি রুটিন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে স্থায়ী হয়ে যাওয়া একটি রুটিন।

আজ চার নভেম্বর, বৃহস্পতিবার সকাল। বেলা একটা ছত্রিশ। সহকর্মীদের সঙ্গে এসে খেলছিল মন্টাগ। আসলে সে চোখ বুজে ছিল। তাস কাটার ফড়ফড় শব্দ ভেসে আসছিল কানে। কে একজন তার নাম ধরে ডাকল, 'কী হয়েছে, মন্টাগ?'

চোখ মেলে চাইল মন্টাগ।

কোথায় যেন একটি রেডিও বাজছে...' যেকোনো মুহূর্তে যুদ্ধ ঘোষণা হতে পারে। এ দেশ আত্মরক্ষায় প্রস্তুত...'

কালো আকাশে একসার জেট প্লেন প্রচণ্ড শব্দ করে উড়ে গেল। ভাইব্রেশনে থরথর করে কেঁপে উঠল ফায়ারহাউজ।

চোখ পিটপিট করল মন্টাগ। বিটি তার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন সে জাদুঘরের মূর্তি। যেকোনো মুহূর্তে বিটি উঠে দাঁড়িয়ে তার কাছে হেঁটে আসতে পারে, তাকে স্পর্শ করতে পারে, অধিকার করে ফেলতে পারে তার অপরাধ এবং আত্ম-সচেতনাবোধ। অপরাধ?

কীসের অপরাধ?

'তোমার পালা, মন্টাগ।'

মন্টাগ লোকগুলোর দিকে তাকাল। সবার রোদে পোড়া চেহারা। তাদের কাজের প্রমাণ দেয় তাদের থুতনি এবং চোখ। এদের চুলের রঙ চারকোল রঙের, ছাইরঙা ভুরু, নীলচে ছাই রঙের চিবুক। মন্টাগ কি কোনোদিন এমন কোনো ফায়ারম্যানকে দেখেছে যার কালো চুল, কালো ভুরু, আগুনের মতো টকটকে মুখ? এ লোকগুলো সবাই তার নিজেরই হুবহু প্রতিচ্ছবি। এই ফায়ারম্যানদের কি তাহলে শুধু তাদের প্রবণতার পাশাপাশি চেহারা দেখেও কাজ দেয়া হয়েছে? তাদের পাইপ থেকে সর্বদা কাঠপোড়ার গন্ধ আসে। ক্যাপ্টেন বিটিকে দেখছে মন্টাগ। তামাক ফুঁকছে। সে নতুন তামাকের একটি প্যাকেট খুলল, আগুনে কিছু পোড়ার পটপট শব্দে সেলফেন মুঠোয় পাকাল।

নিজের হাতের কার্ডগুলোর দিকে তাকাল মন্টাগ।

'আ-আমি চিন্তা করছিলাম। গত সপ্তাহের অগ্নিকাণ্ডটি নিয়ে ভাবছিলাম। ভাবছিলাম সেই লোকটিকে নিয়ে যার লাইব্রেরি আমরা পুড়িয়ে দিয়েছি। তার কী অবস্থা?'

'তাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'কিন্তু সে তো পাগল ছিল না।'

বিটি হাতের তাসগুলো গোছাল। 'সে লোকই পাগল যে ভাবে সে সরকার এবং আমাদেরকে বোকা বানাতে পারবে?'

'আমি কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম,' বলল মন্টাগ।' 'এটা ভাবতে কেমন লাগবে। মানে ফায়ারম্যানরা আমাদের বাড়িঘর এবং আমাদের বইগুলো পুড়িয়ে দিল।'

'আমাদের কাছে কোনো বই নেই।'

'কিন্তু যদি কিছু বই থাকত।'

'তোমার কাছে আছে নাকি?'

ধীরগতিতে চোখ পিটপিট করল বিটি।

'না।' ওদেরকে ছাড়িয়ে দেয়ালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মন্টাগ। ওখানে লাখ লাখ নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকা। বইগুলোর নাম পুড়ে গেছে আগুনে, মন্টাগের হোসপাইপ থেকে বেরুনো কেরোসিনের স্রোত বছরের পর বছর তাদেরকে ভিজিয়ে দিয়েছে।

'না,' আবার বলল মন্টাগ। কিন্তু তার মন চলে গেল নিজের বাড়ির ভেন্টিলেটর গ্রিলে। ওখান থেকে সুশীতল বাতাস বইছে। তার মুখে যেন বুলিয়ে দিচ্ছে নরম আদর। নিজেকে সে কল্পনায় দেখতে পেল সবুজ একটি পার্কে বসে এক বুড়ো লোকের সঙ্গে কথা বলছে। লোকটি খুবই বৃদ্ধ, পার্কের বাতাসও বেশ শীতল।

ইতস্তত গলায় মন্টাগ বলল, 'সব-সবসময় কি এরকমই ছিল? ফায়ারহাউজ, আমাদের কাজ? আমি, মানে, একদা...'

'একদা!' বিস্ময় প্রকাশ করল বিটি। 'এটা আবার কী শব্দ?'

গর্দভ, মনে মনে নিজেকে গালি দিল মন্টাগ। তুমি তো সব সর্বনাশ করে ছাড়বে। একটা রূপকথার বইয়ের একটি লাইনে সে একবার চোখ বুলিয়েছিল।

'মানে বলতে চাইছি,' বলল সে, 'পুরানো দিনে, বাড়িঘরগুলো সম্পূর্ণ অগ্নিনিরোধক হওয়ার আগে–' হঠাৎ মন্টাগের মনে হলো তারচেয়ে অনেক কম বয়সী কেউ যেন তার হয়ে কথা বলছে। যেন কথা বলছে ক্ল্যারিস ম্যাককেলান।

'ফায়ারম্যানরা কি তখন আগুন জ্বালাবার বদলে আগুন নেভাত না?'

'দ্যাটস রিচ।' স্টোনম্যান এবং ব্ল্যাক আইন লেখা কেতাবি বইটি ছুঁড়ে দিল। ওতে আমেরিকার ফায়ারম্যানদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখা।

বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৭৯০ সালে। কলোনিতে ইংরেজ প্রভাবিত বইপত্র তখন পোড়ানো হতো। প্রথম ফায়ারম্যানের নাম বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন।

আইনগুলো হলো– ১. অ্যালার্ম বাজলে জলদি জবাব দিতে হবে।

২. দ্রুত আগুন জ্বালতে হবে।

৩. সবকিছু পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৪. ফায়ারহাউজে তাৎক্ষণিক রিপোর্ট করতে হবে।

৫. অন্য কোনো অ্যালার্মের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

সকলে লক্ষ্য করছে মন্টাগকে। সে স্থির হয়ে আছে।

বেজে উঠল অ্যালার্ম।

সিলিংয়ের ঘণ্টাটি দুশোবার বাজল। অকস্মাৎ চারটে চেয়ার শূন্য হয়ে গেল। কার্ডগুলো বাতাসে উড়তে লাগল, পেতলের দণ্ডটি কাঁপতে লাগল। মানুষগুলো সবাই চলে গেছে।

মন্টাগ তার নিজের চেয়ারে বসে রইল। নিচে, কমলা রঙের ড্রাগন গাড়িটি কেশে উঠে যেন জীবন ফিরে পেল।

মন্টাগ নিশি পাওয়া মানুষের মতো দণ্ডটি ধরে পিছলে নেমে এল।

মেকানিক্যাল হাউন্ডটি তার খোঁয়াড়ে লাফিয়ে উঠল, তার সবগুলো চোখ সবুজ আগুনের মতো জ্বলছে।

'মন্টাগ, তুমি তোমার হেলমেট নিতে ভুলে গেছ!'

সে দেয়ালের পেছন থেকে হেলমেট তুলে নিল, ছুটল, লাফ দিল, ওরা সবাই চলে গেছে। রাতের বাতাস বাড়ি খেল তাদের সাইরেনের চিৎকার আর প্রচণ্ড শক্তিশালী ধাতব বজ্রের সঙ্গে!

নগরীর প্রাচীন অংশে ঝকঝকে তিনতলা একটি বাড়ি। শতাব্দী প্রাচীন। দেখলেই মনে হয় দেয়াল টেয়াল ধ্বসে পড়বে। তবে অন্যান্য সকল বাড়ির মতো এটাকেও বহু বছর আগে প্লাস্টিকের অগ্নিনিরোধক পাতলা আবরণ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল। আর এই সংরক্ষক দ্রব্যটিই যেন বাড়িটিকে আকাশের দিকে মাথা তুলে খাড়া করে রেখেছে।

'এই যে এসে পড়েছি।'

বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। বিটি, স্টোনম্যান এবং ব্ল্যাক ফুটপাতে ছুটে এল। সবার পরনে ফায়ারপ্রুফ স্লিকার। তাদেরকে অনুসরণ করল মন্টাগ।

সদর দরজা লাথি মেরে খুলে ফেলল তারা, খপ করে ধরে ফেলল এক মহিলার হাত। যদিও মহিলাটি দৌড়াচ্ছিল না কিংবা ছুটে পালানোর চেষ্টা করছিল না।

সে শুধু দাঁড়িয়ে ছিল আর এদিকওদিক দুলছিল। দেয়ালের দিকে বিহ্বল দৃষ্টি, যেন মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করা হয়েছে। মহিলার মুখের ভেতরে জিভ নড়ছে, চাউনি দেখে মনে হচ্ছে কী যেন মনে করার চেষ্টা করছে সে। তারপর মনে পড়তে বলে উঠল:

'প্লে দ্য ম্যান, মাস্টার রিডলে, ঈশ্বরের আশীর্বাদে ইংল্যান্ডে আমরা মোমের মতো এ দিনের আলো পাব এবং আমি বিশ্বাস করি এ আলো কখনও নিভবে না।'

'যথেষ্ট হয়েছে,' বলল বিটি। 'ওগুলো কোথায়?'

সে ঠাস করে মহিলার গায়ে চড় বসিয়ে দিয়ে প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করল। বৃদ্ধা বিটির দিকে তাকাল। 'তুমি ভালো করেই জানো ওগুলো কোথায় নতুবা তোমরা এখানে আসতে না।

স্টোনম্যান একটি টেলিফোন অ্যালার্ম কার্ড বের করল। তার উল্টোপিঠে লেখা :

Have reason to suspect attic; 11No. Elmy city. E.B.

'উনি আমার পড়শী, মিসেস ব্লেক,' লেখা পড়ে মন্তব্য করল বৃদ্ধা।

'ঠিক আছে, বন্ধুরা, চলো ওগুলো খুঁজে বের করি।'

তারপর তারা বাড়িঘরে হামলা চালাতে শুরু করল। মন্টাগ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে, তার গায়ে ছিটকে পড়ল অনেকগুলো বই। সে 'অ্যাই! বলে চেঁচিয়ে উঠল। কী মুশকিল! এসব অভিযানে সবার আগে পুলিশ বাড়িতে ঢোকে। তারা ভিক্টিমের মুখে অ্যাডহেসিভ টেপ মেরে দেয়, তারপর নিয়ে তোলে তাদের ঝকমকে বিটল কার-এ। কাজেই এসব বাড়িতে প্রবেশের সময় বাড়িগুলো খালিই থাকে।

আপনি তো কোনো মানুষকে আঘাত করছেন না, আঘাত করছেন জড় পদার্থের গায়ে। আর যেহেতু জড় পদার্থ ব্যথা পায় না, কোনো কিছু অনুভব করতে পারে না, এ মহিলার মতো চিৎকার চেঁচামেচি করতে জানে না কাজেই আপনাকে পরে অপরাধবোধে ভুগতে হয় না। একদম পরিষ্কার কাজ। ঝাড়ুদারের মতো কাজ। সবকিছু ঠিকঠাক জায়গায় থাকে। ওগুলোর গায়ে কেরোসিন ঢালো তারপর দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দাও আগুন।

কিন্তু আজ রাতে একটি ব্যত্যয় ঘটল। এই মহিলা স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। লোকগুলো বড় বেশি চেঁচামেচি হাসাহাসি করছে, মহিলার আপত্তি যাতে কানে না তুলতে হয় সেজন্য তারা বেশি বেশি ঠাট্টা তামাশায় লিপ্ত হচ্ছে। মহিলার প্রতিবাদ যেন খালি ঘরগুলোতে ভরে উঠছে, ওদের নাকে মিহিন ধুলোর মতো ঢুকে যাচ্ছে। মন্টাগ খুবই বিরক্ত বোধ করছে। মহিলার এখানে থাকা উচিত হয়নি।

মন্টাগের কাঁধে, হাতে, মুখে বই ছিটকে পড়ছে। তার হাতে একটি বই, মনে হলো যেন সাদা রঙের কবুতর, ঝাপটাচ্ছে ডানা। স্বল্প আলোয় বইটির একটি পাতা খুলে গেল, যেন বরফ মাখা পালক, অক্ষরগুলো কী সুন্দরভাবে ওতে ছাপা হয়েছে। এক ঝলক নজর বুলাল মন্টাগ পৃষ্ঠাটিতে। একটি মাত্র লাইন পড়তে পারল সে। কিন্তু ওই লাইনটিই তার মনের ভেতরে যেন আগুনের মতো জ্বলতে থাকল, যেন ইস্পাতের মতো দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে আছে।

'বিকেলের রোদে ঘুমিয়ে পড়েছে সময়।' এটাই ছিল মন্টাগের পড়া বইয়ের লাইনটি। সে হাত থেকে ফেলে দিল বইটি। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি বই আছড়ে পড়ল তার হাতে।

'মন্টাগ, এদিকে এসো!' যেন বন্ধ হলো তীব্র আবেগ।

মন্টাগের হাত মুখের কাছে নিয়ে চেপে ধরল বইটি।

ওপরতলায় তার লোকজন বাতাসে ছুড়ে ছুড়ে মারছে পত্র-পত্রিকা। জবাই হওয়া পাখির মতো পত্রিকাগুলো ছিটকে পড়ছে নিচে, মহিলার পায়ের কাছে।

মন্টাগ কিছু করেনি। তার হাত কাজটি করেছে। তার মস্তিষ্ক করেছে, তার বিবেক, বিবেচনাবোধ এবং কৌতূহল কম্পিত প্রতিটি আঙুলে চোরের ভূমিকা পালন করেছে। সে বইটি ঘামে ভেজা বগলে চেপে ধরল।

'মন্টাগ!'

একটা ঝাঁকি খেয়ে যেন জেগে গেল মন্টাগ।

'ওখানে দাঁড়িয়ে থেক না, গর্দভ!'

বইপত্রগুলো পড়ে আছে রোদে শুকাতে দেয়া মাছের স্তূপের মতো। লোকগুলো বইয়ের ওপর নাচানাচি, লাফালাফি করছে, ডিগবাজি খাচ্ছে। বইয়ের টাইটেলগুলো ঝকমক করছে তাদের চোখে।

'কেরোসিন।'

কাঁধে আটকানো ৪৫১ লেখা ট্যাঙ্ক থেকে পাম্প করে তরল পদার্থটি দিয়ে বইগুলো ভেজাতে লাগল তারা। প্রতিটি বই ভেজালো কেরোসিন দিয়ে।

তারা নিচতলায় নেমে এল ছুটে। মন্টাগ কেরোসিনের গন্ধ নাকে নিয়ে টলতে টলতে তাদের পেছনে ছুটল।

'এদিকে এসো, বুড়ি!'

বৃদ্ধা বইগুলোর মাঝে হাঁটু গেড়ে বসল, কেরোসিনে ভেজানো চামড়া আর বার্ডবোর্ডগুলো স্পর্শ করল, টাইটেলে বুলাল আঙুল আর রোষ কষায়িত দৃষ্টিতে তকিয়ে রইল মন্টাগের দিকে।

'আমার বইগুলো তোমরা পাবে না,' বলল সে।

'আপনি তো আইন কানুন জানেনেই,' বলল ক্যাপ্টেন বিটি।

'আপনার কি কমনসেন্স বলতে কিছু নেই? এ বইগুলোর একটির সঙ্গে অপরটির কোনো সমন্বয় নেই। আপনি বছরের পর বছর টাওয়ার অব ক্যাবেস নিয়ে পড়ে আছেন। এখান থেকে বেরিয়ে আসুন। এ বইয়ের চরিত্রগুলোর কখনও কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আসুন তো।'

এদিকওদিক মাথা নাড়ল বৃদ্ধা।

'পুরো বাড়িটাই কিন্তু জ্বালিয়ে দেয়া হবে,' বলল বিটি।

দমকল বাহিনীরা দরজায় চলে এসেছে। মন্টাগের দিকে তারা ফিরে তাকাল। সে মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'তোমরা একে এভাবে ফেলে রেখে যেতে পারো না,' আপত্তি করল মন্টাগ।

'সে তো আসতে চাইছে না।'

'তাহলে জোর করে নিয়ে যাও!'

বিটি একটা হাত তুলল। হাতে ইগনিটার। 'আমাদের ফায়ার হাউজে ফিরতে হবে। আর এই ফ্যানাটিকগুলো সবসময়ই আত্মহত্যার চেষ্টা করে। সবার প্যাটার্নই একরকম।'

মন্টাগ মহিলার কনুই ধরল। 'চলুন, আমার সঙ্গে।'

'না,' বলল সে। 'ধন্যবাদ।'

'আমি এক থেকে দশ গুণব,' বলল বিটি। 'এক। দুই।'

'প্লিজ,' বলল মন্টাগ।

'চলে যাও,' বলল বৃদ্ধা।

'তিন। চার।'

'আসুন,' মহিলার হাত ধরে টান দিল মন্টাগ।

মহিলা শান্তস্বরে জানাল। 'আমি এখানেই থাকব।'

'পাঁচ। ছয়।'

'তুমি গোনা বন্ধ কর।' বলল বৃদ্ধা। সে তার একটি হাতের মুঠো খুলল। তালুতে ছোট্ট একটি জিনিস।

একটি সাধারণ দেশলাইয়ের বাক্স।

দেশলাই বাক্সটা দেখেই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ফায়ারম্যানদের মধ্যে। তারা দৌড়ে পালাতে লাগল যেন ভূতে তাড়া করেছে। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে ছুটে পালাল না বটে বিটি, তবে মন্থর পায়ে পিছু হঠতে লাগল সদর দরজায়। তার গোলাপি মুখে আতংকের আভাস। বৃদ্ধা দেশলাই কাঠিটি চেপে ধরল। কেরোসিনের কটূ গন্ধ যেন তাকে ঘিরে ধরল চারপাশ থেকে। জামার মধ্যে লুকানো বইটি মন্টাগের বুকে যেন হৃৎপিণ্ডের মতো বাড়ি খেতে শুরু করল।

'চলে যাও,' বলল মহিলা। মন্টাগ পিছু হঠতে লাগল। বিটির পিছু পিছু বেরিয়ে এল, সিড়ি বেয়ে নামল, লন ধরে পিছু হঠছে। এখানেও কেরোসিন ঢালা হয়েছে।

সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল মহিলা, নিঃশব্দে দেখছে ওদেরকে, তার নীরব অভিব্যক্তি থেকে ফুটে বেরুচ্ছে ওদের প্রতি তীব্র ঘৃণা। নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল বৃদ্ধা।

বিটি কেরোসিনে আগুন জ্বালিয়ে দিতে ইঙ্গিত করল।

কিন্তু আদেশ দিতে সে দেরি করে ফেলেছিল।

বারান্দায় দাঁড়ানো বৃদ্ধা তার আগেই হাতের দেশলাই কাঠিটি জ্বালিয়ে ছুড়ে মেরেছে রেলিংয়ে।

লোকজন সব বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে লাগল।

ছয়.

ফায়ার হাউজে ফেরার পথে ওরা কেউ কোনো কথা বলল না। কেউ কারও দিকে তাকায়নি পর্যন্ত। মন্টাগ সামনের আসনে বিটি এবং ব্ল্যাকের সঙ্গে বসেছে। ওরা এমনকী ধূমপানও করছে না। রাস্তায় বাঁক নেয়ার পরে অবশেষে মুখ খুলল মন্টাগ।

'মাস্টার রিডলি,' বলল সে।

'কী?' বলল বিটি।

'মহিলা বলেছিল 'মাস্টার রিডলি' আমরা দোরগোড়ায় হাজির হওয়ার পরে মহিলা কিছু অদ্ভুত কথা বলেছিল। যেমন 'প্লে দ্য ম্যান,' 'মাস্টার রিডলি' ইত্যাদি

'মহিলা বলেছিল আমরা এ দিনটি মোমবাতির মতো আলোকিত করে তুলব। ঈশ্বরের আশীর্বাদে ইংল্যান্ডে আমি বিশ্বাস করি এ আলো কখনও নিভবে না।' বলল বিটি। স্টোনম্যান ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ক্যাপ্টেনের দিকে। মন্টাগও তাই। চমকে গেছে সে।

বিটি থুতনি ঘষতে ঘষতে বলল, 'এ কথাগুলো ল্যাটিমার নামে এক লোক নিকোলাস রিডলি নামে আরেকটি লোককে বলেছিল। এদের দু'জনকেই ১৯৫৫ সালের ১৬ অক্টোবর আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়।'

মন্টাগ এবং স্টোনম্যান রাস্তার দিকে ফিরে তাকাল।

'আয়াম ফুল বিটস অ্যান্ড পিসেস,' বলল বিটি। 'বেশিরভাগ ক্যাপ্টেনকে এ-ই হতে হয়। মাঝে মাঝে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। সামনে, স্টোনম্যান!'

ট্রাকের ব্রেক কষল স্টোনম্যান।

'ধ্যাত্তেরি!' বলল বিটি। 'তুমি রাস্তার সেই মোড়েই আবার চলে এসেছ যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম যাত্রা।'

'কে?'

'আমি ছাড়া আবার কে?' অন্ধকার বন্ধ দরজায় হেলান দিল মন্টাগ।

অবশেষে তার স্ত্রী বলল, 'আচ্ছা, আলোটা জ্বালো।'

'আলো আমার দরকার নেই।'

'শুতে এসো।'

বিছানায় পাশ ফিরে শুলো মন্টাগের স্ত্রী। ক্যাচকোচ শব্দ তুলল বেড স্প্রিং।

'তুমি কি মদ খেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

মন্টাগের হাত কাজ শুরু করে দিয়েছে। টের পেল হাত দুটি তার কোট খুলে নিয়ে মেঝেতে ছুড়ে মারল। প্যান্ট খুলেও ছুড়ে ফেলা হলো অন্ধকারে। তার হাতগুলো সংক্রামিত হয়েছে। টের পাচ্ছে কব্জিতে কাজ শুরু করে দিয়েছে বিষ, সেখান থেকে উঠে যাচ্ছে কনুইতে, তারপর কাঁধে। তার হাত জোড়া যেন ক্ষুধার্ত। তার চোখ জোড়াও ক্ষিদে অনুভব করতে শুরু করল। যেন তারা কোনো কিছুর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

তার স্ত্রী ডাকল। 'তুমি করছ কী?'

মন্টাগ তার শীতল ঘর্মাক্ত আঙুলে বইটি ধরে আছে। এক মিনিট পরে তার স্ত্রী বলল, 'মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।'

গলা দিয়ে মৃদু একটা শব্দ করল মন্টাগ।

'কী?' জিজ্ঞেস করল তার স্ত্রী।

আরও নরম শব্দ বেরিয়ে এল মন্টাগের মুখ দিয়ে। অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে সে বিছানার দিকে এগালো। বইটি গুঁজে দিল বালিশের নিচে। তারপর দড়াম করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। তার বউ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে, দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে রইল মন্টাগ। তার স্ত্রী তার সঙ্গে কথা বলল। মনে হলো অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছে। নানান বিষয় নিয়ে বকবক করে যেতে লাগল সে। মন্টাগের মনে হচ্ছে দুই বছরের একটি বাচ্চা আধো আধো বুলিতে কথা বলছে। কিন্তু মন্টাগ কিছু বলল না। শুধু মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে মৃদু শব্দ করল। সে টের পেল তার স্ত্রী ঘরে হাঁটাহাঁটি করছে। তারপর সে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল, মন্টাগের গালে স্পর্শ করল হাত। হাতটা যখন সরিয়ে নিল মুখটা কেমন ভেজা ভেজা লাগল মন্টাগের।

গভীর রাতে সে মিলড্রেডের দিকে তাকাল। জেগে আছে তার স্ত্রী। বাতাসে মৃদু গানের ছন্দ, মিলড্রেডের কানের সঙ্গে আবারও সংযুক্ত সীশেল। সে দূর দূরান্তের দূরের মানুষের গান শুনছে, তার মাথার ওপরে, সীমাহীন অন্ধকারের শূন্যতায় স্থির দু'চোখ।

মিলড্রেডকে মন্টাগের হঠাৎ এমন অদ্ভুত লাগল যে মনে হলো মেয়েটিকে বুঝি সে চেনেই না। সে যেন এসেছে অচেনা কারও ঘরে, সেই জোকসের

মতো, যারা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফেরে এবং ভুল বাড়ির দরজা খুলে ভুল কক্ষে ঢুকে যায়, অচেনা মানুষের বিছানায় শোয় এবং খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠে কাজে যায়।

'মিলি?...' ফিসফিস করে ডাকল মন্টাগ।

'কী?'

'তোমাকে আমি চমকে দিতে চাইনি। আমি শুধু জানতে চাই...'

'কী?'

'আমদের পরিচয় কখন হয়েছিল? এবং কোথায়?

'আমাদের পরিচয় কখন, কবে হয়েছে মানে কী?'

'না মানে সত্যি সত্যি।'

মন্টাগ জানে অন্ধকারে কপাল কুঁচকে ফেলেছে মিলড্রেড। বিষয়টি খোলাসা করল সে। 'একদম প্রথম যখন আমাদের সাক্ষাৎ হয়, সেটা কবে?'

'কেন, ওটা ছিল–'

থেমে গেল সে।

'আমি জানি না,' বলল সে।

শীতল গলায় প্রশ্ন করল মন্টাগ। 'তোমার মনে পড়ছে না?'

'সে তো অনেকদিন আগের কথা।'

'মাত্র দশ বছর আগের কথা। ওনলি টেন!'

'রেগে যেয়োনা। আমি মনে করার চেষ্টা করছি।'

মিলড্রেড হাসতে হাসতে বলল, 'ফানি, ব্যাপারটা সত্যি খুব ফানি যে তুমি কবে এবং কখন তোমার স্বামীর স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা মনে করতে পারছ না।'

মন্টাগ শুয়ে শুয়ে তার চোখ, ভুরু এবং ঘাড়ের পেছন দিকটা ধীরে ধীরে ম্যাসাজ করতে শুরু করল। দুই হাত চোখের ওপর জোরে চেপে ধরল যেন স্মৃতিগুলো ভেঙ্গে ফেলবে। মিলড্রেডের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎকারের কথাটি জানা তার জন্য যেন হঠাৎ করেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'ওতে কিছু আসে যায় না,' বলল মিলড্রেড। সে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। পানি পড়ার শব্দ পেল মন্টাগ। গলায় পানি নিয়ে গার্গল করছে মিলড্রেড। কিছু গেলার শব্দ হলো।

'না, আমি তা মনে করি না,' বলল মন্টাগ।

সে গণনা করার চেষ্টা করল মিলড্রেড কতবার গিলছে। মনে পড়ল জিংক-অক্সাইড চেহারার লোক দুটোর কথা যাদের মুখে ছিল সিগারেট এবং মনে পড়ল ইলেকট্রিক চোখের সাপটির কথা। ইচ্ছে করল মিলড্রেডকে ডেকে জানতে চায়

আজ সে কতগুলো ক্যাপসুল গিলেছে। মন্টাগের মনে হচ্ছে তার স্ত্রী মারা গেলেও সে কাঁদবে না। তার স্ত্রীর মৃত্যু যেন অচেনা কোনো মানুষের মৃত্যু, ওটা যেন রাস্তার একটা মুখ, খবরের কাগজের একটি ছবি। হঠাৎ সে কাঁদতে শুরু করল তার স্ত্রীর মৃত্যুতে কাঁদবে না ভেবে। নিজেকে তার বড় একাকী, শূন্য এবং খালি খালি মনে হয়।

কেন এমন মনে হয়? অবাক হয়ে ভাবে মন্টাগ। কে তোমার আনন্দ স্ফূর্তিগুলো কেড়ে নিল? আর ড্যানডিলিওন নামে সেই অদ্ভুত ফুলটি। ওটাই সবকিছুর শুরু করে দিয়েছিল, তাই না? 'কী লজ্জা! আপনি কারও প্রেমে পড়েননি।' কেন সে প্রেমে পড়েনি?

কারণ তার এবং মিলড্রেডের মধ্যে রয়েছে একটি দেয়াল। আসলে একটা নয়, তিনটা দেয়াল। আর দেয়ালগুলো অনেক দামিও বটে! ওই দেয়ালের মধ্যে বাস করে মিলড্রেডের যত আংকেল, আন্টি, ভাইপো, ভাতিজির দল। শুরু থেকেই এদেরকে আত্মীয় স্বজন বলে সম্বোধন করে আসছিল মন্টাগ। আংকেল লুইস আজ কেমন আছেন?' কিংবা আড মউন্টি? মিলড্রেডের সঙ্গে সবচেয়ে যে স্মৃতিটি মন্টাগের কাছে স্পষ্ট তা হলো বৃক্ষহীন একটি বনে একটি ছোট মেয়ে (কী অদ্ভুত!) অথবা মালভূমিতে হারিয়ে যাওয়া একটি ছোট মেয়ে যেখানে বৃক্ষের সমারোহ রয়েছে। আর এসব কিছুই তখন লিভিংরুমের মধ্যে এসে পড়েছে। মন্টাগ যখনই ঘরে ফেরে, দেখে লিভিংরুমের দেয়ালগুলো মিলড্রেডের সঙ্গে কথা বলছে।

বাথরুম সেরে বিছানায় ফিরল মিলড্রেড। মন্টাগ কিছুক্ষণ পরে ডাকল তাকে। 'মিলড্রেড?'

'উঁ।' ক্ষীণস্বরে সাড়া দিল তার স্ত্রী।

'মিলড্রেড, তুমি ওই মেয়েটিকে চেন যার কথা তোমাকে আমি বলেছিলাম?'

'কোনো মেয়ে?' মিলড্রেডের কণ্ঠ ঘুমে জড়ানো।

'পাশের বাড়ির মেয়েটি।'

'কোনো পাশের বাড়ির মেয়ে?'

'ওই যে হাইস্কুলে পড়তে যে মেয়েটি, ক্ল্যারিস নাম।'

'ও, হ্যাঁ,' বলল তার স্ত্রী।

'ওকে কয়েকদিন ধরে দেখছি না– চারদিন হয়ে গেল। তুমি ওকে দেখেছ?'

'না।'

'আমি ওর সম্পর্কে তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম।'

'জানি আমি। তবে আমার মনে হয় মেয়েটি চলে গেছে।'

'চলে গেছে?'

'ওর পরিবার বোধহয় অন্য কোথাও চলে গেছে। কিন্তু মেয়েটি চিরদিনের জন্য চলে গেছে। মনে হয় মারা গেছে।'

'তাহলে তুমি ওর কথা বলছ না।'

'না। সেই একই মেয়ে। ম্যাককেলান। ম্যাককেলান। গাড়ি চাপা পড়েছিল। চারদিন আগে। তবে আমি ঠিক নিশ্চিত নই। তবে আমর ধারণা সে মারা গেছে। ওর পরিবার কোথায় যেন চলে গেছে। জানি না আমি। তবে ধারণা করছি মেয়েটি আর বেঁচে নেই।'

'তুমি তো এ ব্যাপারে শিওর নও!'

'শুধু শিওর না।' অনেক শিওর।'

'তুমি কথাটি আমাকে আগে বলোনি কেন?'

'ভুলে গেছিলাম।'

'চার দিন আগের ঘটনা!'

'বললাম না ভুলে গেছিলাম।'

'চার দিন আগের ঘটনা।' মৃদু স্বরে কথাটা পুনরাবৃত্তি করল মন্টাগ।

অন্ধকার কক্ষে দু'জনে শুয়ে রইল চুপচাপ। কেউ নড়াচড়া করছে না। 'গুড নাইট,' বলল মিলড্রেড।

মৃদু খসখস শব্দ শুনল মন্টাগ। তার স্ত্রীর হাতটি নড়ে উঠল। ইলেকট্রিক থিম্বলটি প্রেয়িং ম্যাটিসের মতো নড়াচড়া করল বালিশের ওপর তার হাতের স্পর্শে। ওটা আবার কানে লাগিয়ে নিয়েছে মিলড্রেড। গুনগুন করে গাইতে শুরু করল।

বাড়ির বাইরে, একটি ছায়া নড়ে উঠল, শরতের বাতাস বইল, চলে গেল। কিন্তু নীরবতার মাঝেও কীসের যেন একটা শব্দ শুনতে পেল মন্টাগ। যেন জানালায় কেউ নিঃশ্বাস ফেলছে। যেন সবুজাভ একটা ধোঁয়া উঠছে, যেন অক্টোবরের বিশাল একটি পাতা বাগানে উড়তে উড়তে চলে গেল।

নিশ্চয় ধাতব কুকুরটা, ভাবছে মন্টাগ। আজ রাতে টহলে বেরিয়েছে। দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। আমি যদি জানালাটা খুলে দিই...

তবে সে জানালাটা খুলল না।

সাত.

পরদিন সকালে জ্বর নিয়ে ঘুম ভাঙল মন্টাগের।

'তুমি অসুস্থ হতে পার না,' বলল মিলড্রেড।

চোখ বুঝে মন্টাগ বলল, 'হুঁ।' জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা।

'কিন্তু কাল রাতেও তো দিব্যি সুস্থ দেখলাম।'

'না, কাল রাতে আমি সুস্থ ছিলাম না,' বলল মন্টাগ।

মিলড্রেড ওর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ না মেলেই স্ত্রীর উপস্থিতি টের পাচ্ছে মন্টাগ। মিলড্রেডের চুল কেমিকেলে জ্বলে গেছে, চোখে জমেছে ছানি, তার পুরুষ্ট ওষ্ঠজোড়া লাল, ডায়েটিংয়ের কারণে প্রেয়িং ম্যান্টিগের মতো দুবলা পাতলা শরীর, গায়ের ত্বক যেন সাদা বেকন। স্ত্রীকে এভাবেই মনে করতে পারছে মন্টাগ।

'আমাকে একটু অ্যাসপিরিন আর পানি এনে দেবে?'

'উঠে পড়ো,' বলল তার স্ত্রী। 'দুপুর হয়ে গেছে। স্বাভাবিকের চেয়ে পাঁচ ঘণ্টা বেশি ঘুমিয়েছ।'

'পার্লারটা কি বন্ধ করে দেবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'পার্লারটা আমার পরিবার,' জবাব দিল মিলড্রেড।

গত রাতে ওই পার্লারে মিলড্রেডের পরিবারের নানান সদস্যদের দেখেছে মন্টাগ। পার্লার মানে দেয়াল। যে দেয়ালে মিলড্রেডের চাচা-চাচি, ফুপা, ফুপু, ভাতিজা, ভাতিজি সবাই বাস করে।

যখনই বাড়ি ফিরেছে দেখেছে পার্লার বা দেয়ালগুলো কথা বলছে মিলড্রেডের সঙ্গে।

'কিছু একটা করতেই হবে।'

'হ্যাঁ, কিছু একটা করতেই হবে।'

'স্রেফ দাঁড়িয়ে থেকে কথা বোলো না।'

'চলো কিছু করি!'

কিন্তু মিলড্রেড বুঝতে পারছে না তারা কী নিয়ে কথা বলছে কিংবা তারা কী করতে চলেছে। দেয়ালে মিলড্রেডের আত্মীয় স্বজনেরা কথা বলতে থাকে। অর্থহীন সেসব কথাবার্তা।

'এখন সব ঠিক হয়ে যাবে,' বলে একজন 'খালা।'

'অত বেশি নিশ্চিত হয়ো না,' বলে একজন 'ভাতিজা।'

'আবার রেগে যেয়ো না।'

'কে রেগে যাচ্ছে?'

'তুমি!'

'আমি?'

'তুমি পাগল!'

'আমি কেন পাগল হতে যাব?'

'কারণ।'

এদের যন্ত্রণায় দিশেহারা হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মন্টাগ।

'এই লোকগুলো কারা? এরা কী নিয়ে পাগলামি করছে? ওই মহিলা এবং পুরুষটি কে? তারা কি স্বামী-স্ত্রী, তারা কি ডিভোর্সড, এনগেজড না অন্য কিছু? গুড গড, কোনোটার সঙ্গেই কোনোটা জোড়া লাগানো যাচ্ছে না।

'তারা–' বলে মিলড্রেড। 'ওয়েল তারা– ঝগড়া করল দেখতেই তো পেলে। আমার মনে হয় ওরা বিবাহিত। 'হ্যাঁ, ওরা বিবাহিত। কেন?'

কাল রাতে মন্টাগ পার্লারে অতীতকে আরও দেখেছে। দেখেছে একটি খোলা গাড়িতে সে আর মিলড্রেড চলেছে। ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছিল মিলড্রেড। এজন্য তার সঙ্গে ঝগড়া করছিল মন্টাগ। তারা চিৎকার চেঁচামেচি করে যাচ্ছিল কিন্তু কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছিল না। মন্টাগ চিৎকার করে বলছিল, 'অন্তত: মিনিমাম স্পিডে গাড়ি চালাও। 'কী?' চেঁচিয়ে উঠেছিল মিলড্রেড। 'বললাম পঞ্চাশ মাইল গতিতে গাড়ি চালাও।' 'কী?' শুনতে পাচ্ছিল না মিলড্রেড। 'স্পিড!' আবার গলা ফাটাল মন্টাগ। কিন্তু মিলড্রেড গতি না কমিয়ে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

এখন এসব কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল মন্টাগের। সে অনুনয়ের গলায় স্ত্রীকে বলল, 'একজন অসুস্থ মানুষের জন্য অন্তত: তোমার পার্লারটা বন্ধ রাখো।'

'আচ্ছা, বন্ধ করছি।'

মিলড্রেড ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু পার্লার বন্ধ না করেই ফিরে এল। 'এখন ঠিক আছে তো?'

'ধন্যবাদ।'

'ওটা আমার ফেবারিট প্রোগ্রাম,' বলল মিলড্রেড।

'তুমি তো আগে কখনও অসুস্থ হওনি,' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মিলড্রেড।

'কিন্তু আমি এখন অসুস্থ। আজ রাতে কাজে যেতে পারব না।

বিটিকে ফোন করে জানিয়ে দিও।'

'অ্যাসরিপিন কই?' পানির গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মিলড্রেডের দিকে তাকাল সে।

'ওহ্!' আবার সে বাথরুমে ঢুকল। 'কিছু কি ঘটেছিল?'

'একটা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ব্যস, এই-ই।'

আমার সন্ধ্যাটা খুব ভালো কেটেছে,' বাথরুম থেকে বলল মিলড্রেড।

'কী করছিলে?'

'পার্লারে ছিলাম।'

'কী দেখছিলে?'

'প্রোগ্রাম।'

'কী প্রোগ্রাম?'

'খুব ভালো কিছু প্রোগ্রাম।'

'কী?'

'তুমি তো জানোই–বাঙ্ক।'

'ও হ্যাঁ, বাঞ্চ। বাঞ্চ। বাঞ্চ। হাত দিয়ে চোখ চেপে ধরল মন্টাগ। ব্যথা করছে খুব। হঠাৎ কেরোসিনের গন্ধে বমি এসে গেল। বমি করে ফেলল।

গুনগুন করতে করতে বাথরুম থেকে বেরুল মিলড্রেড।

মেঝেতে বমি দেখে বিস্মিত হলো। 'বমি করলে যে!'

বিতৃষ্ণা নিয়ে মেঝেয় তাকাল মন্টাগ। 'আমরা এক মহিলাকে তার বইসহ পুড়িয়ে মেরেছি।'

'তবু ভালো যে কার্পেটটা ধোয়া যায়,' মিলড্রেড একটা ভেজা ঝাড়ু এনে বমি মুছতে লাগল। 'আমি গত রাতে হেলেনদের বাসায় গেছিলাম।'

'নিজের পার্লারে শো দেখা যায় না?'

'অবশ্যই দেখা যায়। তবে অন্যের বাড়িতে বসে দেখার মজাই আলাদা।'

পার্লারে ঢুকল মিলড্রেড। তাকে গুনগুনিয়ে গাইতে শুনছে মন্টাগ।

'মিলড্রেড?'

গুনগুন করতে করতে ফিরে তাকাল মিলড্রেড, হাতের আঙুল মুছছে।

'কাল রাতের ব্যাপারে তুমি কিছু জানতে চাইবে না?' জিজ্ঞেস করল মন্টাগ।

'বলো শুনি।'

'গত রাতে আমরা এক হাজার বই পুড়িয়েছি। সেই সঙ্গে এক মহিলাকে পুড়িয়েছি।'

'তো?'

পার্লার বিস্ফোরিত হলো শব্দে।

'আমরা দান্তে, সুইফট আর মার্কস অরিজিনিয়ালেসের বই পুড়িয়েছি।'

'উনি ইউরোপীয় ছিলেন না?'

'হবেন হয়তো সেরকম কেউ।'

'উনি রেডিকাল ছিলেন না?'

'আমি তাঁর কোনো বই পড়িনি।'

'উনি রেডিকাল ছিলেন,' মিলড্রেড ফোনে হাত রাগল।

'তুমি নিশ্চয় আশা করছ না আমি ক্যাপ্টেন বিটিকে ফোন করব?'

'করতেই হবে।'

'চিৎকার কোরো না।'

'আমি চিৎকার করছি না।' হঠাৎ খুব রাগ হলো মন্টাগের। ক্রোধে প্রকম্পিত হলো শরীর। বাতাস যেন গর্জন ছাড়ল পার্লারে। 'আমি তাকে ফোন করতে পারব না।'

ফোন করে বলতে পারব না যে আমি অসুস্থ।'

'কেন?'

কারণ তুমি ভয় পাচ্ছ, মনে মনে ভাবছে মন্টাগ।

শিশুদের মতো অসুস্থের ভান। মন্টাগ নিজে ফোন করতে ভয় পাচ্ছে কারণ এক মুহূর্ত কথা বলার পরে ওদের আলোচনাটা হবে এরকম, 'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন, এখন আমার শরীরটা ভালো ঠেকছে। আমি রাত দশটার মধ্যে চলে আসছি।'

'তুমি অসুস্থ নও,' বলল মিলড্রেড।

রাগের চোটে বিছানায় উঠে বসেছিল মন্টাগ, আবার শুয়ে পড়ল। বালিশের নিচে হাত চালিয়ে দিল। আছে। বইটা যথাস্থানেই লুকানো আছে।

'মিলড্রেড, ব্যাপারটা কীরকম হবে, ধরো যদি আমি আমার চাকরিটা কিছুদিনের জন্য ছেড়ে দিই।'

'তুমি সব কিছু ছেড়ে দিতে চাইছ? এতদিন কাজ করার পরে চাকরি ছেড়ে দিতে চাইছ এক মহিলা আর তার কিছু বইপত্রের জন্য–?'

'তুমি যদি মহিলাকে একবার দেখতে, মিলি!'

'সে আমার কাছে কোনো অর্থ বহন করে না; তার কাছে বই থাকাই উচিত ছিল না। পুরো দায়ভার তার ওপরে বর্তায়। বিষয়টি তার একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল। আমি তাকে ঘৃণা করি। তার কারণে তুমি চাকরি ছেড়ে দেয়ার চিন্তা করছ।'

'তুমি তো আর ওখানে ছিলে না তাই তুমি কিছুই দেখোনি,' বলল মন্টাগ। 'বইয়ের মধ্যে নিশ্চয় কিছু আছে, এমন কিছু যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না, আর সে কারণে একজন বৃদ্ধ জ্বলন্ত বাড়ির মধ্যে থাকতে চায়, বই ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। নিশ্চয়ই বইয়ের মধ্যে কিছু আছে। তুমি আর বেহুদা কিছু আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইবে না।'

'মহিলা বোকা।'

'সে তোমার আমার মতোই বুদ্ধি বিবেচনা সম্পন্ন, বরং তার বুদ্ধি আরও বেশি। অথচ তাকেই আমরা পুড়িয়ে মেরে ফেললাম! এ আগুনের স্মৃতি আমার সারা জীবন মনে থাকবে। গড! আমি সারারাত আগুনটা মনে মনে নেভাতে চেয়েছি!'

'ফায়ারম্যানের চাকরি নেয়ার আগে আসলে তোমার একটু চিন্তা ভাবনা করা উচিত ছিল।'

'চিন্তা ভাবনা!' বলল মন্টাগ। 'আমার কি অন্য কিছু হবার কথা, আমার দাদু এবং বাবা তারা দু'জনেই ছিলেন ফায়ারম্যান। আমি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতাম বড় হয়ে আমিও ফায়ারম্যান হয়েছি।'

'পার্লারে নাচের বাজনা বাজছে।'

'আজকের দিনটিতে তুমি আগে আগেই কাজে যাও,' বলল মিলড্রেড। 'তোমার তাও দুই ঘণ্টা আগে চলে যাওয়া উচিত ছিল।'

'যে মহিলা মারা গেছে শুধু তার জন্য নয়,' বলল মন্টাগ। 'কাল রাতে আমি ভাবছিলাম গত দশ বছরে আমি কত না কেরোসিন ব্যবহার করেছি। আমি বইপত্রের কথাও চিন্তা করছিলাম। এবং প্রথমবারের মতো আমি উপলব্ধি করতে পারি যে প্রতিটি বইয়ের পেছনেই রয়েছে একজন মানুষ। একজন মানুষকে বই নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করতে হয়েছে। কাগজে কিছু লেখার আগে দীর্ঘ সময় ভাবতে হয়েছে তাকে। এরকম ভাবনা এর আগে কখনও আমাদের মাথায় আসেনি।' সে বিছানা থেকে নামল।

'কোনো কোনো মানুষের তার চিন্তা চেতনাগুলো লিখতে সারা জীবন লেগে যায়, তাকে সারাটা পৃথিবী এবং জীবন দেখতে হয়। তারপর সে দুই মিনিটে তা লিখে ফেলে।'

'আমাকে একটু একা থাকতে দাও, 'বলল মিলড্রেড।

'তোমাকে একা থাকতে দেব! বেশ। কিন্তু আমি নিজেকে একাকী রাখব কী করে? আমাদের একা থাকা উচিত নয়। মাঝে মাঝে কারও দ্বারা বিরক্ত হওয়া উচিত। শৈশবে তোমাকে সত্যি কেউ বিরক্ত করেছে?'

হঠাৎ চুপ হয়ে গেল মন্টাগ। সে ঘুরে দাঁড়াল। মিলড্রেড বলল, 'তোমার কথা শেষ হয়েছে? এখন দ্যাখো কে এসেছে।'

'যে-ই আসুক আমার তাতে কিছু আসে যায় না।'

'আমাদের বাড়ির গেটের সামনে এই মাত্র একটি ফিনিক্স কার থেমেছে এবং গাড়ি থেকে নেমে এসেছে কালো শার্ট পরা এক লোক। তার হাতে কমলা রঙের একটি সাপ আঁকা।

'ক্যাপ্টেন বিটি?' জিজ্ঞেস করল মন্টাগ।

'ক্যাপ্টেন বিটি।'

নড়ল না মন্টাগ, তার সামনের সাদা রঙের শীতল দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল।

'ওকে ভেতরে নিয়ে এসো। বলো আমি অসুস্থ।'

'তুমি নিজে গিয়ে বল গে!' মিলড্রেড কয়েক পা একদিক-ওদিক ছুটল, তারপর থেমে দাঁড়াল। চক্ষু বড়বড় করে তাকিয়ে আছে। ফ্রন্টডোর স্পিকার তার নাম ধরে মৃদু স্বরে ডাকল, মিসেস মন্টাগ, মিসেস মন্টাগ, লোক এসেছে। তারপর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল কণ্ঠটি।

মন্টাগ ভালো করে দেখে নিল বইটা বালিশের নিচে ঠিকঠাক লুকানো আছে কিনা। তারপর সে মন্থর গতিতে বিছানায় উঠে বসল, চাদর টেনে ঢাকল হাঁটু এবং বুক, আধবসা অবস্থায় আছে সে। মিলড্রেড ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। একটু পরে ক্যাপ্টেন একটি ঘরে প্রবেশ করল পকেটে হাত ঢুকিয়ে।

'আত্মীয় স্বজনের চিৎকার-চেঁচামেচিটা বন্ধ করো,' মন্টাগ আর তার স্ত্রী ছাড়া ঘরের অন্য সবের ওপর চোখ বুলাল।

এবারে দৌড়ে গেল মিলড্রেড। পার্লারের চিৎকার চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে গেল।

ঘরের সবচেয়ে আরামদায়ক চেয়ারটিতে বসল ক্যাপ্টেন বিটি। লাল টকটকে মুখে প্রশান্তির ছাপ। পিতলের পাইপটা ধরাল। সে সময় নিয়ে তারপর মুখ দিয়ে ধোঁয়ার বিরাট মেঘ উদ্‌গিরণ করল। 'ভাবলাম যাই একবার দেখে আসি মানুষটা কতটা অসুস্থ।'

'জানলে কী করে?'

হাসল বিটি ধবধবে সাদা দাঁত মেলে। 'জানি তো। জানি যে তুমি ডিউটিতে যাচ্ছ না।'

মন্টাগ সোজা হয়ে বসল বিছানায়।

'ওয়েল,' বলল বিটি, 'আজ না হয় ছুটি নাও।' সে তার ম্যাচ বক্সটি পরীক্ষা করে দেখছে। বাক্সের গায়ে লেখা GUARANTEED ONE MILLION LIGHTS IN THIS IGNITER সে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কেমিকেল ম্যাচটি জ্বালাতে আর নেভাতে লাগল। অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে আছে বিটি, তাকাল ধোঁয়ার দিকে। 'কবে সুস্থ হবে?'

'কাল। কিংবা পরশু। সপ্তাহের প্রথম দিকে।'

বিটি পাইপ ফুঁকতে ফুঁকে বলল, 'প্রতিটি ফায়ারম্যান, আজ হোক বা কাল মনে এ প্রশ্নটা আসবেই। শুধু তাদের বুঝতে হবে, জানতে হবে কীভাবে চাকা ঘোরে। জানতে হবে আমাদের পেশার ইতিহাস।' পাইপে জোরে একটা টান দিল সে। 'আমি তোমাকে জানাচ্ছি।'

অস্থিরভাবে নড়ে উঠল মিলড্রেড।

বিটি তার কথাগুলো গুছিয়ে নিতে ঝাড়া এক মিনিট সময় নিল। তারপর বলতে শুরু করল।

'যখন এটার শুরু হয়, তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এ কাজটা তো আমাদের কিন্তু এটার শুরু কবে, কখন, কীভাবে? ওয়েল, এটার শুরু সিভিল ওয়ার বা গৃহযুদ্ধের সময়ে। যদিও আমাদের আইনি কিতাবে লেখা আছে এর শুরু আরও আগে। তবে সত্য হলো এই যে ফটোগ্রাফির কাল শুরু না হওয়া পর্যন্ত আমরা এগিয়ে যেতে পারিনি। তারপর বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এল চলচ্চিত্রের যুগ। রেডিও, টেলিভিশন। সবকিছু জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে লাগল। তারা জনগণকে গ্রাস করতে শুরু করল। মন্টাগ বসে আছে বিছানায়। নড়াচড়া করছে না।

'যেহেতু সবকিছু জনগণের নজরে চলে এল তাদের আরও সরলীকরণ ঘটল।' বলে চলল বিটি।

'প্রথম প্রথম বইপত্র অল্প সংখ্যক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। পৃথিবীতে মানুষের জন্য অনেক জায়গা ছিল। তবে জনসংখ্যা দ্বিগুণ, তিনগুণ, চতুর্গুণ হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল। ফিল্ম, রেডিও, ম্যাগাজিন, বই ইত্যাদি সবকিছু মিলে একটা জগাখিচুড়ির অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমার কথা বুঝতে পারছ তুমি?

'পারছি।'

মুখ দিয়ে ছেড়ে দেয়া ধোঁয়ার নকশাটি লক্ষ্য করছে বিটি। 'দৃশ্যপটটি একবার কল্পনায় দেখার চেষ্টা করো। উনিশ শতকে মানুষ ব্যবহার করত ঘোড়া, কুকুর, ঘোড়ার গাড়ি, সবকিছু স্লো মোশনে চলত। আর বিংশ শতাব্দীতে

আসার পরে তোমার ক্যামেরার গতি বেড়ে গেল। ক্ল্যাসিকগুলো সংক্ষেপ করে পনেরো মিনিটের রেডিও শোতে পরিণত হলো। সেটিকে আরও সংক্ষেপিত করে তৈরি হলো দুই মিনিটের বুক-কলাম। তারপর তার অবসান ঘটল দশ-বারো লাইনের অভিধানে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলে তো? তুমি নার্সারি থেকে কলেজে এলে এবং আবার তোমাকে নার্সারিতেই ফিরে যেতে হলো। গত পাঁচ শতক বা তারও বেশি সময় ধরে ওটাই ছিল তোমার ইনটেলেকচুয়্যাল প্যাটার্ন।'

মিলড্রেড ঘরের মধ্যে হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিল। এই একটা জিনিস তুলছে আবার রেখে দিচ্ছে। বিটি তাকে অগ্রাহ্য করে বলে চলল। ওদিকে মন্টাগের কলজে লাফিয়ে উঠল যখন মিলড্রেড হাত দিয়ে ওর বালিশটা ঝেড়ে দিতে এলো। ওর বুকটা কাঁপতেই থাকল ভেবে না জানি মিলড্রেড বালিশটা তুলে নিয়ে ওর পিঠে ঠেসিয়ে দেয় ওকে আরাম করে বসতে দেয়ার জন্য। তখন নিশ্চয় ও চিৎকার করে উঠবে, গোল্লা গোল্লা চোখে বইটি দেখে বলবে, 'কী এটা?' তারপর বইটা স্পর্শ করবে নিরিহ মুখ করে।

ওদিকে ক্যাপ্টেন বিটি বলে চলছিল, 'স্কুলের পড়াশোনা সংক্ষিপ্ত করে ফেলা হয়, নিয়মানুবর্তিতায় ঢিল দেয়া হয়, দর্শন, ইতিহাস, ভাষা ইত্যাদি সব জলাঞ্জলি দেয়া হয়। ইংরেজি এবং বানানরীতি ক্রমে অগ্রাহ্য করা হতে থাকে। অবশেষে এগুলো পুরোই উপেক্ষা করা হয়। জীবন হয়ে ওঠে উপস্থায়ী, চাকরি বাকরি বিবেচনার মধ্যে আনা হয়, আনন্দ ফূর্তিতে প্রাধান্য দেয়া হতে থাকে।'

'দেখি, তোমার বালিশটা ঠিক করে দিই,' বলল মিলড্রেড।

'না,' ফিসফিস করল মন্টাগ।

'জিপার বোতামের জায়গা করে নেয়, মানুষ চিন্তা ভাবনা করার সময় কমিয়ে ফেলে, জীবন হয়ে ওঠে বড় একটা ব্যর্থতা, মন্টাগ।'

মিলড্রেড বলল, 'দেখিতো, বালিশটা ঠিক করি।'

'চলে যাও,' বলল মন্টাগ।

'ওয়ায়!' বালিশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল মিলড্রেড।

'ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে আমার মতো থাকতে দাও!' চেঁচিয়ে উঠল মন্টাগ।

বিটি চোখ বড়বড় করে তাকাল ওর দিকে।

বালিশের ওপর হাতটা জমে গেল মিলড্রেডের। তার আঙুল খুঁজে পেয়েছে বইটির আউটলাইন।

কাঠামোটা বুঝতে পেরে তার মুখে ফুটল বিস্ময়ের চিহ্ন। সে প্রশ্ন করার জন্য মুখ খুলল...

বিটি মন্টাগকে প্রশ্ন করল, 'তুমি বেসবল খেলতে পছন্দ করো, মন্টাগ?'

'বেসবল খুব ভালো খেলা।'

বিটিকে এখন তার প্রায় অদৃশ্য মনে হচ্ছে, কণ্ঠটা ভেসে আসছে ধোঁয়ার একটি পর্দার পেছন থেকে।

'কী এটা?' জিজ্ঞেস করল মিলড্রেড, প্রায় আনন্দিত গলায়। মন্টাগ ওর স্ত্রীর হাতের সঙ্গে শরীর ঘষল। 'এখানে কী?'

'বসো!' খেঁকিয়ে উঠল মন্টাগ। লাফ মেরে পিছু হটল মিলড্রেড। খালি হাত। 'আমরা কথা বলছি!'

বিটি কথা বলছে যেন কিছুই ঘটেনি। 'তুমি বোলিং পছন্দ কর, তাই না, মন্টাগ?'

'বোলিং? হু।'

'আর গলফ?'

'গলফও ভালো খেলা।'

'বাস্কেটবল?'

'সুন্দর খেলা।'

'বিলিয়ার্ড, পুল? ফুটবল?

'খুব ভালো খেলা, সবগুলোই।'

'সবার জন্য খেলা, গ্রুপ স্পিরিট, মজা এবং আর কিছু তোমাকে ভাবতে হচ্ছে না, তাই না? সুপার সুপার খেলাধুলাগুলো অর্গানাইজ করো। বইতে বেশি কার্টুন, বেশি ছবি। মন ক্রমে ক্রমে সব গ্রহণ করতে শুরু করে। রাজপথ ভর্তি মানুষজন যেতে থাকে দূরে কোথাও আবার কোথাও না। শহরের রূপান্তর ঘটে মোটেলে, যাযাবর মানুষ ঘুরে বেড়াতে থাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়।'

মিলড্রেড ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে। পার্লারের 'আন্টিরা,' 'আঙ্কেলদের' উদ্দেশ্যে হাসাহাসি শুরু করে দিল।

এখন আসি আমাদের সভ্যতার সংখ্যালঘিষ্ঠদের কথায়। যে দেশে যত বেশি জনসংখ্যা সেখানে তত বেশি সংখ্যালঘু। তোমার এই বইয়ের মানুষজন এই নাটক, এই টিভি সিরিয়াল কিন্তু প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার প্রতিনিধি নয়। সমালোচকরা বলেন এখানে বই বিক্রি বন্ধ হয়ে যাওয়াটা আশ্চর্যের কিছু ছিল না। পাবলিকই চেয়েছিল শুধু কমিকস বইগুলো টিকে থাকুক, আর তিনমাত্রার সেক্স ম্যাগাজিনগুলো, অবশ্যই। শুরুতে সরকারের পক্ষ থেকে কোনোরকম

অনুশাসন ঘোষণা কিংবা সেন্সরশিপ ছিল না। টেকনোলজি, জন এক্সপ্লান্টেশন এবং মাইনরিসি প্রেশারই এসবের জন্য দায়ি।

থ্যাংক গড, আজ তুমি ওদেরকে ধন্যবাদ দিতে পার এ জন্য যে এখন তুমি সবসময় সুখে থাকতে পারছ এবং তোমাকে কমিকস পড়ার অনুমতি দেয়া হচ্ছে কিংবা ট্রেড জার্নাল পড়তে পারছ।

'বুঝলাম, কিন্তু ফায়ারম্যানদের দরকারটা কেন তাতো বোধগম্য হলো না,' বলল মন্টাগ।

'অ;' বিটি মুখের সামনে হাল্কা ধোঁয়ার পর্দা ভেদ করে মুখটা সামনে বাড়িয়ে দিল। 'স্কুলে পরীক্ষক, সমালোচক, জ্ঞানী, সৃজনশীল ক্রিয়েটরদের বদলে জায়গা দখল করতে থাকে রানার, জাম্পার, রেসার, গ্ল্যাচার, ফ্লায়ার, সুইমার প্রমুখরা।

'ইন্টেলেকচুয়্যাল শব্দটি হয়ে ওঠে শপথবাক্য। তুমি সবসময় আনফ্যামি-লিয়ার হবার ভয়ে ভীত। তোমার নিশ্চয় নিজের স্কুলের সবচেয়ে ভালো ছাত্রটির কথা মনে আছে যে ক্লাসের সমস্ত পড়া পারত আর অন্যরা বোকার মতো বসে থাকত। এই ভালো ছাত্রটিকেই কি তোমরা পরে ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করোনি? নিশ্চয় করেছ। আমরা আসলে সবাই একরকম। সংবিধান যা বলে আমরা সে অর্থে সকলে জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং সমযোগ্যতার নই। আসলে সবাইকে সম্মানযোগ্য বানানো হয়েছে। একজন মানুষ যেন আরেকজন মানুষের প্রতিচ্ছবি। তারা সবাই সুখী। কারণ কোনো পাহাড় নেই যা দেখে ভয়ে গুটিয়ে যেতে হবে, নিজেদের বিচারও তাদের করা হচ্ছে না। বই তাদের কাছে গুলিভরা বন্দুকের মতো। কাজেই এটা পুড়িয়ে দাও। কে জানে কে কখন একজন পড়ুয়া মানুষের টার্গেট হয়ে উঠবে? আমি তো কখনোই এরকম কোনো টার্গেট হতে চাইব না। বাড়িঘরগুলো যখন পুরোপুরি ফায়ারপ্রুফ হিসেবে তৈরি করা হলো সারা বিশ্বজুড়ে তখন আর পুরানো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ফায়ারম্যানদের প্রয়োজন রইল না। তখন তাদের নতুন কাজ দেয়া হলো। তারা দায়িত্ব পেল আমাদের মানসিক শান্তির রক্ষক বা জিম্মাদার হিসেবে। তারা হলো আমাদের বোধগম্যতার ফোকাস। আমরা যেন হীনমন্যতায় ভোগার আতংকে আতংকিত হয়ে না উঠি তার কেন্দ্রবিন্দু। সেটাই তুমি মন্টাগ এবং সেটাই আমি।'

পার্লারের দরজা খুলে গেল এবং মিলড্রেড ওখানে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকাল। সে আগে দেখল বিটিকে তারপর মন্টাগকে। রুমের পেছনের দেয়ালে তখন ঝলমলে আলোর কারসাজি। সবুজ, হলুদ এবং কমলা রঙের হাউই

উড়ছে, সে সঙ্গে বাজনা বাজছে। মিলড্রেডের মুখ নড়ে উঠল, সে যেন কী বলছে তবে যন্ত্র সঙ্গীতের দামামায় তার কথা শোনা গেল না।

বিটি তার তামাকের পাইপটি গোলাপি হাতের তালুতে উপুর করল, ছাই পরীক্ষা করছে যেন ওটা একটা প্রতীক এবং ছাইটি বিশ্লেষণ করা হবে।

'তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ আমাদের সভ্যতা এত বিশাল যে আমরা আমাদের সংখ্যালঘুদের ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত করতে পারি না। নিজেকেই প্রশ্ন করো। প্রধানত আমরা এ দেশে কী চাই? লোকে সুখী হতে চায়, সেটাতো ঠিক? সারাজীবন ধরে তুমি কি এ কথাটা শুনে আসনি? আমি সুখী হতে চাই, বলে লোকে। কেন, তারা কি সুখী নয়? আমরা কি তাদের জীবনযাত্রা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি না, তাদেরকে কি মজা দিচ্ছি না? আমরা তো এজন্যেই বেঁচে আছি, না? আনন্দের জন্য, স্ফূর্তির জন্য? এবং তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে আমাদের সংস্কৃতি তা যথেষ্টই যোগান দিচ্ছে?'

'হ্যাঁ'

মিলড্রেড দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কী বলছে তা ওর ঠোঁট নাড়া দেখেই বুঝতে পারছে মন্টাগ। সে ওর মুখের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করল কারণ বিটি ওদিকে ফিরে তাকাতে পারে এবং বুঝে ফেলতে পারে কী বলছে মিলি।

'কালো মানুষরা লিটল ব্ল্যাক সাম্বা পছন্দ করে না। কাজেই পোড়াও ওই বই। সাদা মানুষ আংকেল টিমস কেবিন পড়ে স্বস্তিবোধ করে না। কাজেই ওটাকে পুড়িয়ে ছাই করো।

কেউ কি তামাক এবং ফুসফুসের ক্যান্সার নিয়ে বই লিখেছে? সে বই পড়ে কি ধূমপায়ীরা কান্নাকাটি করছে? তাহলে পুড়িয়ে দাও ওই বই। যা পছন্দ হবে না তা-ই পুড়িয়ে ফেলো। ওগুলোর কথা ভুলে যাও। সব পুড়িয়ে ফেলো। আগুন ঝলমলে উজ্জ্বল এবং আগুন পরিষ্কার।'

মিলড্রেডের পেছনে, পার্লারের হাউই শো বন্ধ হয়ে গেছে। সে এখন আর কথাও বলছে না। মন্টাগ নিঃশ্বাস বন্ধ করে ধীরে ধীরে বলল, 'পাশের বাড়িতে একটি মেয়ে থাকত। ও চলে গেছে। মনে হয় মারা গেছে। ওর মুখখানাও ঠিক মনে পড়ছে না। তবে ও আলাদা রকমের একজন ছিল।

হাসল বিটি। 'ক্ল্যারিস ম্যাককেলানের কথা বলছ? ওর পরিবারের একটি রেকর্ড আমাদের কাছে আছে। ওদেরকে সতর্কতার সাথে আমরা লক্ষ্য করতাম। ওরা শিকগো থাকত। তখন ওদের বাড়ি সার্চ করেছি। একটি বইও পাইনি বাড়িতে। ওর আঙ্কেলটা ছিল অ্যান্টি সোশ্যাল। আর মেয়েটি ছিল টাইম বোমা বিশেষ। ওর স্কুল রেকর্ড ঘেঁটে দেখেছি মেয়েটির জ্ঞানের ক্ষুধা ছিল

প্রচণ্ড। কীভাবে ঘটনা ঘটে তা সে জানতে চাইত না, কেন ঘটে জানতে চাইত। আর ওটা খুবই বিব্রতকর একটি বিষয়। মনে এত প্রশ্ন জাগলে মানুষ তো সুখী হতে পারবে না। মেয়েটি মারা গেছে ভালোই হয়েছে।'

আরও কিছুক্ষণ বকবক করে চেয়ার ছাড়ল ক্যাপ্টেন বিটি। এসব বকবকানির বেশিরভাগ কথার অর্থই বুঝতে পারল না মন্টাগ। বিটি সিধে হয়ে বলল 'আমাকে এখন যেতে হবে। লেকচার শেষ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে তাহলো আমরা সুখী মানুষের দলের অন্তর্ভুক্ত। তুমি, আমিসহ অন্যান্যরা। আমরা কেউ ছোট্ট স্রোতটির বিরুদ্ধে দাঁড়াব যারা পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব এবং চিন্তাভাবনা দিয়ে সবাইকে বিভ্রান্ত এবং অসুখী করতে চায়। হতাশা এবং নিরানন্দ দর্শন যেন আমাদের পৃথিবীকে গ্রাস করতে না পারে সেদিকে লক্ষ রেখ। আমরা তোমাদের ওপর ভরসা করে আছি। আমার মনে হয়না তুমি উপলব্ধি করতে পারছ আমাদের বর্তমান সুখী পৃথিবীর জন্য তুমি বা আমরা কতটা গুরুত্বপুর্ণ।'

বিটি মন্টাগের অসাড় হাতখানা ধরে হ্যান্ডশেক করল। মন্টাগ এখনও পিঠ খাড়া করে বসে আছে।

'শেষ আরেকটা কথা,' বলল বিটি। 'ক্যারিয়ারে প্রতিটি ফায়ারম্যানের জীবনেই অন্তত একবার একটা চুলকানি তৈরি হয়। বইয়ের ভাষায় তার ভেতরে বিস্ময় জাগে। কীভাবে চুলকানিটা উপশম করবে তাইতো? মন্টাগ, আমার কথা বিশ্বাস করো, আমিও দু'একটি বই পড়েছি মানে আমাকে পড়তে হয়েছে এ কথা জানতে যে আমি আসলে কী করছি। কিন্তু বইতে আমার প্রশ্নের জবাব মেলেনি। বই থেকে তুমি কিছু শিখতে পারবে না, কিংবা কোনো বিশ্বাসও তোমার জন্মাবে না। বইগুলো লেখা হয়েছে অস্তিত্ববিহীন মানুষদের নিয়ে। স্রেফ কল্পনার ওপর ভিত্তি করে, যদি ওগুলোকে ফিকশন বলা যায়। আর নন ফিকশন তো আরও বিশ্রী ব্যাপার। একজন অধ্যাপক আরেকজন অধ্যাপককে বোকা নির্বোধ বলে গালাগাল দিচ্ছে, একজন দার্শনিক আরেকজন দার্শনিককে গালির তোড়ে ভূত তাড়াচ্ছে। সবাই নক্ষত্র আর সূর্যকে বিনাশ করতে ছুটছে। তুমি ওদের ধারেকাছেও ঘেঁষবে না।'

'আচ্ছা, যদি কোনো ফায়ারম্যান স্রেফ দুর্ঘটনাবশত, সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো বই নিয়ে বাড়ি ফেরে তখন?'

'সেটা হবে নিতান্তই স্বাভাবিক একটা ভুল,' বলল বিটি।

'এরকম ঘটনা ঘটলে আমরা খুব বেশি উদ্বিগ্ন হব না কিংবা পাগল হয়েও যাব না। আমরা ফায়ারম্যানকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য বইটি তার কাছে রাখতে

দেব। সে যদি এ সময়ের মধ্যে বইটি পুড়িয়ে না ফেলে তখন আমরা তার কাছে আসব বইটি পোড়াতে।'

'নিশ্চয়,' মন্টাগের গলা শুকিয়ে গেছে।

'তো, মন্টাগ, আজ রাতে কি তুমি পরবর্তী শিফটের জন্য আসতে পারবে? আজ রাতে কি তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে?'

'ঠিক জানি না,' জবাব দিল মন্টাগ। চোখ বুজল। 'পরে আসব।'

'তুমি না এলে তোমাকে আমরা খুব মিস করব।' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে পকেটে পাইপ রাখতে রাখতে বলল বিটি।

আমি আর কোনোদিনই আসব না, মনে মনে বলল মন্টাগ।

'গেট ওয়েল অ্যান্ড কিপ ওয়েল,' বলল বিটি।

সে ঘুরে চলে গেল খোলা দরজা দিয়ে।

আট.

মন্টাগ জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল বিটি তার হলুদ অগ্নিশিখা রঙের কালো, চারকোল টায়ারের গাড়ি চালিয়ে চলে গেল।

রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে সার বাঁধা কতগুলো ঘর। ক্ল্যারিস, একবার বলেছিল, 'এখনকার বাড়িগুলোর ফ্রন্ট পর্চ নেই তবে আমার চাচা বলেন আগেকার বাড়িগুলোতে সামনের বারান্দা থাকত। ওখানে রাতের বেলা বসে মাঝে মাঝে কথা বলত লোকে। তাদের যখন কথা বলতে ইচ্ছে করত তখন কথা বলত, যখন মন চাইত না, কথা বলত না। তখন ভাবনার গভীরে ডুবে যেত। আমার চাচা বলেন আর্কিটেক্টরা বাড়িগুলোতে ফ্রন্ট পর্চ বানানো বাদ দিয়ে দেয়, এ অজুহাতে ওগুলো নাকি ভালো দেখায় না। কিন্তু চাচা বলেন এসব অযৌক্তিক কথা। আসল কারণ হলো তারা আসলে চাননি লোকে বারান্দায় বসে ওভাবে কথা বলুক, রকিং চেয়ারে বসে দুলুক। ওটা নাকি ভুল সমাজ জীবন। লোকে নাকি অনেক বেশি কথা বলত। আর তাদের চিন্তা করার সময়ও ছিল প্রচুর। তাই তারা বারান্দাগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে। সেসঙ্গে বাগানও। এখন আর তেমন বাগান নেই যে বসে কথা বলা যাবে। আর ফার্নিচারগুলো দেখুন। কোনো রকিং চেয়ারও নেই। ওগুলো নাকি খুব বেশি আরামদায়ক। আমার চাচা বলেন... আমার চাচা বলেন... আমার চাচা বলেন... কণ্ঠটি ক্রমে মিলিয়ে গেল।

মন্টাগ ঘুরে তার স্ত্রীর দিকে তাকাল। সে পার্লারের মাঝখানে বসে একজন ঘোষকের সঙ্গে কথা বলছে। ঘোষকও তার সঙ্গে কথা বলছে। 'মিসেস মন্টাগ,' বলছে ঘোষক। ইত্যাদি ইত্যাদি। কনভার্টার অ্যাটাচমেন্ট। এ জিনিসটি কিনতে তাদের একশো ডলার খরচ হয়েছে। ঘোষক যখন তার দর্শকদের সঙ্গে কথা বলছে তখন এ বক্সের সাহায্যে মিলড্রেডের নাম ওই দর্শকদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। ঘোষক বলছিল, 'মিসেস মন্টাগ– এবারে এদিকে দেখুন।'

মিলড্রেড মুখ ঘোরাল। যদিও ঘোষকের কথা সে ঠিক মনোযোগ দিয়ে শুনছে না।

মন্টাগ বলল, 'আজ কাজ করতে না যাওয়ার মানে হলো কালকেও কাজে না যাওয়া এবং ফায়ারহাউজে আর কোনোদিনই কাজ না করা।'

'তুমি আজ কাজে যাচ্ছ না?' জিজ্ঞেস করল মিলড্রেড।

'এখনও ঠিক করিনি। এ মুহূর্তে আমার অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। ইচ্ছে করছে সবকিছু ভেঙে তছনছ করে দিই, কাউকে খুন করে ফেলি।'

'বিটলটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ো।'

'না, ধন্যবাদ।'

'বিটলের চাবি রাখা আছে নাইট টেবিলের ওপর। আমার যখন এরকম কোনো অনুভূতি হয় তখন আমি খুব জোরে গাড়ি চালাই। তুমি ঘণ্টায় পঁচানব্বই মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে দেখ দারুণ লাগবে। মাঝে মাঝে আমি সারারাত গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরি। তুমি ব্যাপারটা জানতেও পারো না। গ্রামাঞ্চলে গাড়ি চালানোর মজাই আলাদা। কখনও খরগোশ চাপা পড়ে, কখনও কুকুর। বিটলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ো।'

'না, এখন ইচ্ছে করছে না। জানি না কেন এমন লাগছে। নিজেকে ভীষণ অসুখী লাগছে। মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাব। মনে হচ্ছে আমার ওজন বেড়ে যাচ্ছে।

নিজেকে ভীষণ মোটা মোটা লাগছে। মনে হচ্ছে আমি অনেক কিছু জমিয়ে রেখেছি কিন্তু জিনিসগুলো কী বুঝতে পারছি না। আমি হয়তো বইপড়া শুরু করে দিতে পারি।'

'তাহলে ওরা তোমাকে জেলে পুরে দেবে, জানো না?' মিলড্রেড এমনভাবে মন্টাগের দিকে চাইল যেন সে কাচের দেয়ালের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

জামাকাপড় পরতে লাগল মন্টাগ, অস্থিরভাবে বেডরুমে পায়চারি করছে। 'হ্যাঁ, এ আইডিয়াটা মন্দ নয়। কাউকে আঘাত করার আগে অন্তত বিটির কথা শোনোনি? ও কী বলে গেল শোনোনি? ও সমস্ত প্রশ্নের জবাব জানে। সে ঠিকই বলেছে। সুখটাই আসল। মজাই হলো সবকিছু। অথচ তবু আমি এখানে বসে ঘ্যানঘ্যান করে নিজেকে শোনাচ্ছি আমি সুখী নই। আমি সুখী নই।'

'আমি সুখী,' চেহারা উদ্ভাসিত করে বলল মিলড্রেড।

'এবং এ নিয়ে গর্বিতও।'

'আমার কিছু একটা করা দরকার,' বলল মন্টাগ। 'কিন্তু কী করব তা-ই বুঝতে পারছি না। কিন্তু বিরাট কিছু একটা আমি নিশ্চয় করব।'

'এসব আজাইরা প্যাঁচাল শুনে শুনে আমি ক্লান্ত,' বলল মিলড্রেড। সে আবার ঘোষকের দিকে মনোযোগ ফেরাল।

মন্টাগ দেয়ালের ভল্যুম কন্ট্রোল স্পর্শ করতেই ঘোষকের গলা আর শোনা গেল না।

'মিলি' বলল মন্টাগ। 'এ বাড়িটি তোমার মতো আমারও। কাজেই তোমাকে কিছু কথা বলা দরকার আমার। কথাগুলো আরও আগেই বলা উচিত ছিল তবে বিষয়গুলো আমি নিজের কাছেই স্বীকার করতে পারিনি। আমি কিছু জিনিস তোমাকে দেখাতে চাই, যে জিনিসগুলো আমি গত বছর থেকে লুকিয়ে রেখেছি। জানি না কেন কাজটা করেছি তবে তোমাকে কখনও বলিনি।'

মন্টাগ পিঠখাড়া একটি চেয়ার ধীরে ধীরে সদর দরজার সামনে নিয়ে এল। ওটার ওপর চড়ল। এক মুহূর্ত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার স্ত্রী চেয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে। মন্টাগ হাত বাড়িয়ে এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের ঝাঁঝরি পেছন দিকে ঠেলে দিল। সে আরও ভেতর দিকে হাত ঢুকিয়ে ডান পাশের একটি ধাতব পাত সরাল। তারপর একখানা বই বের করে আনল। বইটির দিকে না তাকিয়েই ওটি ছেড়ে দিল মেঝেতে। তারপর আরও দুটো বই বের করে আনল আগের জায়গা থেকে এবং বই দুটো ফেলে দিল মেঝেয়। তারপর একের পর এক বই ফেলতে লাগল সে। ছোট, বড়, হলুদ, লাল, সবুজ নানান মলাট ও আকৃতির বই। কাজ শেষ করে নিচের দিকে তাকাল মন্টাগ। তার স্ত্রীর পায়ের কাছে স্তূপ হয়ে আছে গোটা বিশেক বই। মন্টাগ নেমে এল চেয়ার থেকে।

মিলড্রেড সভয়ে পিছু হটল যেন কতগুলো ইঁদুর হঠাৎ লাফ মেরে মেঝে থেকে বেরিয়ে এসেছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল তার, শুকিয়ে গেছে মুখ, চক্ষুজোড়া বিস্ফারিত। মন্টাগের নামটি উচ্চারণ করল সে একবার, দুইবার, তিনবার। তারপর গুঙিয়ে উঠে ছুট দিল সামনে, হাতে একটা বই, দৌড়াল সে কিচেন অভিমুখে।

মন্টাগ তার স্ত্রীকে ধরে ফেলল। মিলড্রেড ছাড়া পাবার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করল, খামচি দিল স্বামীকে।

'না, মিলি, না। দাঁড়াও। থামো। তুমি জানো না... থামো বলছি!' ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল মন্টাগ স্ত্রীর গালে। মিলড্রেডকে ধরে জোরে নাড়া দিল।

মিলড্রেড ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করল।

'মিলি!' বলল মন্টাগ। 'শোনো। আমাকে একটা সেকেন্ড সময় দাও। আমরা এ বইগুলো পোড়াতে পারব না। আমি বইগুলো দেখতে চাই, অন্তত: একবারের জন্য হলেও এতে চোখ বুলাতে চাই। তারপর ক্যাপ্টেন যা বলল তা যদি সত্যি হয়, আমরা একসঙ্গে বইগুলো পুড়িয়ে ফেলব, আমার কথা বিশ্বাস

করো. আমরা একযোগে বইগুলো পোড়াব।' স্ত্রীর থুতনি ধরল মন্টাগ. তাকে শক্ত করে ধরে থাকল। 'আমরা এটা পছন্দ করি বা না করি. আমরা এখন এটার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। আমি গত কয়েক বছরে তোমার কাছে কিছুই চাইনি, কিন্তু এখন চাইছি. তোমাকে অনুনয় করছি। এখানেই কোথাও থেকে আমাদের শুরু করতে হবে, জানতে হবে কেন এরকম একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে রয়েছি আমরা। তুমি যে অসুস্থ হয়ে পড়লে, তারপর আমার কাজের ধরণটা। আমরা সরাসরি পাহাড়ের চূড়োর দিকে চলেছি, মিলি। গড, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো ওভার। ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। সামনে এগোবার জন্য আমাদের কাছে তেমন কিছুই নেই তবে আমরা একে অপরকে সাহায্য করে এগিয়ে যেতে পারি। তোমাকে আমার এ মুহূর্তে ভীষণ দরকার। কতটা দরকার বলে বোঝাতে পারব না। তুমি যদি আমাকে সামান্যতমও ভালোবাস তাহলে তুমি বিনা প্রতিবাদে আমার কর্মকাণ্ড মেনে নেবে। চব্বিশ ঘণ্টা, বড়জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা লাগবে কাজ শেষ হতে। তারপর আর তোমাকে আমি পেরেশানি দেব না। কসম।'

মিলড্রেড আর ধস্তাধস্তি করছে না। তাই ওর হাত ছেড়ে দিল মন্টাগ। মিলড্রেড দেয়ালের ধার ঘেঁষে মেঝেতে বসল। বইগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। তার পায়ে একটা বই ঠেকে গিয়েছিল। ঝট করে পা-টা সরিয়ে নিল সে।

'সেই রাতের ওই বৃদ্ধা মহিলা, মিলি, তুমি তো আর ওখানে ছিলে না। তুমি তার মুখখানা দেখ নি। আর ক্ল্যারিস। তুমি কখনও তার সঙ্গে কথা বলোনি। আমি বলেছি। বিটির মতো মানুষজন তাকে ভয় পায়। কেন ভয় পায় জানি না আমি। ওর মতো একটা মেয়েকে ওরা ভয় পাবে কেন? গতরাতে ফায়ার হাউজে কাজ করার সময় আমার হঠাৎ উপলব্ধিতে আসে আমি আসলে এ ফায়ারম্যানদেরকে পছন্দ করি না। আমি নিজেকেও আর পছন্দ করি না। আমার মনে হতে থাকে ফায়ারম্যানরা নিজেরাই যদি পুড়ে মরত বেশ হতো।'

'গাই!'

ফ্রন্ট ডোরের কণ্ঠটি মৃদু গলায় বলতে লাগল: 'মিসেস মন্টাগ, মিসেস মন্টাগ, একজন এসেছেন, মিসেস মন্টাগ একজন এসেছেন।'

দরজায় সভয়ে তাকাল ওরা। বইগুলো মেঝেয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

'বিটি।'বলল মিলড্রেড।

'না, ও কেন হবে?'

'সে ফিরে এসেছে।' ফিসফিস করল মিলড্রেড।

ফ্রন্ট ডোর ভয়েস আবার মধুর স্বরে বলতে লাগল।

'একজন এসেছেন...

'আমরা সাড়া দেব না।' দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়ল মন্টাগ. তারপর হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে বইগুলো টেনে নিয়ে আসতে লাগল। গা কাঁপছে তার, চাইছে বইগুলো আবার ভেন্টিলেটররে দিয়ে ভেতরে রেখে দিতে। কারণ সে জানে আবার বিটির মুখোমুখি হতে পারবে না। ওদিকে ফ্রন্ট ডোর আবারও অতিথির আগমনের ঘোষণা দিয়ে চলেছে। মন্টাগ মেঝে থেকে একটি বই তুলে নিল। 'আমরা কোত্থেকে শুরু করব?' বইটির মাঝামাঝি জায়গা খুলল সে। 'প্রথম থেকে শুরু করাই ভালো।'

'ও ভেতরে চলে আসবে,' বলল মিলড্রেড। এবং বইসুদ্ধ আমাদেরকে পুড়িয়ে মারবে।'

ফ্রন্ট ডোরের কণ্ঠটি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। তারপর নেমে এলো নীরবতা। মন্টাগ টের পেল দরজার ওপাশে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে, কান পেতে রেখেছে। তারপর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল বাগানের দিকে।

'দেখি তো এ বইটি কিসের,' বলল মন্টাগ।'

সে বইটির পাতা উল্টে ওখান থেকে একটু ওখান থেকে খানিকটা এমনি করে ডজনখানেক পৃষ্ঠা পড়ে ফেলল। শেষ পড়ল

'হিসেব করে জানা যায় যে এগারো হাজার মানুষ তাদের ডিম ভাঙার চেয়ে যন্ত্রণাকাতর মৃত্যুকে বেছে নিয়েছিল।'

মিলড্রেড মন্তব্য করল, 'এর মানে কী, মানে তো কিছুই বুঝলাম না। ক্যাপ্টেনই ঠিক বলেছিল!'

'এসো,' বলল মন্টাগ। 'আবার শুরু করি আমরা। একদম প্রথম থেকে।'

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্য সিভ অ্যান্ড দ্য স্যাণ্ড

নয়.

শীতল নভেম্বরে বৃষ্টি ঝরছে চুপচাপ বাড়িগুলোর ছাদে। ওরা দু'জন সারাটা বিকেল বই পড়ে কাটিয়ে দিল। হলঘরে বসেছে তারা কারণ পার্লারটি খুব খালি খালি লাগছিল। কারণ পার্লারের দেয়াল আলোকিত ছিল না কমলা-হলুদ রঙের কনফেত্তি, স্কাইরকেট আর ঝলমলে পোশাক পরা নারী পুরুষ দ্বারা। পার্লার একদমই শূন্য। মিলড্রেড মাঝে মাঝে ফাঁকা চোখে ওদিকে তাকাচ্ছিল আর মন্টাগ মেঝেয় পায়চারি করছিল। মাঝে মাঝে এসে উবু হয়ে বসে একেকটি পৃষ্ঠা পড়ে শোনাচ্ছিল। কোনো কোনো পৃষ্ঠা সে দশবারও পড়ে শুনিয়েছে।

'কখন বন্ধুত্ব গড়ে উঠল সেই সুনির্দিষ্ট মুহূর্তটির কথা আমরা জানি না। কলসী যেমন ফোঁটায় ফোঁটায় ভরে ওঠে এবং শেষ ফোঁটাটি উপচে পড়ে; ঠিক সেভাবে দয়া দিয়ে পূর্ণ হয়ে ওঠে হৃদয়।'

মন্টাগ বৃষ্টির শব্দ শুনল কান পেতে।

'পাশের বাড়ির মেয়েটির মাঝে কি এই দয়ার ব্যাপারটিই ছিল? আমি ব্যাপারটি আবিষ্কার করার অনেক চেষ্টা করেছি।'

'সে তো মারা গেছে। এখন দয়া করে জীবিত কাউকে নিয়ে কথা বলো, ফর গডস শেক!'

মন্টাগ স্ত্রীর দিকে তাকাল না। হলঘর ধরে এগোল কিচেনের দিকে। সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল জানালার কাচে আঘাত হানছে বৃষ্টির ফোঁটা। তারপর সে ফিরে এল হলঘরে।

আরেকটি বই খুলে ধরল মন্টাগ।

'দ্যাট ফেবারিট সাবজেক্ট, মাই শেলফ,' বইয়ের নাম।

দেয়ালের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল মন্টাগ।

'ওটা আমার প্রিয় বিষয়, নিজেকে নিয়ে।'

'হুঁ, বুঝতে পারছি,' মন্তব্য করল মিলড্রেড।

'কিন্তু ক্ল্যারিসের প্রিয় বিষয় তার নিজেকে নিয়ে ছিল না। তার প্রিয় বিষয় ছিল অন্য সবাই এবং আমি। বহুদিন পরে তার মতো একটি মেয়েকে আমি দেখেছিলাম যাকে আমার ভালো লেগেছিল। আমার চোখে চোখ রেখে সে কথা বলত।' মন্টাগ দুটি বই হাতে নিল। 'এ মানুষগুলো হয়তো অনেক আগেই মারা গেছে কিন্তু আমি তাদের কথা বুঝতে পারি।'

বাইরে, বৃষ্টির মধ্যে, ফ্রন্ট ডোরে কে যেন নখ দিয়ে আঁচড় কাটল।

জায়গায় জমে গেল মন্টাগ। মিলড্রেড ঝট করে দেয়ালের গায়ে সেঁধিয়ে গেল হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ করে।

'কেউ- দরজায়– ডোর ভয়েস আমাদেরকে কেন জানান দিল না–'

'আমি ডোর ভয়েসের সুইচ অফ করে দিয়েছি।'

দরজার নিচ দিয়ে বৈদ্যুতিক একটি বাস্প প্রবেশ করল।

হেসে উঠল মিলড্রেড। 'ও ওটা একটা কুকুর মাত্র। তাড়িয়ে দিই?'

'যেখানে আছ সেখানেই থাক?'

নীরবতা। শীতল বৃষ্টি ঝরে চলল। বন্ধ দরজার নিচে নীল বিদ্যুত বাস্পের গন্ধ।

'এসো, কাজে ফিরে যাই,' মৃদু গলায় বলল মন্টাগ।

একটা বইতে লাথি কষাল মিলড্রেড। 'বই মানুষ নয়। তুমি পড়ো এবং আমি চারদিকে তাকাতে থাকি, কিন্তু কাউকে দেখতে পাই না।'

মন্টাগ পার্লারে তাকাল। ওটা সাগরের ধূসর জলের মতো মৃত, তবে ইলেকট্রনিক সূর্যের পরশ পেতে হয়তো ফিরে পাবে জীবন।

'আর,' বলল মিলড্রেড, 'আমার 'পরিবার' হলো মানুষজন। তারা আমাকে নানা কথা বলে, আমি হাসলে তারাও হাসে।'

'হুঁ, জানি আমি।'

'তাছাড়া, যদি ক্যাপ্টেন বিটি ওই বইগুলোর কথা জানতে পারত–' মিলড্রেড শিউরে উঠল। 'সে এসে হয়তো আমাদের বাড়িটি পুড়িয়ে দিত, সেইসঙ্গে আমার পরিবারও পুড়ে ছাই হতো। কী ভয়ংকর ব্যাপার। অথচ এই বাড়ির পেছনে আমাদের কত টাকা খরচ হয়েছে! আমি বই পড়তে যাব কেন? কীসের জন্য?

'কীসের জন্য? কেন!' বলল মন্টাগ। 'সেদিন রাতে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বিশ্রী সাপটা দেখেছি। ওটা তহয়তো ছিল জীবন্ত। ওটা দেখত পেত কিন্তু দেখতে পেত না। তুমি ওই সাপটাকে দেখতে চাও? ওটা ইমার্জেন্সি হাসপাতালে আছে। গত রাতে যে বাড়িটি ড়িয়ে দেয়া হয়েছে সেটা মি দেখতে যেতে

চাও? দেখবে সেই মহিলাকে যে নিজের বাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়ে মরেছে? আর ক্ল্যারিস ম্যাককেলান? ওকে আমরা কোথায় খুঁজব? ম´ ছ্বা আর কোথায়?’

জেট বোম্বারগুলো সগর্জনে বাড়ির ছাদের ওপর থেকে উড়ে গেল।

‘যীশাস গড,’ বলল মন্টাগ। ‘প্রতিটি ঘণ্টায় যন্ত্রণা। ওই বোম্বারগুলো আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলেছে। এ বিষয়টি নিয়ে কেন কেউ কোনো কথা বলছে না। ১৯৯০ সালের পর থেকে শুরু করা দুটি পারমাণবিক যুদ্ধে আমরা জিতেছি! আমরা কি বাড়িতে এমনই মৌজ মস্তিতে আছি যে বাইরের দুনিয়ার কথা ভুলে গেছি? এর কারণ কি এই যে আমরা খুব ধনী হয়ে গেছি এবং পৃথিবীর বাকি মানুষগুলো খুব দরিদ্র বলে তাদেরকে একটুও গ্রাহ্য করছি না? গুজব শুনছি পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ চলছে, কিন্তু আমরা পেট ভরে খাচ্ছি। এ কথা কি সত্য যে পৃথিবী কঠোর পরিশ্রম করছে আর আমরা হেসেখেলে দিন কাটাচ্ছি? এ কারণেই কি সবাই আমাদেরকে এত ঘৃণা করে? ঘৃণা সম্পর্কেও অনেক গুজব আমার কানে এসেছে। বই হয়তো আমাদেরকে গুহা থেকে বের করতে পারবে। বই হয়তো আমাদেরকে ভুল করা থেকে বিরত রাখতে পারবে। তোমার পার্লারের ওই নির্বোধ হারামজাদাগুলো তো এসব নিয়ে কোনোদিন একটি কথাও বলে না। গড, মিলি, তুমি কি বুঝতে পারছ না? দিনে এক বা দুই ঘণ্টা যদি এই বইগুলো নিয়ে পড়াশোনা করি তাহলে হয়তো...

ফোন বেজে উঠল। মিলড্রেড খপ করে ফোন তুলে নিল।

‘অ্যান!’ হেসে উঠল সে। ‘হ্যাঁ, আজ রাতে হোয়াইট ক্লাউন খেলবে!’

মিলড্রেড হেঁটে গেল কিচেনে। ছুড়ে মারল এক বই। ‘মন্টাগ,’ বলল সে। ‘তুমি সত্যি একটি নির্বোধ। তুমি এখান থেকে কোথায় যাবে? আমরা কি বইগুলো কর্তৃপক্ষকে ফেরত দেব, ভুলে যাব এগুলোর কথা?’ সে বইটি মেঝে থেকে তুলে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগল।

বেচারী মিলি, ভাবছে সে। বেচারী মন্টাগ, তুমি হয়তো বৃথা চেষ্টাই করছ। তুমি কোথায় সাহায্য পাবে, এখন শেখার জন্য কোথায় মিলবে শিক্ষক?

এক মিনিট। সে চোখ বুজল। হ্যাঁ, নিশ্চয়। আবার সে এক বছর আগের সেই সবুজ পার্ক নিয়ে ভাবছে।

সম্প্রতি এ বিষয়টি প্রায়ই ওর ভাবনার জগতে উঁকিঝুঁকি মারছিল তবে এখন পরিষ্কার মনে পড়ছে সিটি পার্কে সে দিনটি কেমন ছিল। মনে পড়ছে কালো সুট পরা এক বুড়ো ওকে দেখামাত্র দ্রুত কী যেন লুকিয়ে ফেলেছিলেন তার কোটের ভেতরে।

...তারপর বুড়ো লোকটি লাফ মেরে খাড়া হয় যেন এখুনি দৌড় দেবেন। মন্টাগ চিৎকার করে বলেছিল, 'দাঁড়ান!'

'আমি কিছু করিনি!' কাঁপতে কাঁপতে বলছিলেন বুড়ো।

'কেউ বলছে না যে আপনি কিছু করেছেন।'

ওরা সবুজ নরম আলোয় পার্কে চুপচাপ বসেছিল। তারপর মন্টাগ আবহাওয়া নিয়ে কথা বলে, বুড়ো আবছা গলায় সাড়া দেয়। একটা অদ্ভুত সাক্ষাত ছিল ওটা। বুড়ো জানান তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজি শিক্ষক। তাকে চল্লিশ বছর আগে চাকরিচ্যুত করা হয়। ওই সময় ছাত্র আর পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে শেষ লিবারেল আর্ট কলেজটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বুড়ো মানুষটির নাম ছিল ফেবার, মন্টাগকে নিয়ে ভয় কেটে গেলে তিনি গলার স্বর কখনও নামিয়ে, কখনও উঁচিয়ে কথা বলছিলেন। কথা বলার সময় তাকাচ্ছিলেন আকাশের দিকে, তাঁর দৃষ্টি ঘুরে যাচ্ছিল গাছপালা এবং পার্কে, ঘণ্টাখানেক পরে তিনি মন্টাগকে কী যেন আবৃত্তি করে শোনান। মন্টাগের মনে হয়েছিল ওটা ছন্দহীন কোনো কবিতা। তারপর বুড়োটি অধিকতর সাহসী হয়ে ওঠেন এবং আরেকটি কবিতা আবৃত্তি করেন। ফেবার তার বাঁ কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মৃদুস্বরে আবৃত্তি করছিলেন। মন্টাগ জানত তিনি যদি হাতটি বের করেন তাঁর হাতে কবিতার বই দেখতে পাবে সে। কিন্তু তিনি পকেট থেকে হাত বের করেননি। তিনি হাঁটুতে হাত রেখে বলছিলেন, 'আমি নির্বস্তুক কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলি না, স্যার। আমি নির্বস্তুক বিষয়ের অর্থ নিয়ে কথা বলি। আমি আসলে বসে আছি এবং আমি জানি আমি বেঁচে আছি।'

ব্যস, লোকটির সঙ্গে ওটুকুই কথা হয়েছিল মন্টাগের। ফেবার জানতেনও না যে মন্টাগ একজন ফায়ারম্যান। তিনি কম্পিত হস্তে এক টুকরো কাগজে তাঁর বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন ওকে।

হলঘরে বসে হঠাৎ তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল মিলড্রেড।

মন্টাগ বেডরুমের ক্লজিট খুলে ফাইল-ওয়ালেট বের করল। ওখানে লেখা FUTURE INVESTIGATIONS (?) ফেবারের নাম-ঠিকানা লেখা আছে ওখানে। সে ওগুলো মুছে ফেলেনি।

সেকেন্ডারি ফোনে একটি নাম্বার ডায়াল করল মন্টাগ। ফোনের লাইনের শেষ মাথায় ফেবারের নাম ডজন খানেকবার উচ্চারিত হওয়ার পরে প্রফেসর অস্পষ্ট গলায় সাড়া দিলেন। মন্টাগ নিজের পরিচয় দেয়ার পরে ও প্রান্তে খানিকক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল। তারপর প্রফেসর বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন, মি. মন্টাগ?'

'প্রফেসর ফেবার, আপনাকে আমি একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করার জন্য ফোন করেছি। এ দেশে বাইবেলের কতগুলো কপি আছে?'

'আপনি কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

'আমি জানতে চাইছি বাইবেলের কোনো কপি আদৌ আছে কিনা।'

'এটা কোনো ফাঁদও হতে পারে! আমি এভাবে ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারি না।'

'শেক্সপীয়ার আর প্লেটোর বইয়ের কতগুলো কপি আছে?'

'একটি কপিও নেই। আপনি যেমন জানেন আমিও তেমনি জানি। একটি কপিও নেই।'

ফেবার ফোন রেখে দিলেন।

মন্টাগও নামিয়ে রাখল ফোন। এক কপিও নেই। ফায়ার হাউজের তালিকা অনুযায়ী তা-ই জানে সে। তবু ফেবারের মুখ থেকে কথাটা শুনতে চেয়েছিল ও।

হলঘরে মহা উত্তেজিত দেখাচ্ছিল মিলড্রেডকে। 'মহিলারা আবার আসতে শুরু করেছে।'

মন্টাগ তাকে একখানা বই দেখাল। 'এটা হলো ওল্ড অ্যান্ড নিউ টেস্টামেন্ট এবং...'

'আবার শুরু করো না!'

'এটিই হয়তো পৃথিবীর শেষ কপি।'

'আজ রাতেই বইটি তোমাকে ফেরত দিয়ে আসতে হবে, তাই না? ক্যাপ্টেন বিটি জানে তোমার কাছে বই আছে, ঠিক না?'

'আমি কোন বইটি চুরি করেছি তা ও জানে বলে মনে হয় না। কিন্তু বিকল্প হিসেবে আমি কোন বইটি পছন্দ করব? মি. জেফারসনের লেখা বই ফিরিয়ে দেব? নাকি মি. থরো? কোন বইটি বেশি মূল্যবান? আমি যদি বিকল্প কোনো বই নির্বাচন করি এবং বিটি জানতে পারে কোন বইটি আমি চুরি করেছি, তাহলে ভাববে আমার এখানে গোটা একটা লাইব্রেরি আছে!'

মিলড্রেডের মুখ কুঁচকে গেল। 'তুমি বুঝতে পারছ তুমি কী করছ? তুমি আমাদের জীবন ধ্বংসের পাঁয়তারা করছ। তোমার কাছে কে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি না বাইবেল?' আবার চিৎকার শুরু করে দিয়েছে মিলড্রেড। তাকে মনে হচ্ছে একটা মোমের পুতুল যে নিজের উত্তাপে নিজেই গলে যাবে।

তবে মিলড্রেড যত দ্রুত চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছিল তেমনি থেমেও গেল কারণ মন্টাগ তার চেঁচামেচি শুনছিল না।

'একটাই করণীয় আছে আমাদের,' বলল মন্টাগ। 'আজ রাতের আগেই কোনো এক সময় বইটি বিটিকে ফেরত দিয়ে দেব। এটার একটা ডুপ্লিকেট তৈরি করতে হবে আমাকে।'

'তুমি আজরাতে আমার সঙ্গে হোয়াইট ক্লাউন দেখবে,' চিৎকার দিল মিলড্রেড।

মন্টাগ দরজায় রওনা হয়ে গিয়েছিল, কী মনে পড়তে থেমে দাঁড়াল। ঘুরল। 'মিলি?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সাড়া দিল তার স্ত্রী। কী?'

'মিলি, হোয়াইট ক্লাউন কি তোমাকে ভালোবাসে?

কোনো জবাব নেই।

'মিলি-' জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল মন্টাগ। 'তোমার পরিবার কি তোমাকে ভালোবাসে? তাদের সমস্ত অন্তর-আত্মা দিয়ে তারা কি তোমাকে ভালোবাসে, মিলি?'

'এরকম হাস্যকর প্রশ্ন করার মানে কী?' জিজ্ঞেস করল মিলড্রেড।

মন্টাগের কাঁদতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু চোখে অশ্রু এল না।

'বাইরে কুকুরটাকে দেখতে পেলে,' বলল মিলড্রেড। 'আমার হয়ে একটা লাথি কষিয়ে দিও।'

একটু ইতস্তত করে দরজায় কান পাতল মন্টাগ। তারপর দরজা খুলে বেরুল।

থেমে গেছে বর্ষণ, পরিষ্কার আকাশে উদয় হয়েছে সূর্য। রাস্তা, লন এবং বারান্দা জনমানবশূন্য। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মন্টাগ।

তারপর ঠাস করে বন্ধ করে দিল দরজা।

দশ.

সাবওয়েতে এসেছে মন্টাগ।

আমার শরীরটা কেমন অসাড় হয়ে আছে, মনে মনে বলল সে। আমার মুখে এ অসাড় ভাবটার শুরু কবে থেকে? আমার শরীরে? যে রাতে আমি অন্ধকারে বড়ির বোতলটা লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। যেন কবরে শোয়ানো নিজেকেই নিজে লাথি মেরেছিলাম।

ভোঁতা, অসাড় ভাবটা চলে যাবে, ভাবছে মন্টাগ। সময় লাগবে তবে এর একটা বিহিত আমি করব অথবা ফেবার করবেন। কোথাও কেউ একজন আমাকে ফিরিয়ে দেবে আমার পুরানো মুখ আর পুরানো হাত। এমনকী আমার সেই পুরানো হাসিটিও, যে হাসি চলে গেছে। ওই হাসি ছাড়া আমার অস্তিত্ব কী?

সাবওয়ে সাঁ সাঁ করে ওর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, ক্রিম টাইল, কুচকুচে কালো, ক্রিম টাইল, কুচকুচে কালো, সংখ্যা এবং অন্ধকার, আরও অন্ধকার।

শিশুকালে, এক গরমের দিনে, সাগরের ধারে হলদে একটা বালিয়াড়ির পাশে বসে একটা চালনিতে বালু ভরার চেষ্টা করছিল মন্টাগ। কারণ তার এক দুষ্টবুদ্ধি কাজিন তাকে বলেছিল, 'চালনি বালু দিয়ে ভর্তি করতে পারলেই তুমি একটি টাকা পাবে।' সে চালনিতে যত দ্রুত বালু রাখছিল ততই দ্রুত ফুটো গলে সমস্ত বালু পড়ে যাচ্ছিল। সে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, বালু ছিল প্রচণ্ড গরম, আর চালুনিতে কিছুতেই বালু রাখা যাচ্ছিল না। জুলাই মাসের মাঝামাঝি একটি দিন ছিল ওটা। সে চালুনিতে বালু ভরতে না পেরে বসে বসে কাঁদছিল।

আর এখন ভ্যাকুয়াম-আন্ডার গ্রাউন্ড ট্রেন তাকে যখন নিয়ে যাচ্ছে শহর অভিমুখে, সেই চালুনির ঘটনাটি খুব করে মনে পড়ছিল মন্টাগের। সে নিচে চোখ নামিয়ে দেখল হাতে ধরে আছে বাইবেল। সাকশন ট্রেনভর্তি মানুষ অথচ সে হাতে ধরে রেখেছে বইটি এবং তার মনে বোকার মতো উদয় হচ্ছে একটি

চিন্তা– তুমি যদি বইটি দ্রুত পড়তে পার এবং পুরোটা পড়ে শেষ করতে পার তাহলে চালুনিতে হয়তো কিছু বালু থেকেও যেতে পারে। কিন্তু সে ভাবছিল কয়েক ঘণ্টা পরে বিটির সঙ্গে তার দেখা হবে। তখন তার হাতে আমি বইটি দিয়ে দেব।

'কে?'

'মন্টাগ।'

'কী চাই?'

'আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিন।'

'আমি তো কিছু করিনি।'

'আরে ভাই, আমি একা এসেছি।'

'কসম?'

'কসম।'

ধীরে ধীরে খুলে গেল সামনের দরজা। গলা বাড়ালেন ফেবার, আলোতে খুবই বুড়ো এবং ক্ষয়াটে লাগছে। খুবই ভীত চেহারা, বুড়ো মানুষটাকে এমন দেখাচ্ছে যেন বহুদিন ঘরের বার হননি। মুখ এবং গাল সাদা, চুলগুলো সাদা, চোখ ঢুকে গেছে কোটরে। মন্টাগের বগলে চেপে রাখা বইটির দিকে চোখ চলে গেল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা থেকে বুড়োটে ভাব অনেকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তাঁর ভয়টাও চলে গেল।

'আমি দুঃখিত। কিন্তু একটু সতর্ক তো থাকতেই হয়।'

মন্টাগের বগলের তলার বইতে নজর বুলিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন, 'তাহলে কথা সত্য।'

মন্টাগ ভেতরে ঢুকল। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'বসুন।' পিছিয়ে গেলেন ফেবার বইয়ের ওপর চোখ রেখে যেন অন্যদিকে তাকালেই বইটি ভ্যানিশ হয়ে যাবে। তার পেছনে, বেডরুমের একটি দরজা খুলে গেল। ওই ঘরে দেখা গেল একটি ডেস্কটপ টেবিলের ওপর আবর্জনা ফেলার একটি ড্রাম এবং ইস্পাতের কিছু যন্ত্রপাতি। ওদিকে মাত্র এক ঝলক তাকিয়েছে মন্টাগ, ফেবার ঝট করে শয়নকক্ষের দরজাটি বন্ধ করে দিলেন, কম্পিত হস্তে নব ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। মন্টাগের দিকে তাঁর ভয়চকিত দৃষ্টি

ফিরে গেল। মন্টাগ কোলের ওপর বইটি রেখে একটি চেয়ারে বসেছে। 'ওই বইটা– ওটা আপনি কোথায়–?'

'আমি এটা চুরি করেছি।'

ফেবার এই প্রথম সরাসরি মন্টাগের দিকে তাকালেন।

'আপনার অনেক সাহস।'

'না।' বলল মন্টাগ। 'আমার স্ত্রী মরতে বসেছে। আমার এক বন্ধু ইতিমধ্যে মারা গেছে। আরেকজন, যে আমার বন্ধু হতে পারত চব্বিশ ঘণ্টা আগে আগুনে পুড়ে মারা গেছে। আমার মনে হলো একমাত্র আপনিই আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।'

ফেবার হাত দিয়ে তাঁর হাঁটু চুলকালেন। 'আমি কি বইটি একবার দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়,' মন্টাগ তাঁকে বইটি দিল।

'অনেক দিন আগের কথা। আমি কোনো ধার্মিক মানুষ নই। তবে এটা অনেক দিন আগের কথা।' ফেবার বইটির পৃষ্ঠা উল্টে চলেছেন। এখান-ওখান থেকে পাঠ করছেন। 'আমার যদ্দুর মনে পড়ে। লর্ড! ওরা কতকিছু পার্লারের নামে বদলে ফেলেছে। ক্রাইস্ট এখন 'ফ্যামিলি' বা পরিবারের অংশ। মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি আমরা যেভাবে ঈশ্বর পুত্রের প্রতিমূর্তি তৈরি করেছি তাতে ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর সন্তানকে চিনতে পারেন কিনা সন্দেহ। নাকি আমরা তাঁকে অবমাননা করছি?'

ফেবার বইটির গন্ধ শুঁকলেন। 'আপনি কি জানেন বই থেকে জায়ফলের গন্ধ আসে কিংবা বিদেশি কোনো মসলার গন্ধ? ছোটকালে বইয়ের গন্ধ শুঁকতে খুব ভালো লাগত। ঈশ্বর, এক সময় কত কত বই ছিল আমাদের কাছে!' ফেবার বইয়ের পাতা উল্টে চললেন। 'মি. মন্টাগ, আপনি একজন কাপুরুষের দিকে তাকিয়ে আছেন। অনেক অনেক আগে অনেক কিছু ঘটতে দেখেছি আমি। আমি কিছুই বলিনি। যখন কেউ অপরাধীদের কথা শুনত না তখন নিরীহ মানুষদের একজন হিসেবে আমি অনেক কিছুই বলতে পারতাম। আর যখন ওরা ফায়ারম্যানদের ব্যবহার করে বইতে আগুন দিতে শুরু করল আমি তখন মৃদু প্রতিবাদ করেছিলাম মাত্র। কিন্তু ততক্ষণে তো দেরি হয়ে গেছে অনেক।' ফেবার বাইবেল বন্ধ করলেন। 'এখন বলুন– আপনি কেন এখানে এসেছেন?'

'কেউ এখন কারও কথা শুনতে চায় না। আমি দেয়ালের সঙ্গে কথা বলতে পারি না কারণ ওরা আমাকে দেখলে চিল্লাচিল্লি করে। আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারি না, সে দেয়ালের কথা শোনে। আমি এমন একজনকে চাই যে আমার কথাগুলো শুনবে। আমি চাই আমি যা পড়েছি তা যেন বুঝতে পারি সেজন্য আপনি আমাকে শেখাবেন।'

ফেবার মন্টাগের সরু, নীলচে চোয়ালের মুখখানার দিকে তাকালেন। 'আপনার মনে এ বোধের উদয় হলো কীভাবে? মশালটা হাত থেকে ছিটকে গেল কী করে?'

'তা আমি জানি না। সুখী হতে যা যা দরকার সবই আমাদের আছে। কিন্তু আমার সুখ নেই। কিছু একটার অভাব আমাদের রয়েছে। আমি চারপাশে চোখ বুলিয়েছি। আমি যে একটি বিষয় জানতাম তা ছিল বই এবং যা আমি দশ/বারো বছর আগে পুড়িয়ে ফেলেছি। তাই ভাবলাম বই আমাকে সাহায্য করতে পারবে।'

'আপনি একটি হোপলেস রোমান্টিক,' বললেন ফেবার। 'আপনার আসলে বইয়ের দরকার নেই, দরকার সেসব জিনিস যা একদা বইয়ের মধ্যে ছিল। সেই একই জিনিস আজকাল 'পার্লার ফ্যামিলি' তে পাওয়া যায়। সেই একই অসীম সবিস্তার বর্ণনা এবং সচেতনতার কথা রেডিও এবং টেলিভিশিনের মাধ্যমে প্রজেক্ট করা যায়। না, না, বইয়ের আপনার একদমই প্রয়োজন নেই। এটা যেখানে পাবেন সেখান থেকে সংগ্রহ করে নিন, পুরানো ফনোগ্রাফ রেকর্ড, পুরানো সিনেমা এবং পুরানো বন্ধুদের কাছে এটা পাবে; এটা খুঁজুন প্রকৃতির মাঝে, সন্ধান করুন নিজের ভেতর।

বই ছিল এক ধরনের আধার বা পাত্র যেখানে আমরা অনেক কিছু সংরক্ষণ করেছিলাম ভুলে যাওয়ার ভয়ে। বইয়ের মধ্যে জাদুকরী কোনো বিষয়ই নেই। জাদু হলো একমাত্র বইটি কী বলছে তার মধ্যে, কীভাবে তারা ব্রহ্মাণ্ডের খণ্ডাংশগুলো একত্রিত করে আমাদের জন্য একটি পোশাক বুনে দিয়েছিল তার মধ্যে। আপনার নিশ্চয় জানার কথা নয়, আমি কী বলছি তা-ও আপনার বোঝার কথা নয়। আপনি একদিক থেকে ঠিকই বলেছেন। তিনটি জিনিসের অভাব রয়েছে।

নাম্বার ওয়ান   আপনি কি জানেন বই এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? কারণ ওদের গুণগত মান রয়েছে। আর গুণগত মান কী জিনিস আমার কাছে এর অর্থ হলো

বয়ন বিন্যাস। এ বইটির অনেক লোমকূপ রয়েছে। এর প্রত্যঙ্গ আছে। এ বইটিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে নেয়া যেতে পারে। কাচের নিচে আপনি দেখতে পাবেন জীবন, অসংখ্য প্রতিশ্রুতি ভরা অতীত। যত বেশি লোমকূপ তত বেশি সবিস্তার জীবনের সন্ধান পাবেন এক টুকরো কাগজের প্রতি বর্গইঞ্চিতে। এ হলো আমার ব্যক্তিগত সংজ্ঞা। ভালো লেখকরা প্রায়ই স্পর্শ করেন জীবন। মিডিওকাররা মাত্র একবার তার ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে যায়। আর মন্দরা তাকে ধর্ষণ করে এবং তাকে মাছদের ভোগের জন্য ফেলে রাখে।

'কাজেই বুঝতে পারলেন তো কেন লোকে বইকে ঘৃণা করে এবং ভয় পায়? তারা জীবনের মুখচ্ছবির লোমকূপ মোমের চকচকে মুখ চায় যাতে কোনো লোমকূপ বা রন্ধ্রি থাকবে না, থাকবে না কোনো ভাবাবেগ। আমরা এমন একটা সময়ে বাস করছি যখন দো আঁশলা মাটি আর বৃষ্টিতে জন্মানোর বদলে ফুল বেঁচে থাকতে চায় ফুলের ওপর নির্ভর করে। এমনকী আতশবাজিগুলোও আসে পৃথিবীর রসায়ন থেকে। তবু আমরা মনে করি আমরা বেড়ে উঠতে পারব, ফুল খেয়ে আর আতশবাজি নিয়ে, বাস্তবতার বৃত্ত পূর্ণ না করেই। আপনি কি হারকিউলিস আর বিখ্যাত কুস্তিগীর অ্যান্টিয়াসের কথা জানেন যে যতক্ষণ পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত ততই তার শক্তি বৃদ্ধি হতো? কিন্তু হারকিউলিস যখন তাকে শূন্যে তুলে নেন, সে শক্তি হারিয়ে মারা পড়ে। ওই কিংবদন্তীর মধ্যে যদি আমরা এখন কিছু খুঁজে না পাই, এ শহরে, আমাদের এ সময়ে, তাহলে বলব আমি পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছি। যাকগে, আমাদের প্রথম যে জিনিসটি দরকার তার কথা তো বলেই দিলাম। আমাদের দরকার কোয়ালিটি, তথ্যের বয়ন।'

'আর দ্বিতীয়টি?'

'বিশ্রাম বা অবসর।'

'কিন্তু আমাদের তো অবসর সময়ের কোনো অভাব নেই। প্রচুর অফ-আওয়ার রয়েছে আমাদের।'

'অফ-আওয়ার, হ্যাঁ, তা আছে বৈকি। কিন্তু চিন্তা করার সময় কি আছে? আপনি যখন ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে গাড়ি চালান তখন সময়ের বিপদ ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তা আপনার ভেতরে কাজ করে না। তারপর আপনি যখন কিছু খেলছেন কিংবা কোনো ঘরে বসে আছেন যেখানে চার দেয়ালের টেলিভিশনের

সঙ্গে তর্ক করা যাচ্ছে না। কেন? টেলিভিজর হলো 'রিয়েল' বা 'বাস্তব'। এটা তাৎক্ষণিক, এর রয়েছে ডায়মেনশন বা মাত্রা। এটি আপনাকে বলে দেয় আপনি কী চিন্তা করবেন এবং এর ভেতরে আপনি আপনার চিন্তা ঢালবেন। এ যা বলবে তা-ই ঠিক। এ এত দ্রুত আপনার মনের মধ্যে তার উপসংহারগুলো ঢুকিয়ে দেয় যে আপনার মন আপত্তি বা প্রতিহত করারও সময় পায় না। বলতে পারে না যে 'কী বিশ্রী!'

'শুধু 'ফ্যামিলি হলো 'জনগণ।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'আমার স্ত্রী বলে বইপত্র 'বাস্তব' নয়।'

'থ্যাংক গড ফর দ্যাট। আপনি বই বন্ধ করতে পারেন। বলতে পারেন, 'এক মিনিট' কিন্তু টিভি পার্লারের থাবা থেকে কে কবে মুক্তি পেয়েছে? ওটা যে কোনো আকার ধারণ করতে পারে। এটি পৃথিবীর মতোই বাস্তব একটা পরিবেশ। বই কোনো যুক্তি দেখিয়ে ফেলে দেয়া যায়। কিন্তু আমি কোনোদিন একশো পিসের সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার ফুল কালার কিংবা ত্রি মাত্রার সঙ্গে তর্ক করতে সমর্থ হইনি। ওই অবিশ্বাস্য পার্লারগুলোর অংশও হতে পারিনি কোনোদিন। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমার পার্লার হলো চারটে প্লাস্টারের দেয়াল। আর এগুলো,' তিনি দুটো রবার প্লাগ দেখালেন। 'যখন সাবওয়ে জেটে চড়ি তখন এগুলো কানে লাগিয়ে শুনি।'

চোখ বুজে মন্টাগ বলল, 'আমরা এখান থেকে কোথায় যাব? বই কি আমাদের সাহায্য করবে?'

'যদি তৃতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসটি আমাদেরকে দেয়া হয়। এক নাম্বার, আমি যা বলেছি তথ্যের গুণগত মান, দুই হলো এ তথ্য হজমের জন্য অবসর। আর তৃতীয় হলো প্রথম দুটির ইন্টারঅ্যাকশন থেকে আমরা যা শিখলাম তার ওপর নির্ভর করে অ্যাকশনে যাওয়া। আর একজন খুবই বৃদ্ধ মানুষ এবং একজন ফায়ারম্যান এত দেরিতে এ খেলায় কিছু করতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে আমার যথেষ্টই সন্দেহ রয়েছে...'

'আমি বই জোগাড় করতে পারব।

'আপনি কিন্তু খুবই ঝুঁকি নিচ্ছেন।'

'মৃত্যুর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর অংশ; আপনার যখন হারাবার কিছু থাকে না তখন যেকোনো ঝুঁকি আপনি নিতে পারেন।'

'এটা আপনি ভারি মজার একটা কথা বললেন,' হেসে উঠলেন ফেবার, 'বই না পড়েই।'

'এসব কথাও বইয়ে লেখা থাকে নাকি? কিন্তু কথাটা আমার মাথায় হঠাৎ এল আর বলে ফেললাম।'

'ঠিক আছে। আপনি কোনো অলীক কল্পনার কথা বলেননি।'

মন্টাগ ঝুঁকে এল সামনে। 'আজ বিকেলেই চিন্তাটা মাথায় এসেছে আমার। বই যেহেতু এত মূল্যবান সেক্ষেত্রে আমরা একটা প্রেস দিয়ে কিছু কপি বই ছাপিয়ে ফেলতে পারি–'

'আমরা?'

'আপনি এবং আমি।'

'ওহ, না।' ফেবার উঠে বসলেন।

'আমার প্ল্যানটা একটু শুনুনই না–'

'প্ল্যান শোনানোর জন্য জোরাজুরি করলে আপনাকে আমি চলে যেতে বলতে বাধ্য হবো।'

'তাহলে আপনি আগ্রহী নন?'

'সে ধরনের কথা শুনলে আগ্রহী নই যা শুনলে আমাকে আগুনে পুড়ে মরতে হতে পারে। ফায়ারম্যান স্ট্রাকচারের নিজেরই যদি পুড়ে মরার সম্ভাবনা থাকে তাহলে হয়তো আমি কথা শুনতেও পারি। এখন আপনি যদি পরামর্শ দেন যে কিছু অতিরিক্ত বই আমরা ছাপব এবং সেগুলো দেশজুড়ে ফায়ারম্যানদের বাড়িতে লুকিয়ে রাখব, তাহলে এই অগ্নিসংযোগকারীদের ভেতরে যে সন্দেহের বীজ পুঁতে দেয়া হবে সে আমি হলফ করেই বলতে পারি।'

'বইগুলো লুকাও, অ্যালার্ম বাজিয়ে দাও এবং ফায়ারম্যানদের বাড়িতে আগুন জ্বলে উঠবে, আপনি কি এটাই বলতে চেয়েছেন?

ফেবার ভুরু তুলে এমন দৃষ্টিতে মন্টাগের দিকে তাকিয়ে থাকলেন যেন নতুন মানুষ দেখছেন। 'আমি ঠাট্টা করছিলাম।'

‘আপনি যদি মনে করেন এ পরিকল্পনায় কাজ হবে, তাহলে আমি সাহায্য করতে রাজি আছি।’

‘এভাবে গ্যারান্টি আপনি দিতে পারেন না। আমাদের যা যা বই দরকার সব পাবার পরেও লাফ মেরে পড়ার জন্য সবচেয়ে উঁচু চূড়াটি আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের দরকার হবে ব্রিদার। আমাদের প্রয়োজন হবে জ্ঞান। তারপর হয়তো হাজার বছর পরে আমরা ছোটখাট চূড়া পাব লাফিয়ে পড়ার জন্য। বইগুলো আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় আমরা কী পরিমাণ নির্বোধ। এরা হলো সিজারের প্রিটোরিয়ান রক্ষী, রাস্তা ধরে যখন শোভাযাত্রা গর্জন করতে করতে যায় তখন ফিসফিস করে বলে, ‘মনে রেখো, সিজার তুমিও মরণশীল।’ আমাদের বেশিরভাগই ছোটাছুটি করতে অক্ষম, পারি না সবার সঙ্গে কথা বলতে, পৃথিবীর সকল নগরী আমরা চিনি না। আমাদের সময় নাই, নাই টাকা-পয়সা কিংবা প্রচুর বন্ধুবান্ধব। যেসব জিনিস আপনি খুঁজছেন মন্টাগ, তা পৃথিবীতে আছে, তবে সাধারণ মানুষ তার নিরানব্বই ভাগই বইতে খুঁজে পাবেন না। গ্যারান্টি চাইবেন না। আর কোনো জিনিস ব্যক্তি, যন্ত্র কিংবা লাইব্রেরিতে সেভ হতে চাইবেন না। নিজেকে নিজেই সেভ করুন। আর যদি ডুবে মারা যান তো অন্ততঃ এটুকু জেনে মরবেন আপনি তীরের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।’

ফেবার উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন।

‘তো?’ জিজ্ঞেস করল মন্টাগ।

‘আপনি কি সাংঘাতিক সিরিয়াস?’

‘সাংঘাতিক।’

‘এটি একটি কুচক্রী পরিকল্পনা, অন্ততঃ আমার চোখে তাই।’

বেডরুমের দরজার দিকে নার্ভাস ভঙ্গিতে তাকালেন ফেবার।

‘দেশের সবজায়গায় ফায়ার হাউসগুলো জ্বলছে যা দেশদ্রোহীতার লালনভূমি হিসেবে পরিচিত তা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে– এ তো কল্পনাই করা যায় না।’

‘আমার কাছে ফায়ারম্যানদের সবার বাড়ির ঠিকানা আছে। আন্ডারগ্রাউন্ডে–’

'মুশকিল হচ্ছে মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না। আমি এবং আপনি ছাড়া আর কে আগুন জ্বালাতে আসবে?'

'আপনার মতো আর প্রফেসর নেই যারা সাবেক ইতিহাসবিদ কিংবা ভাষাবিদ?...'

'এদের অনেকেই মারা গেছেন কিংবা ভীষণ বুড়ো হয়ে গেছেন।'

'যত বয়স বেশি হবে ততই ভালো। তাহলে কেউ ওদেরকে খেয়াল করবে না। আপনি নিশ্চয় অনেককে চেনেন।'

'অনেক অভিনেতা আছেন যারা পিয়ানডেল্লো, শ কিংবা শেক্সপীয়রের নাটকে বহুদিন ধরে অভিনয় করছেন না কারণ তাদের নাটক পৃথিবীকে খুব বেশি সচেতন করে দেয়ার ভয় রয়েছে। আর আমরা এই ইতিহাসবিদদের সৎ ক্রোধ কাজে লাগাতে পারব যারা গত চল্লিশ বছর ধরে একটি লাইনও লেখার সুযোগ পাননি। সত্য বটে আমরা চিন্তা করা এবং পড়ার ক্লাস গঠন করতে পারব।'

'হ্যাঁ।'

'তবে এ স্রেফ ছোট্ট একটি ঠোকর মারা। গোটা সংস্কৃতিকেই ধরে একটা ঝাঁকি দিতে হবে। কংকালটিকে গলিয়ে ফেলে নতুন কাঠামো দিতে হবে। গুড গড, এটা অর্ধ শতাব্দী ধরে পড়ে থাকা কোনো বই হাতে তুলে নেয়ার মতো সহজ কাজ নয়। মনে রাখবেন, ফায়ারম্যানরা খুব কমই কাজে আসে। জনতা নিজে থেকেই বই পড়া বাদ দিয়েছে। আপনারা, ফায়ারম্যানরা মাঝে মধ্যে একটা সার্কাস বানান, দালানকোঠায় আগুন দেন এবং অগ্নিকাণ্ডের শোভা দেখতে ভিড় করে মানুষজন। তবে এটা ছোট একটা সাইড শো ছাড়া কিছু নয়, মূল কাজে এর ভূমিকা খুবই কম। কাজেই খুব কম মানুষই বিদ্রোহী হতে চাইবে। আর এই কম মানুষদের মধ্যেও বেশিরভাগ, যারা আমার মতো, সহজেই ভয় পাবে। আপনি কি হোয়াইট ক্লাউনের চেয়ে দ্রুত নৃত্য করতে পারবেন কিংবা 'মি. গিমিক' এর চেয়ে জোরে চিৎকার দিতে পারবেন বা পার্লার-এর 'ফ্যামিলি'র মতো? যদি পারেন তাহলে আপনি জিতে যাবেন, মন্টাগ। নইলে সবাই আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।'

ওরা যতক্ষণ ধরে কথা বলছে সারাক্ষণই একটি বোম্বার ফ্লাইট পুব দিকে উড়ে চলছিল। ওরা কথা বন্ধ করে কান পেতে বোম্বারটির বিকট আওয়াজ শুনল। ওদের ভেতরটা কেঁপে উঠল বারবার।

'ধৈর্য, মন্টাগ। যুদ্ধটা যেন 'পরিবারগুলোকে' বন্ধ করে দিতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের সভ্যতা টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়। সেন্ট্রিফিউজ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে।'

'যখন এটা বিস্ফোরিত হবে তখন কাউকে না কাউকে প্রস্তুত থাকতেই হবে।'

'আরে মানুষ তো একত্রিত হবে শুধু একে অন্যের দিকে পাথর ছুড়ে মারার জন্য। মন্টাগ, বাড়ি যান। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন। কেন খামোকা এসব নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করছেন?'

'তাহলে আপনি এসব গ্রাহ্য করছেন না?'

'আমি এত বেশি গ্রাহ্য করেছি যে অসুস্থ হয়ে পড়েছি।'

'এবং আপনি আমাকে সাহায্যও করবেন না?'

'গুড নাইট, গুড নাইট।'

মন্টাগের হাতজোড়া তুলে নিল বাইবেলটি। 'আপনি এটা নিতে চান?'

ফেবার বললেন, 'এ জন্য আমি আমার ডান হাতখানাও দিয়ে দিতে রাজি।'

মন্টাগ পরবর্তী ঘটনা ঘটার জন্য দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতে লাগল। তার হাতজোড়া নিজে থেকেই, যেন একসঙ্গে কাজ করছে দু'জন লোক, বইটির পৃষ্ঠা ছিড়তে শুরু করল। হাতজোড়া ছিলে ফেলল বইয়ের ফ্লাই-লিফ, তারপর ছিড়ল প্রথম পৃষ্ঠাটি, তারপর দ্বিতীয়টি।

'গর্দভ, আপনি করছেন কী!' লাফিয়ে উঠলেন ফেবার, যেন তাকে আঘাত করা হয়েছে। মন্টাগের গায়ের ওপর পড়লেন তিনি, মন্টাগ তাঁকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। এবং তার হাত যে কাজ করছিল তা-ই করে যেতে লাগল।

আরও কিছু কাগজ খসে পড়ল মেঝেয়। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন ফেবার।

'না, করবেন না, প্লিজ, না।' গুঙিয়ে উঠলেন বৃদ্ধা।

'আমাকে কে বাধা দেবে? আমি একজন ফায়ারম্যান। আমি আপনাকে পুড়িয়ে দিতে পারি।'

বৃদ্ধা মন্টাগের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি তা করবেন না।

'করতে পারি!'

'বইটা। দয়া করে আর ছিড়বেন না।' ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন ফেবার, মুখখানা ছাইয়ের মতো সাদা। কাঁপছে।

'আপনি কী চান?'

'আমি চাই আপনি আমাকে শেখাবেন।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।'

বইটি নামিয়ে রাখল মন্টাগ। কাগজগুলো সে মুঠো পাকিয়ে কুকড়ে ফেলেছিল। ওগুলো হাত দিয়ে সমান করতে লাগল। বৃদ্ধ ক্লান্ত চোখে তা-ই তাকিয়ে দেখলেন।

ফেবার মাথায় ঝাঁকি দিলেন যেন এইমাত্র উঠেছেন ঘুম থেকে।

'মন্টাগ, আপনার কাছে টাকা আছে?'

'আছে কিছু। চারশো ডলারের মতো। কেন?'

'টাকাটা নিয়ে আসুন। আমি এক লোককে চিনি যে অর্ধশতক আগে আমাদের কলেজে পেপারটি প্রকাশ করেছিল। ওই বছর নতুন সেমিস্টারের শুরুতে আমি ক্লাসে আসি এবং মাত্র একজন ছাত্রকে দেখি যে 'ড্রামা ফ্রম ঈকিলাস টু ওনিল' বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য আবেদন করেছিল। দেখলেন তো? খুব সুন্দর একটি বরফের মূর্তি সূর্যতাপে গলে গেলে আপনার কেমন লাগবে?'

আমার মনে আছে খবরের কাগজগুলো প্রকাণ্ড মথের মতো মারা যাচ্ছিল। কেউ ওদেরকে ফিরিয়ে আনতে চায়নি। কেউ ওদের অভাব অনুভব করেনি। তারপর সরকার দেখতে থাকে মানুষকে শুধু যৌন আর পেট বিষয়ক লেখা পড়ানো সুবিধাজনক। যাক, যে বেকার মুদ্রাকরের কথা বলছিলাম আপনাকে। আমরা অল্প কিছু বই ছাপতে পারি, তারপর অপেক্ষা করতে পারি প্যাটার্ন ভাঙার সুযোগটি কবে শুরু হবে এবং আমরা সামনে এগোবার ধাক্কাটা পাব। অল্প কিছু বোমা হামলা এবং সকল বাড়ির দেয়ালের 'পরিবার'গুলো হারলেকুইনের ইঁদুরের মতো নিস্তব্ধ হয়ে যাবে।'

'দু'জনকেই মনে করার চেষ্টা করছিলাম,' বলল মন্টাগ। 'কিন্তু কিছুই মনে পড়ছিল না। ঈশ্বর, ওই ক্যাপ্টেনকে দুটো কথা শুনিয়ে দিতে চাই আমি। সে

প্রচুর পড়ালেখা করেছে তাই সকল প্রশ্নের জবাব তার জানা কিংবা মনে হয় জানে। তার কণ্ঠস্বর মাখনের মতো কোমল। আমি ভীত এ কথা ভেবে যে সে আমার সঙ্গে কথা বলে আবার আমাকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। মাত্র এক সপ্তাহ আগেও আমি হোস পাইপে কেরোসিন ঢোকাতে ঢোকাতে ভাবছিলাম 'বাহ, কী মজা!'

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'যারা তৈরি করে না তাদেরকে পুড়িয়ে মারো। এ হলো প্রাচীন একটি প্রবাদ।'

মন্টাগ দরজায় পা বাড়াল। 'ফায়ার ক্যাপ্টেনের ব্যাপারে আজ রাতে আপনি আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারবেন? বৃষ্টি থেকে রেহাই পেতে আমার একটি ছাতা লাগবে। ও আবার আমাকে পেয়ে বসে কিনা সে ভয়েই আমি ভীত।'

বৃদ্ধ জবাবে কিছু বললেন না তবে নার্ভাস ভঙ্গিতে আরেকবার তার বেডরুমে আড়চোখে তাকালেন। মন্টাগ দেখে ফেলল দৃশ্যটা। বলল, 'তো?'

বৃদ্ধ বুক ভরে দম নিলেন, ফুসফুসে কিছুক্ষণ ধরে রেখে তারপর ফোঁস করে নাক দিয়ে বের করে দিলেন বাতাসটা। আবার নিঃশ্বাস নিলেন তিনি, মুখখানা শক্ত, সবশেষে ত্যাগ করলেন নিঃশ্বাস।

'মন্টাগ...'

বৃদ্ধ অবশেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

ফেবার বেডরুমের দরজা খুলে ছোট একটি চেম্বারে প্রবেশ করতে দিলেন মন্টাগকে। ওখানে একটি টেবিলের ওপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তারকাটা হাতুড়ি ছোট ছোট সুতলির গুটি, নাটাই ক্রিস্টাল ইত্যাদির সঙ্গে কিছু ধাতব যন্ত্রপাতি পরে রয়েছে।

'কী এটা?' জানতে চাইল মন্টাগ।

'আমার চরম কাপুরুষতার প্রমাণ। বহুদিন ধরে একাকী বাস করে আসছি আমি, কল্পনা দিয়ে দেয়ালে ছবি আঁকছি। ইলেকট্রনিক্স, রেডিও ট্রান্সমিশন নিয়ে ঘাঁটাঘাটি ছিল আমার শখ। আমি এ জিনিসটির ডিজাইন করেছি।'

তিনি ছোট সবুজ একটি ধাতব বস্তু তুলে নিলেন, আকারে .২২ ক্যালিবারের বুলেটের চেয়ে বেশি হবে না।

'আমি দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম কারও সঙ্গে এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য। এটি আমি তৈরি করেছি এবং অপেক্ষা করেছি। আমি কাপুরুষ বলে কারও সঙ্গে কথা বলার সাহসও পাইনি। যেদিন আমরা পার্কে পাশাপাশি বসেছিলাম, আমি জানতাম একদিন আপনি আসবেন আমার কাছে হয় আগুন নিয়ে নতুনবা বন্ধুত্বের আহ্বান নিয়ে। এই ক্ষুদ্র জিনিসটি তৈরি করতে আমার বহু সময় লেগেছে। কিন্তু আপনাকে এর কথা বলতে আমার খুব ভয় লাগছিল। আমি এমনই ভীতু!'

'এটাকে দেখতে সীশেল রেডিওর মতো লাগছে!'

'এটা তারচেয়েও বেশি। এটা শুনতে পায়। আপনি এটা কানে লাগালে, মন্টাগ, আমি নিজের বাড়িতে আরামে বসে, আমার ভয়ার্ত হাড্ডিগুলো আগুনের আঁচে গরম করতে করতে, ফায়ারম্যানদের পৃথিবীর কথা আমি শুনতে পাব, তাদেরকে বিশ্লেষণ করতে পারব, তাদের দুর্বলতা খুঁজে বের করতে পারব, কোনো রকম বিপদ এবং ঝুঁকি ছাড়াই। আমি হব রানি মৌমাছি, মৌচাকে নিরাপদে থাকব। আপনি হবেন পুং মৌমাছি, সঞ্চারণশীল কান। সবশেষে, আমি শহরের সর্বত্র কান পেতে রাখার ব্যবস্থা করতে পারব নানান লোকজন সহকারে, তারা শুনবে এবং বিশ্লেষণ করবে। পুং মৌমাছি মৃত্যুবরণ করলেও আমি আমার আস্তানায় নিরাপদে থাকব, ভয়টাকে দূর করব এবং আমার কোনো ঝুঁকি থাকবে না বললেই চলে। দেখলেন তো কত নিরাপদে আমি এটা ব্যবহার করতে পারছি এবং আমি কতটা ঘৃণ্য?'

মন্টাগ সবুজ বুলেটটি তার কানে ঢোকাল। বৃদ্ধ একই রকম দেখতে আরেকটি জিনিস তার নিজের কানে ঢোকাল। তার ঠোঁট নড়ে উঠল।

'মন্টাগ!'

মন্টাগ কণ্ঠটি তার মস্তিষ্কে শুনতে পেল।

'আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি।'

হেসে উঠলেন বৃদ্ধ। তিনি ফিসফিস করে কথা বলতে লাগলেন। তবে তাঁর সব কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল মন্টাগ।

'সময় হলেই ফায়ারহাউজে চলে যাবেন। আমি আপনার সঙ্গে থাকব। ক্যাপ্টেন বিটি কী বলে দু'জনে মিলে শুনব। সে আমাদের একজন হতে পারে।

হতে চাইবে কিনা জানি না। তাকে আমরা বোঝাব। আমার এই ইলেকট্রিক কাপুরুষতার জন্য আপনি কি আমাকে ঘৃণা করছেন? আমি আপনাকে রাতের অন্ধকারে বাইরে ঠেলে দিচ্ছি অথচ নিজে তখন ঘরে বসে আছি শোনার জন্য যে আপনার মাথাটা কাটা পড়ল কিনা।'

'আমাদের যা করণীয় তা আমরা করব,' বলল মন্টাগ। সে বাইবেলটি তুলে দিল বুড়ো লোকটির হাতে। বুড়ো বললেন, 'আমি বেকার মুদ্রাকরটির সঙ্গে দেখা করব। হ্যাঁ, এটুকু আমি অন্তত: করতে পারব।'

'গুড নাইট, প্রফেসর।'

'নট গুড নাইট। আমি বাকি রাতটা আপনার সঙ্গে আছি। আমাকে আপনার যখনই দরকার হবে, একটি রগচটা ডাঁশ মশা আপনার কানের মধ্যে বিনবিন করতে থাকবে। যাহোক, শুভরাত্রি এবং গুডলাক।

দরজাটি খুলল এবং বন্ধ হয়ে গেল। আবার আঁধার রাস্তায় নেমে এসেছে মন্টাগ, তাকাচ্ছে পৃথিবীর দিকে।

এগারো.

সে রাতে আকাশের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যুদ্ধ বুঝি সত্যি একটা বাধতে চলেছে। যেভাবে মেঘগুলো এদিক থেকে ওদিকে দৌড়াদৌড়ি করছিল, নক্ষত্রের যেরকম চেহারা দেখা যাচ্ছিল, মেঘের মধ্যে কোটি কোটি তারা সাঁতার কাটছিল শত্রুপক্ষের চাকতির মতো, মনে হচ্ছিল আকাশটা বুঝি এক্ষুনি ভেঙে পড়বে শহরের ওপর এবং ওটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলো বানিয়ে দেবে, লাল আগুনের মতো জ্বলবে চাঁদ। মন্টাগের এরকমটাই মনে হচ্ছিল সে রাতে।

পকেটে টাকা নিয়ে সাবওয়েতে হাঁটছিল মন্টাগ। সে ব্যাংকে গিয়েছিল, সারা রাত খোলা থাকে ব্যাংক। রোবট টেলাররা কাজ করছে। হাঁটতে হাঁটতে এক কানে সে সীশেল রেডিও শুনছিল...' আমরা লক্ষ কোটি জনতা সমবেত করেছি। যুদ্ধ যদি বাঁধে দ্রুত বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।...তারপর কণ্ঠটি ছাপিয়ে বেজে উঠল দ্রুত মিউজিক এবং কণ্ঠটি আর শোনা গেল না।

'এক কোটি লোককে একত্রিত করা হয়েছে,' মন্টাগের অপরকানে ভেসে এল ফেবারের কণ্ঠ।

'ফেবার?'

'বলুন?'

'আমি কিছু চিন্তা করছি না। আমাকে সব সময় যেভাবে কাজ করতে বলা হয় সেভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আপনি টাকা জোগাড় করতে বলেছেন, আমি জোগাড় করে এনেছি। আমি সত্যি নিজে থেকে টাকা জোগাড়ের কথা ভাবিনি। আমি নিজে নিজে ভেবে কবে কাজ শুরু করতে পারব?'

'আপনি কাজ শুরু করেও দিয়েছেন। শুধু আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে।'

'আমি অন্যদের ওপরেও বিশ্বাস রেখেছিলাম।'

'হ্যাঁ, এবং লক্ষ করুন কোথায় আমরা পৌঁছেছিলাম।

'মাঝে মাঝে আপনাকে অন্ধের মতো ভ্রমণ করতে হবে।'

'আমি পথ পরিবর্তন করতে চাই না এবং কী করা উচিত তাও শুনতে চাই না। আমি ওটা করলেও বদলানোর কোনো কারণ থাকবে না।'

'আপনি বেশ জ্ঞানীর মতো কথা বলছেন!'

মন্টাগ টের পেল তার পা তাকে ফুটপাত ধরে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। 'কথা বলতে থাকুন।'

'আমি কি আপনাকে কিছু পড়ে শোনাব? আমি পাঠ করলে আপনি মনে রাখতে পারবেন। আমি রাতে মাত্র পাঁচ ঘণ্টার জন্য বিছানায় যাই। তারপর করার তেমন কিছু থাকে না। যদি চান তো আমি আপনাকে বই পড়ে শুনিয়ে ঘুম পড়াতে পারি। ওরা বলে ঘুমের সময় নাকি মানুষ জ্ঞান আহরণ করে যদি কেউ তখন আপনার কানের কাছে ফিসফিস করে।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে শুনুন,' রাতের শহরের অনেক দূরে কোথাও একটি বইয়ের পাতা ওল্টানোর খসখসে শব্দ হলো। 'দ্য বুক অব জব।'

আকাশে চাঁদ উঠেছে। মন্টাগ রাস্তায় হাঁটছে। তার ঠোঁট নড়ছে মৃদু।

রাত ন'টায় হালকা খাবার দিয়ে সাপার করছিল মন্টাগ। হঠাৎ হলঘরের ফ্রন্ট ডোরটা চিৎকার দিয়ে উঠল আর ভিসুভিয়াসে অগ্নুৎপাতের ভয়ে ভীত লোকের মতো মিলড্রেড ছুটল পার্লারে। ফ্রন্ট ডোরে উদয় হলো পড়শী মিসেস ফেলপস এবং মিসেস বোয়েলস এবং হাতে মার্টিনির গ্লাস নিয়ে তারা অগ্নিগিরির মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল। খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল মন্টাগের। মহিলাগুলোকে প্রকাণ্ড ঝাড়বাতির মতো লাগছে দেখতে। বাড়ির দেয়ালে উদয় হলো তাদের চেশায়ার ক্যাট। মহিলারা উল্লাসে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

মুখে খাবার নিয়ে পার্লার ডোরে চলে এল মন্টাগ।

'সবাইকে দারুণ লাগছে না!'

'দারুণ!'

'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে, মিলি!'

'সুন্দর।'

'সবাইকে স্ফীত লাগছে।'

'স্ফীত।'

মন্টাগ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে ওদেরকে।

'ধৈর্য ধরুন, ফেবারের ফিসফিস কণ্ঠ ভেসে এল।

'আমার এখানে আসা উচিত হয়নি,' যেন নিজের সঙ্গে ফিসফিস করল মন্টাগ। 'টাকা নিয়ে আপনার কাছে যাওয়া উচিত ছিল।'

'কালকেও সময় পাওয়া যাবে। সাবধান!'

'এই শোটা দারুণ না?' চেঁচাল মিলড্রেড।

'দারুণ!'

পার্লারের একটি দেয়ালে একজন মহিলা হাসল। হাসতে হাসতে সে কমলার রস পান করছে। দুটো কাজ সে একই সঙ্গে কী করে করছে? ভাবছে মন্টাগ। আরেকটি দেয়ালে এক্স-রে করে দেখানো হচ্ছে কমলার রস কীভাবে মহিলার পেটে নেমে যাচ্ছে। অকস্মাৎ ঘরটি যেন রকেটে পরিণত হয়ে মেঘের মধ্যে ছুটল, ডুবে পড়ল সবুজ একটি সাগরে, যেখানে নীল মাছ লাল এবং হলুদ মাছ ধরে ধরে খাচ্ছে। এক মিনিট পরে তিন হোয়াইট কার্টুন ক্লাউন একজন আরেকজনের অঙ্গ বিচ্ছেদ করে ফেলল। তা-ই দেখে দর্শক হাসির বন্যা বইয়ে দিল। আরও দুই মিনিট পরে ঘরটি বেরিয়ে পড়ল রাস্তায় যেখানে জেট কারগুলো ঝড়ের গতিতে একটি অ্যারেনার চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছে। একটির সঙ্গে আরেকটি প্রচণ্ড বাড়ি খাচ্ছে, শরীর ছিটকে উঠে যাচ্ছে শূন্যে।

মন্টাগ পার্লার ওয়ালের ভেতরে ঢুকে মেইন সুইচ বন্ধ করে দিল। দেয়াল থেকে মুছে গেল সমস্ত ছবি। তিন মহিলা ধীরে ধীরে ঘুরে তীব্র বিতৃষ্ণা আর রেষ নিয়ে তাকাল মন্টাগের দিকে।

'আপনাদের কী মনে হয় কবে যুদ্ধ শুরু হতে পারে?' বলল সে।

'আপনাদের স্বামীরা যে আজ এখানে অনুপস্থিত?'

'ওহ্, তারা আসে এবং যায়, আসে এবং যায়।' বলল মিসেস ফেলপস। 'সেনাবাহিনী বলেছে যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শুরু হবে। গতকাল পিটের ডাক পড়েছিল সেনাবাহিনীতে। ও আগামী সপ্তায় ফিরবে। সেনাবাহিনী বলেছে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে নাকি যুদ্ধ শুরু হবে। গতকাল পিটের ডাক পড়েছিল সেনাবাহিনীতে। ওরা বলেছে ও আগামী সপ্তায় ফিরবে। যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শুরু...

তিন মহিলা অস্থির হয়ে উঠেছে, মাটির রঙের খালি দেয়ালের দিকে নার্ভাস ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে।

'আমি চিন্তিত নই,' বলল মিসেস ফেলপস। 'দুশ্চিন্তা যা করার পিট একাই করুক গে,' সে খিলখিল করে হাসল।

'বুড়ো পিট দুশ্চিন্তা করুক গে। আমি করব না। আমি চিন্তিত নই।'

'হ্যাঁ, সায় দিল মিলি, 'বুড়ো পিট দুশ্চিন্তা করুক গে।'

'লোকে বলে সব সময়ই কারও না কারও স্বামী মারা যাচ্ছে।'

'আমিও শুনেছি কথাটা। তবে যুদ্ধে আমার পরিচিত কেউ মারা যায়নি। ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মারা গেছে শুনেছি। হ্যাঁ, গ্লোরিয়ার স্বামী তো গত সপ্তাহে এভাবেই মারা গেল। কিন্তু যুদ্ধে? না।'

'যুদ্ধে আমারও কেউ মারা যায়নি.' বলল মিসেস ফেলপস।

'সে যাকগে, আমি আর পিট সবসময় বলি চোখে কখনও অশ্রু আনা যাবে না। আমাদের দু'জনেরই এটি তৃতীয় বিয়ে এবং আমরা আত্মনির্ভরশীল. স্বাধীন, আত্মনির্ভরশীল হও, আমরা তো সবসময়ই এ কথা বলি। পিট বলে আমি যদি মারা যাই তুমি একটুও কান্নাকাটি করবে না, বিয়ে করবে এবং আমার কথা একটুও ভাববে না।'

'তোমার কথা শুনে আমার ক্লারা ডাভের রোমাঞ্চের কথা মনে পড়ে গেল.' বলল মিলড্রেড। 'কাল রাতে দেখিয়েছিল শোটা। এই মহিলাটি–'

মন্টাগ কিছু বলছে না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে এই তিন মহিলাকে দেখছে। একবার গির্জায় দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলেছিল। সন্ন্যাসীদের আপেলের মতো চকচকে মুখ তার ভেতরে কোনো আবেদন সৃষ্টি করেনি। যদিও সে ওদের সঙ্গে কথা বলেছিল এবং অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল গির্জা। সে ধর্ম কী তা বোঝার চেষ্টা করেছিল, ধূপের ধোঁয়ার গন্ধ টেনে নিচ্ছিল বুক ভরে। তবে কিছুই তাকে আলোড়িত করতে পারেনি। তার সামনে চেয়ারে বসা এই তিন মহিলা সিগারেট ফুঁকছে, ধোঁয়া ওড়াচ্ছে, নিজেদের আগুনরঙা চুল স্পর্শ করছে হাত দিয়ে, লাল টকটকে নেইল পলিশ করা আঙুল পরীক্ষা করছে মন্টাগের চাউনির কারণে ওতে আগুন ধরে গেছে কিনা। তাদের মুখগুলো নীরবতার মাঝে কেমন ভৌতিক লাগছে।

মন্টাগ বলল,: 'কথা বলতে থাকুন।

তিন মহিলা একটা ঝাঁকি খেয়ে সোজা হয়ে বসল।

'আপনার বাচ্চারা কেমন আছে, মিসেস ফেলপস?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আপনি ভালো করেই জানেন আমার কোনো বাচ্চাকাচ্চা নেই। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ বাচ্চা নেবে না!' জবাব দিল মিসেস ফেলপস। নিজেই জানে না কেন এ মানুষটির প্রতি তার এত রাগ উঠছে।

'আমি এমন কিছু বলব না,' বলল মিসেস বোয়েলস।

'সিজারিয়ান সেকশনের সাহায্যে আমি দুটি সন্তানের মা হয়েছিলাম। একটি বাচ্চার জন্য অত যন্ত্রণার মাঝ দিয়ে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না। পৃথিবীকে রিপ্রোডিউস করতেই হবে, আপনারা তো জানেনই, দৌড়টা চালিয়ে যেতেই হবে। তাছাড়া, মাঝেমধ্যে ওরা দেখতে অবিকল আপনাদের মতো হয়, এ ব্যাপারটিও বেশ চমৎকার। আমার ডাক্তার বলেছিল সিজারিয়ানের দরকার নেই। কিন্তু আমি জিদ ধরেছিলাম।

'সিজারিয়ান হোক বা অন্য কিছু বাচ্চাকাচ্চা মানেই ঝামেলা, তোমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে,' মন্তব্য করল মিসেস ফেলপস।

'আমি দশদিনের মধ্যে নয়দিনই বাচ্চাদেরকে স্কুলে রেখে দিই। ওরা মাসে তিনদিনের জন্য বাড়িতে এলে তা সহ্য করি। ওদেরকে স্রেফ পার্লারে পাঠিয়ে দিয়ে সুইচটা অন করে দেবে। এ যেন কাপড় ধোয়ার মতো ব্যাপার, কাপড়গুলো যন্ত্রের মধ্যে রেখে ঢাকনিটা টেনে দিন,' মিসেস বোয়েলস বোকার মতো হাসল। 'ওরা আমাকে যেমন মিস করে তেমনি কিকও করে। থ্যাংক গড, আমিও কিক করতে জানি!'

মহিলা তাদের জিভ দেখাল, হাসছে।

'মন্টাগ এখনও দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে হাতে চাপড় দিল মিলড্রেড। 'এসো রাজনীতি নিয়ে কথা বলি, গাইকে খুশি করার জন্য।'

'বেশ তো বলা যায়,' বলল মিসেস বোয়েলস। 'গত ইলেকশনে অন্য সবার মতো আমিও ভোট দিয়েছিলাম। প্রেসিডেন্ট নোবেলাকে ভোট দিয়েছিলাম। আমার ধারণা প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য তার মতো ভালো মানুষ আর হয় না!'

'কিন্তু তার বিরুদ্ধে ওরা যাকে দাঁড়া করিয়েছিল!'

'খুব বিশ্রী লোক তাই না? ঘরকুনো, দাড়ি কামাত না, ঠিকমতো মাথার চুল পর্যন্ত আঁচড়াত না।'

'তাছাড়া সে বিড়বিড় করে কথা বলত বেশিরভাগ সময় তার কথা আমি শুনতে পেতাম না। আর যা শুনতে পেতাম তা আবার বুঝতে পারতাম না।

'লোকটা মোটাও ছিল, আর তা সে লুকোবার চেষ্টাও করত না। এ কারণেই উইলস্টন নোবেল বিপুল ভোটে জয়ী হন। তাছাড়া নাম দিয়েও যদি তুলনা করেন তো দেখবেন নোবেল তার নামের জন্যও অনেক ভোট পেয়েছিলেন। আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর নামের কী ছিরি! হুবার্ট হোয়ান। নাম শুনলেই বোঝা যায় কে কেমন।'

'ড্যাম ইট!' চেঁচিয়ে উঠল মন্টাল। 'আপনারা হোয়ান আর নোবেল সম্পর্কে কী জানেন?'

'কেন, ছয়মাস আগেও তো দু'জনকেই পার্লারে দেখেছি। একজন সারাক্ষণ নাক টানছিল। দেখে যা মেজাজ খারাপ হয়েছে।'

'তো, মি. মন্টাগ,' বলল মিসেস ফেলপস, 'আপনি কি চান আমরা ওইরকম একজন মানুষকে ভোট দিই?'

মন্টাগ চলে গিয়েছিল, ফিরে এল হাতে একটি বই নিয়ে।

'গাই!' বিস্ময় প্রকাশ করল মিলড্রেড।

'ড্যাম ইট অল, ড্যাম ইট অল, ড্যাম ইট!'

'আপনার হাতে ওটা কী? বই না? আমার ধারণা ছিল আজকাল সমস্ত স্পেশাল ট্রেনিং ফিল্ম দ্বারা দেয়া হয়,' চোখ পিটপিট করল মিসেস ফেলপস। 'আপনি ফায়ারম্যান তত্ত্ব পড়েছেন?'

'তত্ত্ব নিপাত যাক,' বলল মন্টাগ। 'এ হলো কবিতা।'

'মন্টাগ,' একটি কণ্ঠ ফিসফিস করে উঠল।

'লিভ মি অ্যালোন!' হুংকার ছাড়ল মন্টাগ।

'মন্টাগ, ওটা পড়ো না...'

'আপনি ওদের কথা শুনতে পাননি, শোনেননি এই দানবীগুলো দানবদের নিয়ে কথা বলছে? ওহ্ গড, ওরা যেভাবে লোকজন, নিজেদের সন্তান, তাদের স্বামী, যুদ্ধ এবং নিজেদের সম্পর্কে বাচালের মতো হড়বড় করছিল আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না।'

'আমি যুদ্ধ নিয়ে একটি কথাও বলিনি,' আপত্তি জানাল মিসেস ফেলপস।

'আর কবিতা আমার দু'চক্ষের বিষ,' বলল মিসেস বোয়েলস।

'কোনোদিন জীবনে কবিতা শুনেছেন?'

'মন্টাগ,' ফেবারের কণ্ঠ ভেসে এলো।' 'তুমি দেখছি সবকিছু ভণ্ডুল করে দেবে। চুপ করে থাকো, নির্বোধ!'

তিন নারী আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'বসুন!' ঘ্যাঁক করে উঠল মন্টাগ।

ওরা আবার বসল।

'আমি বাড়ি যাব,' কম্পিত স্বরে বলল মিসেস বোয়েলস।'

'মন্টাগ, মন্টাগ, প্লিজ, ঈশ্বরের দোহাই, তোমার মতলবটা কী?'

অনুনয়ের গলায় বললেন ফেবার।

'আপনার ছোট্ট বইটি থেকে একটা কবিতা আমাদের পড়ে শোনান না,' বলল মিসেস ফেলপস। 'মনে হয় কবিতা শুনতে ভালোই লাগবে।'

'না, কবিতা পড়া ঠিক হবে না,' কাউকাউ করে উঠল মিসেস বোয়েলস। 'আমরা অমন কাজ করতে পারি না।'

'আরে, মি. মন্টাগকে দেখুন না, তিনি কবিতা পড়ে শোনাতে চান। আমি জানি তিনি তা করবেন। আর আমরা তার আবৃত্তি শুনলে মি. মন্টাগ খুশি হবেন এবং তারপর হয়তো আমরা এখান থেকে ছাড়া পাব।' খালি দেয়ালগুলোর দিকে অস্বস্তি নিয়ে আড়চোখে তাকাল সে। দেয়ালগুলো যেন চারদিক থেকে ওদেরকে চেপে ধরতে আসছে।

'মন্টাগ, এসব বন্ধ করো। আমি গেলাম' মন্টাগের কানে বিটল কারের শব্দ ভেসে এলো। 'এসব দিয়ে তুমি কী প্রমাণ করতে চাইছ?'

‘ওদেরকে ভয় দেখাতে চাইছি। দিনের বেলায় ডর দেখিয়ে ওদের আত্মা শুকিয়ে ফেলব।’

মিলড্রেড বলল, ‘গাই, কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ?’

রূপালি একটি সুই ঢুকে গেল মন্টাগের মস্তিষ্কে। ‘মন্টাগ, শোনো, এ থেকে পরিত্রাণ পাবার একটাই উপায় ব্যাপারটাকে তামাশা হিসেবে উপস্থাপন করো, কভার আপ, ভান করো তুমি একদমই পাগল নও। তারপর তোমার দেয়াল চুল্লির ধারে গিয়ে বইটি ওর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দাও।’

মিলড্রেড তার পরশীদের উদ্দেশ্য তখন বলছিল, ‘লেডিস, বছরে একবার প্রতিটি ফায়ারম্যান একটি বই বাড়ি নিয়ে আসার অনুমতি পায়। পুরনো দিনের এ বইটি সে তাদের পরিবারকে দেখায় স্রেফ হাসি-তামাশা করার জন্য। গাই আপনাদেরকে সারপ্রাইজ দিতে এ বইটি নিয়ে এসেছে, দেখাতে যে আগের জীবনযাত্রা কত জটিল ছিল যাতে আমাদের কেউ ওই আবর্জনা নিয়ে কখনও মাথা না ঘামায়। কী, ঠিক বলিনি, ডার্লিং?’

মন্টাগ বইটি মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল।

‘বল, হ্যাঁ,’ নির্দেশ দিলেন ফেবার।

নির্দেশ পালন করল মন্টাগ।

‘হ্যাঁ।

মিলড্রেড হাসতে হাসতে বইটি তার স্বামীর কাছ থেকে কেড়ে নিল। ‘এই যে! এটা পড়ুন। না, এটা না। এটা ভালো না। এ বই আপনারা জোরে জোরে পড়ুন কিন্তু কিছুই অর্থ বুঝবেন না। আচ্ছা, গাই এ পৃষ্ঠাটি একবার পড়ে শোনাও।

খোলা পৃষ্ঠাটির দিকে তাকাল মন্টাগ।

মন্টাগের কানের মধ্যে একটা মাছি কিংবা মশা ফড়ফড় করে ডানা ঝাপটাতে লাগল। ‘পড়ো।’

‘তোমার নাম কী, ডিয়ার!’

‘ডোভার বিচ,’ মন্টাগের মুখটা কেমন ভোঁতা লাগছে।

‘এখন পরিষ্কার, সুন্দর কণ্ঠে কবিতাটি ধীরে ধীরে পড়ে যাও।’

বারো.

ঘরটি ভীষণ গরম। মন্টাগের সারা গায়ে যেন আগুন ধরে গেছে, তার সারা গা যেন বরফের মতো শীতল। ওরা শূন্য একটি মরুভূমির মাঝখানে বসে আছে তিনটে চেয়ারে আর মন্টাগ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডানে-বামে দুলছে। মিসেস ফেলপস তার পোশাকের কিনারা আঙুল দিয়ে চেপেচুপে ঠিক করল, মিসেস বোয়েলস হাত দিয়ে চুলগুলো সুবিন্যস্ত করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল মন্টাগ। তারপর মৃদু গলায় সে কবিতা আবৃত্তি শুরু করল। তার কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ল মরুভূমিতে, ধবল শূন্যতায় এবং তীব্র গরমের মধ্যে বসে থাকা তিন নারীর মাঝে।

"The Sea of Faith
Was once, too, at the full, and round earth's shore
Lay like the folds of a bright girdle furled.
But now I only hear
Its melancholy, long, withdrawing roar,
Retreating, to the breath
Of the night-wind, down the vast edges drear
And naked shingles of the world."

তিনটি চেয়ার ক্যাচকোচ করে উঠল তিন নারীর শরীরের নিচে।
কবিতা আবৃত্তি শেষ করল মন্টাগ
"Ah, love, let us be true
To one another! for the world, which seems
To lie before us like a land of dreams,
So various, So beautiful, so new,
Hath really neither joy, nor love, nor light,
Nor certitude, nor peace, nor help for pain;

And we are here as on a darkiling plain
Swept with confused alarms of struggle and flight,
Where ignorant armies clash by night."

মিসেস ফেলপস কাঁদছিল।

মরুভূমির মাঝখানে বসে থাকা অন্যরা দেখল মিসেস ফেলপসের কান্নার আওয়াজ ক্রমে উচ্চকিত হয়ে উঠছে এবং সে সঙ্গে তার চেহারাটা কেমন যেন কুঁচকে যাচ্ছে। তারা বসে রইল, স্পর্শ করল না মিসেস ফেলপসকে, দৃশ্যটি দেখে হতভম্ব। মিসেস ফেলপস ক্রমাগত ফুঁপিয়ে চলল।মন্টাগ নিজেও মহিলার কান্না দেখে স্তম্ভিত এবং আলোড়িত।

'শ, শ,' বলল মিলড্রেড,' উই আর অলরাইট, ক্লারা। ক্লারা, কান্না বন্ধ করো। ক্লারা, আরে হলোটা কী তোমার?'

'আ-আমি,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল মিসেস ফেলপস, 'জানি না, জানি না, সত্যি আমি জানি না, ও ও...'

মিসেস বোয়েলস ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল। জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মন্টাগের প্রতি। 'দেখলেন তো? জানতাম আমি, তাই এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম। জানতাম এমনটাই ঘটবে। আমি সবসময় বলে আসছি কবিতা এবং অশ্রুজল, কবিতা এবং আত্মহত্যা এবং কান্না এবং বেদনার্ত অনুভূতি, কবিতা এবং অসুস্থতা; সব মিলে ঘন একটা মিশ্রণ। এখন তো ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়েই গেল। আপনি খুব বাজে লোক, মি. মন্টাগ, আপনি খুব বাজে!'

ফেবার বললেন, 'এখন...'

ঘুরল মন্টাগ, এগিয়ে গেল ওয়াল স্লটের দিকে, ভেতরে খাঁজের ভেতর থেকে অপেক্ষমাণ অগ্নিশিখার দিকে ছুঁড়ে মারল হাতের বইটি।

'পচা শব্দ, পচা শব্দ, পচা পচা শব্দ যা আঘাত করে মানুষকে,' বলল মিসেস বোয়েলস। 'মানুষ কেন মানুষকে আঘাত দিতে চায়? শব্দ দিয়ে মানুষকে এভাবে আঘাত করতেই হবে?'

'ক্লারা, ক্লারা,' মিসেস বোয়েলসের হাত ধরে টানল মিলড্রেড।

'কাম অন, এখন একটু হাসো। তুমি পার্লারে গিয়ে ফ্যামিলি অন করো চলো, ওটা দেখবে। চলো স্ফূর্তি করি, মজা করি। কান্নাকাটি থামাও। আমরা একটা পার্টি দেব।'

'না,' বলল মিসেস বোয়েলস। 'আমি এখন সোজা বাড়ি যাব। তোমরা আমার বাড়ি এবং আমার 'ফ্যামিলি' দেখতে চাও। বেশ কথা। কিন্তু আমি এই উন্মাদ ফায়ারম্যানের বাড়িতে এই জীবনে আসব না।'

'বাড়ি যান,' মন্টাগ মিসেস বোয়েলসকে চোখে চোখ রাখল।

'বাড়ি যান এবং গিয়ে ভাবুন আপনার প্রথম স্বামীকে ডিভোর্স দিয়েছিলেন, আপনার দ্বিতীয় স্বামী জেট বিমানে খুন হয়েছে এবং আপনার তিন নম্বর স্বামী গুলি করে নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে দিচ্ছে। বাড়ি যান এবং চিন্তা করে দেখুন আপনি ডজন খানেকবার গর্ভপাত ঘটিয়েছেন, ভাবুন আপনার ফালতু সিজারিয়ান সেকশনের কথাও আর আপনার সন্তানদের কথা যারা আপনাকে ঘৃণা করে! বাড়ি যান এবং ভাবুন কীভাবে এসব ঘটল এবং এসব বন্ধ করতে আপনি কখনও কোনো পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কিনা। বাড়ি যান, বাড়ি যান!' চিৎকার দিল সে।' 'আপনাকে লাথি মেরে দরজা দিয়ে বের করে দেয়ার আগেই বেরিয়ে যান।'

দুড়ুম শব্দে বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শূন্য বাড়ি। মন্টাগ একলা দাঁড়িয়ে রইল শীতকালের আবহাওয়ায়, পার্লারের দেয়ালে নোংরা বরফের রঙ।

বাথরুমে পানি পড়ছে। মন্টাগ শুনতে পেল মিলড্রেড তার হাতে ঘুমের বড়িগুলো ঝাঁকাচ্ছে।

'নির্বোধ, মন্টাগ, নির্বোধ, নির্বোধ, ওহ্ গড তুমি যে কী নির্বোধ... বললেন ফেবার।

'চুপ করুন!' কান থেকে সবুজ বুলেটটি খুলে ফেলল মন্টাগ, রেখে দিল পকেটে।

কথাগুলো ক্রমে আবছা হয়ে এলো। 'নির্বোধ... নির্বোধ...'

বাড়িতে খোঁজ চালাল মন্টাগ। রেফ্রিজারেটরের পেছনে বইগুলো পেয়ে গেল। মিলড্রেড লুকিয়ে রেখেছে। কয়েকটি বই নেই। মন্টাগ জানে মিলড্রেড নিজেই ধীরে ধীরে বাড়ির সর্বত্র ডিনামাইট ছড়িয়ে দিচ্ছে। তবে সে স্ত্রীর ওপর রাগ করল না, ভীষণ বিধ্বস্ত লাগছে শরীর। সে বইগুলো নিয়ে উঠোনে চলে এলো, সরু গলির ধারের বেড়ার কাছে ক্ষেতের আড়ালে ওগুলো লুকিয়ে রাখল। শুধু আজ রাতটার জন্য, মনে মনে ভাবছে মন্টাগ, কারণ মিলড্রেড যেমন রেগে আছে বইগুলো হয়তো পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করবে।

সে বাড়ি ফিরল। 'মিলড্রেড?' অন্ধকার শয়নকক্ষের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল। কোনো সাড়া শব্দ নেই।

বাইরে, বাগান পার হয়ে কাজে যাওয়ার পথে সে ক্ল্যারিস ম্যাককেলানের বাড়িটি কেমন অন্ধকার এবং পরিত্যক্ত তা না দেখার চেষ্টা করল...

ডাউন টাউনে যাওয়ার পথে নিজের মারাত্মক ভুলটির জন্য নিজেকে ভয়ানক একাকী লাগছিল মন্টাগের। একটি পরিচিত, নম্র কণ্ঠস্বর, যা ভেসে আসছিল রাতের অন্ধকারে, এ কণ্ঠটি শুনে সে উষ্ণতার প্রয়োজন বড্ড অনুভব

করছিল। মাত্র অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার মনে হচ্ছিল ফেবারকে সে জন্ম জন্মান্তর ধরে চেনে। এখন সে জানে সে আসলে দু'জন মানুষ, এদের একজন সে নিজে মন্টাগ, যে কিনা কিছুই জানে না, সে যে একটা বোকা সে সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা নেই, শুধু একটা সন্দেহ আছে। এবং সে জানে সে সেই বুড়ো মানুষটিও যিনি ওর সঙ্গে কথা বলেন। দিনের বেলা এবং রাতের বেলা যখন আকাশে চাঁদ থাকে না কিংবা দারুণ উজ্জ্বল চাঁদ আলো ছড়ায় পৃথিবীর বুকে, বুড়ো মানুষটি তার সঙ্গে কথা বলতেই থাকে।'

সে জানে এক সময় তার মন চেতনাদীপ্ত হয়ে উঠবে এবং সে আর মন্টাগ থাকবে না, এ কথাটি বুড়ো মনুষটি তাকে বলেছেন, তাকে আশ্বস্ত করেছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সে মন্টাগ প্লাস ফেবার, আগুন প্লাস পানি এবং তারপর একদিন সবকিছুর যখন মিশ্রণ ঘটবে, উত্তেজনায় টগবগিয়ে ফুটতে থাকবে, নীরবে অব্যাহত রইবে কাজ তখন না থাকবে আগুন না পানি, থাকবে শুধু মদ। একদিন সে পেছন ফিরে বোকাদের দিকে তাকাবে এবং বুঝতে পারবে কে বোকা। এমনকী এখনই সে লম্বা সফরটি অনুভব করতে পারছে।

বুড়ো মানুষটি মন্টাগের কানে কানে ওকে ধৈর্য ধরতে বলল। তাকে নানান পরামর্শ দেন। বলেন, 'আমি জানি তুমি ভুল করবে ভেবে ভয় পাচ্ছ। ভয় পেয়ো না। ভুল থেকেও লাভ হতে পারে। এখন তুমি ফায়ার হাউজে যাও। আমরা এখন আর একা নই, আমরা এখন যমজ, আমরা নানান পার্লারে বিচ্ছিন্ন নই যেখানে কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ থাকে না। তুমি ক্যাপ্টেন বিটির কাছে যাও। ওর সঙ্গে কথা বলো। আমি তোমার কাছ থেকে তার কথা শুনতে চাই, বুঝতে চাই পরিস্থিতি। বিটি যদি তোমার পেট থেকে কথা বের করে নিতে চায়, আমি তখন তোমাকে সাহায্য করব। আমি তোমার কানের পর্দার মধ্যে বসে নোট নেব।'

মন্টাগ টের পেল প্রথমে তার ডান পা, তারপর বাম পা নড়ে উঠল।

'ওল্ড ম্যান,' বলল সে, 'আমার সঙ্গে থাকুন'

তেরো.

মেকানিকাল হাউন্ডটি নেই। ওটার ঘর খালি। ফায়ার হাউজটি নীরবতার পলেস্তরা গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাপ্টেন বিটি মন্টাগের জন্য ড্রপহোলে অপেক্ষা করছিল। তবে মন্টাগের দিকে তার পেছন ফেরা ছিল যেন সে, অপেক্ষা করছে না।

'ওয়েল,' তাস খেলায় ব্যস্ত লোকগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলল সে, 'এখানে এক ভারি অদ্ভুত জানোয়ার আছে যার প্রতিটি জিভ ঘোষণা করে সে একটা নির্বোধ।'

বিটি একটা হাত বাড়িয়ে দিল, তালু খোলা, যেন উপহার পেতে চাইছে। মন্টাগ বইটি তার হাতে দিল। বইয়ের টাইটেলের দিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত না করে ওটা আবর্জনার ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটি সিগারেট ধরাল বিটি।

'ওয়েলকাম ব্যাক, মন্টাগ,' বলল সে। 'আশা করি তুমি এখন থেকে আমাদের সঙ্গেই থাকবে। কারণ তোমার জ্বর চলে গেছে, তোমার অসুস্থতা দূর হয়েছে। একদান পোকার চলবে?'

ওরা বসল। বেটে দেয়া হলো তাস। বেটির দৃষ্টিতে সামনে নিজের হাতজোড়াকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল মন্টাগের। তার আঙুলগুলো যেন বেজি, একটা অপরাধ করেছে এবং তারপর থেকে আর বিশ্রাম নিচ্ছে না, সারাক্ষণ নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। মন্টাগের মনে হচ্ছিল বিটি যদি হাতগুলোর ওপর ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলে ওগুলো শুকিয়ে যাবে, আর ফিরে পাবে না জীবন। কোটের আস্তিনের নিচে তাদের চির কবর হবে, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে। কারণ এ হাতগুলো নিজেদের খেয়ালখুশিমতো কাজ করে, এদের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই মন্টাগের, এরা তার অংশ নয়।

খেলার মধ্যে আধঘণ্টায় দু'বার উঠতে হয়েছিল মন্টাগকে। ল্যাট্রিনে গিয়ে ধুয়ে এসেছে হাত। ফিরে এসে টেবিলের নিচে হাত লুকালো।

হেসে উঠল বিটি। 'তোমার হাতজোড়া টেবিলের তলা থেকে বের করে আনো, মন্টাগ। এজন্য নয় যে আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি না তবে-'

সবাই হো হো করে হাসল।

'ওয়েল,' বলল বিটি, সমস্যাটা কেটে গেছে এবং সবকিছু এখন ঠিক আছে, ভেড়া ফিরে গেছে তার খোয়াড়ে। আমরা সবাই ভেড়া যারা মাঝে মাঝে দলচ্যুত হয়ে পড়ি। আচ্ছা তুমি আলেকজান্ডার পোপের ওই কথাটা জানোতো- Words are like leaves and where they most abound, Much fruit of sense beneath is rarely found?'

না, জানি না,' জবাব দিল মন্টাগ।

'সাবধান,' ফিসফিস করলেন ফেবার, যেন অনেক দূরের আরেক পৃথিবীতে বাস করছেন।

'কিংবা এ প্রবাদ বাক্যটি- অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী?' তাসের দিকে তাকিয়ে হাসছে বিটি। 'তোমাকে আমি এমন কিছু জ্ঞানগর্ভ কথা বলব যা শুনে কিছুক্ষণের জন্য তুমি মাতাল হয়ে যাবে। জানো, ঘণ্টাখানেক আগে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। তোমাকে আর আমাকে নিয়ে স্বপ্ন। আমরা বই নিয়ে বিশ্রী তর্কে জড়িয়ে পড়েছি। তুমি রাগে কাঁপছিলে, আমাকে উদ্দেশ্য করে নানান উদ্বৃতি ঝেড়ে দিচ্ছিলে। আমি শান্তভাবে তোমার প্রতিটি আঘাত ফিরিয়ে দিচ্ছিলাম। আমি বললাম পাওয়ার বা শক্তি। তুমি ড. জনসনের উদ্বৃতি থেকে বললেন, 'জ্ঞান শক্তির চেয়েও বেশি সমার্থক।'

আমি তখন বললাম, 'ড. জনসন আরও অনেক কথা বলেছেন, ডিয়ার বয়। বলেছেন 'হি ইজ নো ওয়াইজ ম্যান দ্যাট উইল কুইট আ সার্টেনিটি ফর অ্যান আন সার্টিনিটি।' ফায়ারম্যানদের সঙ্গে লেগে থাকো, মন্টাগ। আর সবই ভুয়া, চরম বিশৃঙ্খল।'

'ওর কথায় কান দিও না,' ফিসফিস করলেন ফেবার।

ও তোমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। কাজেই সাবধান।

খিকখিক হাসল বিটি। 'তারপর তদ্ম উদ্ধৃতির মাধ্যমে বললে, 'সত্য আলোতে আসবে এবং হত্যা বেশিদিন লুকিয়ে রাখা যাবে না।' এরপর বিটি একের পর এক উদ্বৃতি দিয়েই যেতে লাগল। সেই উদ্বৃতির তোড়ে মাথা ঘুরতে লাগল মন্টাগের। তার ইচ্ছা করল চিৎকার করে বলে, 'থামো তুমি! তুমি সবকিছু গোলমাল করে দিচ্ছ। স্টপ ইট!'

কিন্তু বিটি থামল না। সে বকবক করেই যেতে লাগল। মন্টাগের কব্জি চেপে ধরে বলল, 'গড, তোমার নাড়ির অবস্থা দেখছি খুবই খারাপ। উত্তেজনায় ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছে। আরও কিছু কথা বলব তোমাকে? তোমার চোখেমুখে ফুটে ওঠা আতংক আমি বেশ উপভোগ করছি, মন্টাগ। তুমি দেখছি খুবই ভয় পেয়ে গেছ। কারণ তোমার বইগুলো আমি চেঁছেছুলে ফেলেছি। বই যে কেমন বিশ্বাসঘাতক হতে পারে! তোমার ধারণা বই তোমাকে পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে। ভুল। তুমি বইয়ের সর্বনাম, ক্রিয়া, বিশেষ্য ইত্যাদির মধ্যে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছ। স্বপ্নের শেষে দেখলাম আমি সালামান্ডারটি নিয়ে এসেছি এবং বলছি, 'আমার এদিকে যাবে?' তুমি গাড়িতে চড়লে এবং আমরা নীরবে গাড়ি চালিয়ে চলে এলাম ফায়ার হাউজে। বিটি মন্টাগের হাত ছেড়ে দিল। ওর হাতটা নিস্তেজ পড়ে রইল টেবিলে। 'সব ভালো যার শেষ ভালো তার।'

মন্টাগ সাদা প্রস্তর মূর্তির মতো বসে রইল। তার খুলিতে হাতুড়ির বাড়ি পড়ার মতো প্রতিধ্বনি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। একটু পরে তার কানের মধ্যে ফিসফিস করলেন ফেবার। 'ঠিক আছে, ওর যা বলবার বলে ফেলেছে। এবারে তুমি ওকে ধোঁকা দেবে। আমিও কিছুক্ষণের মধ্যে আমার বক্তব্য পেশ করব। এবারে তুমি ওগুলো বিচার করার চেষ্টা করবে। এবং সিদ্ধান্ত নেবে। তবে সিদ্ধান্তটা তুমি নিজেই নেবে। আমি কোনো সিদ্ধান্ত দিতে যাব না। মনে রেখো ক্যাপ্টেন হলো সত্য আর স্বাধীনতার অন্যতম শত্রু, অত্যাচারী সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা। আমাদের সবার কাছে বীণা আছে বাজানোর জন্য। কিন্তু তোমার কোন কান সে বাজনা শুনবে সেটা জানার দায়িত্ব এখন তোমার।'

মন্টাগ কিছু বলতে যাচ্ছিল জবাবে তবে ভুলটি থেকে রক্ষা পেল ষ্টেশন বেল বেজে ওঠার কারণে। ছাদের অ্যালার্ম ভয়েসটি সুর তুলে বেজে উঠল। টিক-টাক শব্দে অ্যালার্ম রিপোর্ট টেলিফোন বক্তৃতা টাইপ করেছে। ক্যাপ্টেন বিটি, তার গোলাপি এক হাতে পোকার কার্ড ধরে রেখেছে, মন্থর গতিতে কদম ফেলে ফোনের কাছে গেল। রিপোর্ট শেষ হবার পরে বক্তৃতার কাগজটি ফোন থেকে ছিড়ে নিল। নিয়মমাফিক একবার ওতে চোখ বুলিয়ে পকেটে রেখে দিল। ফিরে এল টেবিলে। সবাই তাকাল তার দিকে।

'এসো, খেলাটি শেষ করি,' বলল সে খুশি খুশি গলায়।

'মন্টাগ হাতের কার্ড নামিয়ে রাখল টেবিলে।'

'ক্লান্ত, মন্টাগ? তুমি কি আর খেলতে চাইছ না?'

'না।'

বিটি আবার সিধে হলো। 'মন্টাগ, তোমাকে কেমন অসুস্থ লাগছে। তুমি আবার জ্বর বাঁধিয়ে এখানে এলে...

'আমি ঠিক হয়ে যাব।'

'অবশ্যই সুস্থ হয়ে যাবে। দিস ইজ আ স্পেশাল কেস!'

'কাম অন। জাম্প ফর ইট!'

তারা সবাই শূন্যে লাফ দিল এবং পিতলের লম্বা দণ্ডটি ধরে ফেলল যেন প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস থেকে মুক্তি পাবার এটাই একমাত্র অবলম্বন। তারপর পেতলের দণ্ডটি ওদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দিল আঁধারে।

'হেই!'

বজ্রপাত আর সাইরেনের মধ্যে একটি কিনারে সেঁধুলো ওরা, সঙ্গে রাবারের টায়ারের ঘর্ষণের শব্দ আর কেরোসিনের গন্ধ। মন্টাগের আঙুলগুলো সিলভার রেইলে বাড়ি খেল, শীতল মহাশূন্যে যেন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে সে, প্রচণ্ড বাতাস তার মাথা থেকে ছিড়ে নিতে চাইছে চুল, দাঁতের ফাঁকে শিস তুলেছে বাতাস, আর এরকম সময় সেই তিন মহিলার কথা মনে পড়ে গেল ওর, পরিহাসরত তিন নারী যারা আজ রাতে ওর পার্লারে ছিল আর সে তাদেরকে বই পড়ে শোনাচ্ছিল। ওয়াটার পিস্তল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলে কেমন হয়। মন্টাগের শরীরে একের পর এক ক্রোধের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। একটি ক্রোধকে হটিয়ে দিয়ে সেখানে জায়গা করে সঙ্গে আরেক ক্রোধ।

'হিয়ার উই গো!'

মন্টাগ মুখ তুলে চাইল। বিটিকে সে কখনও গাড়ি চালাতে দেখেনি। মোড় ঘুরছে গাড়ি নিয়ে। তার কালো আলখেল্লা বাতাস পেয়ে পতপত করে উড়ছে পেছনে, তাকে দেখে মনে হচ্ছে মস্ত একটা কালো বাদুর ইঞ্জিনের ওপর উড়ছে।

'পৃথিবীকে সুখী রাখার জন্য এই যে আমরা চলেছি, মন্টাগ!'

বিটির গোলাপি, আলো চকচকে গাল অন্ধকারেও চমকাচ্ছে। সে হো হো করে হাসছে।

'এই যে এসে পড়েছি!'

সালামান্ডার অকস্মাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল, গাড়ির আরোহীরা ধাক্কার চোটে ছিটকে পড়ল। মন্টাগ শীতল, উজ্জ্বল রেইনটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আমি এটা পারব না, ভাবছিল সে। আমি নতুন অ্যাসাইনমেন্টে কী করে যাবো, আমি কী করে আবার জিনিসপত্র পোড়াব? আমি এখন যেতে পারব না।

বিটি বাতাসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে মন্টাগের কনুইতে ঠেলা দিল। 'অলরাইট, মন্টাগ।'

বুটজুতো পরা লোকগুলো খোঁড়া মানুষের মতো ছুটল মাকড়সার মতো নিঃশব্দে।

অবশেষে চোখ তুলে চাইল মন্টাগ এবং ঘুরল।

বিটি তাকে লক্ষ করছিল।

'কোনো সমস্যা, মন্টাগ!'

'আমরা আমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি,' বলল মন্টাগ ধীরে ধীরে।

তৃতীয় খণ্ড

বার্নিং ব্রাইট

চৌদ্দ.

আলো জ্বলে উঠল এবং রাস্তার ধারের বাড়ির দরজাগুলো একযোগে খুলে গেল কার্নিভাল দেখতে। মন্টাগ এবং বিটি শুষ্ক সন্তুষ্টি নিয়ে আর অন্যরা অবিশ্বাস নিয়ে তাদের সামনের বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল।

'ওয়েল,' বলল বিটি, 'নাউ ইউ ডিড ইট। বুড়ো মন্টাগ উড়ে সূর্যের কাছে যেতে চেয়েছিল আর এখন সে তার ডানা পুড়িয়ে ফেলেছে এবং অবাক হয়ে ভাবছে কেন। আমি যখন হাউন্ডটাকে তোমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম তখন কি যথেষ্ট ইঙ্গিত দেইনি?

মন্টাগের মুখখানা সম্পূর্ণ অসার এবং ভাবলেশশূন্য হয়ে পড়েছে। নিজের মাথাটাকে মনে হচ্ছে প্রস্তরখণ্ড।

নাক সিঁটকোল বিটি, 'ওহ্ নো! তোমাকে ওই ক্ষুদে বোকা মেয়েটির রুটিন বোকা বানাতে পারেনি। পেরেছে কি?

ফুল, প্রজাপতি, পত্র পল্লব, সূর্যাস্ত ওহ, হেল আরও কত কী! আমি একদম লক্ষ্যস্থলে আঘাত হেনেছি। নিজের বিবর্ণ, ম্লান চেহারাটা একবার দেখো। ওই মেয়েটা এসব লতা-পাতা, চাঁদ-সূর্যের কথা বলে কি তোমার কোনো ভালো করতে পেরেছে? পারেনি।'

ড্রাগন গাড়িটির শীতল ফেন্ডারের ওপর বসে আছে মন্টাগ। সে তার মাথা আধ ইঞ্চি বামে নাড়াচ্ছে, আধ ইঞ্চি ডানে। বামে, ডানে, বামে, ডানে, বামে...'

'মেয়েটা সব দেখেছিল। কিন্তু কারও কোনো ক্ষতি করেনি। সে সবাইকে একা থাকতে দিয়েছিল,' বলল মন্টাগ।

'একা থাকতে দিয়েছিল! যত্তোসব! সে তোমার মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছিল, তাই না?'

সদর দরজাটা খুলে গেল। সিঁড়ি বেয়ে ছুটতে ছুটতে নেমে এল মিলড্রেড হাতে সুটকেস নিয়ে। একটা বিটল ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল ফুটপাত ঘেঁষে।

'মিলড্রেড!'

আড়ষ্ট শক্তি নিয়ে ছুটে গেল মিলড্রেড, তার মুখে পাউডার কিন্তু লিপস্টিক নেই।

'মিলড্রেড হাতের পোটলাটা ছুঁড়ে দিল বিট্‌ল ট্যাক্সির মধ্যে, গাড়িতে চড়ে বসল এবং বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'বেচারী ফ্যামিলি, বেচারী ফ্যামিলি, হায় সবকিছু চলে গেছে, সবকিছু শেষ হয়ে গেল, সব কিছু...'

বিটি মন্টাগের কাঁধ চেপে ধরল। বিটল গাড়িটি ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে মিলড্রেডকে নিয়ে ছুটল। অদৃশ্য হয়ে গেল নিমিষে।

মন্টাগের স্বপ্নটা কাচের মতো ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল। তার মনে হলো তাকে একটা ঝড় গ্রাস করেছে। সে দেখছে স্টোনম্যান আর ব্ল্যাক কুঠার উঁচিয়ে জানালার কাচ ভাঙছে ভেন্টিলেশনের জন্য।

মন্টাগের কানের ভেতরে একটি কণ্ঠ বলে উঠল, 'মন্টাগ, ফেবার বলছি। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? কী 'ঘটছে?'

'ঘটছে অনেক কিছুই,' জবাব দিল মন্টাগ। 'আমাকে নিয়ে।'

'হোয়াট আ ড্রেডফুল সারপ্রাইজ,' বলল বিটি। 'আজকাল সবাই জানে যে আমাকে নিয়ে কিছু ঘটবে না। অন্যরা মরে যাবে কিন্তু আমি বেঁচে থাকব। কোনো ফলাফল বা পরিণতি থাকবে না, থাকবে না কোনো দায়দায়িত্ব। শুধু থাকবে তারা। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে এখন কথা না-ই বলি, কি! যখন পরিণতি তোমার ঘটল মন্টাগ, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, নয় কি?'

'মন্টাগ, তুমি কি ছুটতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলেন ফেবার।

'পালাতে পারবে?'

মন্টাগ হাঁটছে তবে তার পা সিমেন্ট স্পর্শ করছে বলে কোনো অনুভূতি হচ্ছে না। বিটি তার ইগনিটার জ্বালাল, লকলক করে উঠল কমলা রঙের ছোট অগ্নিশিখা।

'আগুনের মধ্যে এমন কী আছে যে জন্য এটাকে এত সুন্দর লাগে? আমাদের বয়স যতই হোক না কেন তবু আমরা এর প্রতি আকৃষ্ট হই কেন?' বিটি আগুনটা নিভিয়ে দিয়ে আবার প্রজ্জ্বলিত করল। 'এ হলো পারপিচুয়াল মোশন বা সেই যন্ত্রের গতি যে যন্ত্র পরিচালনার জন্য কোনো বাহ্যিক জ্বালানির প্রয়োজন হবে না। এ জিনিস মানুষ আবিষ্কার করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি এই পারপিচুয়াল মোশনকে তুমি যদি অগ্রসর হতে দাও এ আমাদের জীবনটাকে জ্বালিয়ে দেবে। আগুন কী? এ এক রহস্য। এর আসল সৌন্দর্য নিহিত এর মধ্যে যে এটি দায় দায়িত্ব এবং ফলাফল বা পরিণতি ধ্বংস করে। যখন একটি সমস্যা বোঝা হয়ে দাঁড়ায় তখন ওটাকে পুড়িয়ে দিতে হয়। তো মন্টাগ, তুমি এখন একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছ এবং আগুন তোমাকে আমার কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলছে। পরিষ্কারভাবে তোমাকে ধ্বংস করে দেবে যার মধ্যে পরবর্তীতে পচনশীল কিছু থাকবে না।'

বাড়ির দিকে বিহ্বলের মতো তাকিয়ে আছে মন্টাগ। মেঝেয় পড়ে আছে প্রচ্ছদ ছেড়া অসংখ্য বই। নিশ্চয় মিলড্রেডের কাণ্ড। সে মন্টাগকে বাগানে বইগুলো লুকাতে দেখেছিল এবং ওখান থেকে ওগুলো এখানে নিয়ে এসেছে।

মিলড্রেড। মিলড্রেড।

'আমি চাই কাজটা তুমি নিজের হাতে করবে, মন্টাগ। কেরোসিন কিংবা দেশলাই দিয়ে নয়, ফ্লেম স্প্রেয়ারের সাহায্যে। তোমার বাড়ি তুমি নিজেই পরিষ্কার করবে।'

'মন্টাগ, তুমি ভাগছ না কেন? ভাগো!' বললেন ফেবার।

'না!' অসহায় সুরে চিৎকার দিল মন্টাগ। 'পারব না। হাউন্ডটার জন্য। হাউন্ডটার কারণে।

ফেবার মন্টাগের কথা শুনতে পেলেন আর বিটি ভাবল তাকে উদ্দেশ্য করে বুঝি কথাটা বলেছে মন্টাগ। সে বলল, 'হ্যাঁ, আশপাশে কোথাও কুকুরটা আছে। কাজেই কিছু করার চেষ্টা কোরো না। রেডি?'

'রেডি,' মন্টাগ ফ্লেম স্প্রেয়ারের সেফটিক্যাচ অন করল।

'ফায়ার!'

বইগুলোর ওপর আছড়ে পড়ল আগুনের একটা গোলা, ওগুলোকে যেন ধাক্কা মেরে পাঠিয়ে দিল দেয়ালে। মন্টাগ বেডরুমে ঢুকল। দু'বার ফ্লেম স্প্রেয়ার দিয়ে আগুন ছুঁড়ল। সে আগুন দিয়ে বেডরুমের দেয়াল এবং কসমেটিক্স চেস্ট পুড়িয়ে ফেলল কারণ সে সবকিছু বদলে ফেলতে চাইছিল। সে চেয়ার, টেবিল, ডাইনিংরুমের তৈজসপত্র, প্লাস্টিকের থালাবাটি সবকিছুই পুড়িয়ে ফেলতে চাইল এ জন্য যে, সে যে একদা এ বাড়িতে বাস করত তার কোনো স্মৃতিচিহ্ন রাখতে চাইছিল না।

সে ভুলে যেতে চাইছিল এই খালি বাড়িতে সে এক অদ্ভুত মহিলার সঙ্গে বাস করত যে কিনা আগামীকালই তার কথা ভুলে যাবে। যে কিনা ঘর ছেড়ে চলে গেছে এবং হয়তো ইতিমধ্যে তাকে বিস্মৃতও হয়েছে, হয়তো সে মহিলা এখন গাড়িতে বসে কানে সীশেল রেডিও লাগিয়ে শুনছে।

'বইগুলো, মন্টাগ!'

আগুনে রোস্ট করা পাখির মতো বইগুলো পুড়ছে, মোচড় খাচ্ছে, তাদের লাল আর হলুদ পালক পুড়ে যাচ্ছে আগুনে।

'তোমার কাজ যখন শেষ হবে তখন তোমাকে গ্রেফতার করা হবে,' পেছন থেকে বলল ক্যাপ্টেন বিটি।

পনেরো.

মন্টাগদের বাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। লাল কয়লা আর কালো ছাই ছাড়া আর কিছু নেই। ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, পাক খেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে। এখন রাত সাড়ে তিনটা। জনতা ধ্বংসযজ্ঞ দেখার পরে যে যার বাড়ি ফিরে গেছে।'

মন্টাগ তার অবশ হাতে ধরে আছে ফ্লেম থ্রেয়ার, তার বগল দিয়ে গড়াচ্ছে ঘাম, মুখে কালিঝুলি মাখা। অন্য ফায়ারম্যানরা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পেছনে, অন্ধকারে, ধিকি ধিকি জ্বলা কয়লার আগুন প্রতিফলন ফেলছে তাদের মুখে।

মন্টাগ বার দুই কথা বলার জন্য মুখ খোলার চেষ্টা করল। শেষে তার চিন্তা ভাবনাগুলো একত্রিত করতে পারল।

'আমার স্ত্রীই কি অ্যালার্ম বাজিয়েছিল?'

মাথা দোলাল বিটি। 'তবে তার বান্ধবীরা এর আগেই অ্যালার্ম বাজিয়ে দেয়। ওই অ্যালার্ম শুনেই আমি চলে আসি। তুমি ওভাবে কবিতা আবৃত্তি করে খুবই বোকার মতো কাজ করেছ হে। কাজটা করে তো তুমি মোটেই লাভবান হতে পারনি। বরং ঠোঁট পর্যন্ত ডুবে গেছ থকথকে কাদায়। এখন আমি আমার কড়ে আঙুল দিয়ে একটা ধাক্কা দিলেই তুমি কাদার মধ্যে ডুবে যাবে।'

মন্টাগ নড়াচড়া করছে না। একটা প্রবল ভূমিকম্প যেন ওকে নাড়া দিয়ে গেছে। ভূমিকম্পের তীব্র কাঁপুনিটা এখনও সে নিজের মধ্যে অনুভব করছে, শরীর ভীষণ দুর্বল লাগছে তার, ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে চাইছে হাঁটু। সে নীরবে বিটির ভর্ৎসনা আর তিরস্কার সইতে লাগল।

'মন্টাগ, ইউ ইডিয়েট, মন্টাগ, ইউ ড্যাম ফুল; তুমি সত্যি কেন কাজটা করতে গেলে?'

মন্টাগ শুনতে পাচ্ছে না, সে চলে গেছে অনেক দূরে, তার মন চলে গেছে বহু দূরে, সে যেন কালিঝুলি মাখা এ শরীরটা ত্যাগ করে চলে গেছে।

'মন্টাগ, ওখান থেকে চলে যাও!' বললেন ফেবার।

মন্টাগ তার কথা শুনল।

বিটি এমন জোরে ঘুসি মারল মন্টাগের মাথায় যে আঘাতের চোটে পাক খেল ওর শরীর। সবুজ বুলেট, যার মধ্যে ফিসফিস করছিল ফেবারের কণ্ঠ, ছিটকে পড়ে গেল ফুটপাতে। বিটি ওটা হাসতে হাসতে তুলে নিল। অর্ধেকটা কানে ঢোকাল, বাকি অর্ধেক রইল কানের বাইরে।

মন্টাগ শুনতে পেল দূরবর্তী কণ্ঠটি ওকে ডাকছে, 'মন্টাগ, তুমি ঠিক আছ তো?'

বিটি সবুজ বুলেটের সুইচ বন্ধ করে দিয়ে ওটা পকেটে ফেলল। 'ওয়েল–আমি যা ভেবেছিলাম তারচেয়ে দেখছি ভিন্নরকম ঘটনা ঘটছে এখানে। আমি তোমাকে মাথা নাড়তে দেখেছি, লক্ষ করেছিলাম মাথা দোলাচ্ছ। ভেবেছি গানের তালে করছ। ভেবেছি তোমার কানে সীশেল ঢোকানো। কিন্তু পরে বেশি চালাকি করতে গিয়েই ধরাটা খেলে। আমরা ঠিকই এ জিনিসের গন্ধ শুঁকে তোমার বন্ধুটির কাছে পৌঁছে যাব।'

'না!' বলল মন্টাগ।

সে ফ্লেম থ্রেয়ারের সেফটি ক্যাচ অন করল। মন্টাগের আঙুলের দিকে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল বিটির চোখ। তার চোখ সামান্য বিস্ফারিত হলো। মন্টাগ বিটির চোখের তারায় বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখল। তারপর বিটি হাসল। কি, আমাকে পুড়িয়ে মারবে? দেখি তোমার কেমন হিম্মত। ট্রিগারটা টানো দেখি।' মন্টাগের দিকে এক কদম এগিয়ে গেল সে।

মন্টাগ শুধু বলল, 'আমরা কখনও...'

ওর কথা শেষ হলো না, হাসিমুখে হাত বাড়াল বিটি। 'দেখি, জিনিসটা আমার হাতে দাও।' আর তখন মন্টাগ ট্রিগার টিপে দিল।

পর মুহূর্তে জ্বলন্ত মশালে পরিণত হলো বিটি। দাউ দাউ করে জ্বলছে তার সারা অঙ্গ। মন্টাগ ভয়ংকর দৃশ্যটা চোখ মেলে দেখতে পারল না। সে চোখ বুজে চিৎকার করতে লাগল। জ্বলন্ত মশালে পরিণত হওয়া বিটি রাস্তায় পড়ে কিছুক্ষণ গড়াগড়ি খেল তারপর স্থির হয়ে গেল আগুনে পোড়া পুতুলের মতো।

অপর দু'জন ফায়ারম্যান নড়াচড়া করতেও ভুলে গেল।

মন্টাগ ওদের দিকে ফ্লেম থ্রোয়ার তাক করে হুকুম দিল, 'ঘুরে দাঁড়াও।'

ওরা ঘুরল। ওদের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে, দারুণ ঘামছে। হাতের যন্ত্রটা দিয়ে ওদের মাথায় বাড়ি দিল মন্টাগ। ওদের মাথা থেকে ছিটকে গেল হেলমেট, দু'জনেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

ঘুরে দাঁড়াল মন্টাগ এবং দেখতে পেল ধাতব কুকুরটাকে। ওকে হামলা করতে ছুটে আসছে।

বাগানের মাঝামাঝিতে চলে এসেছে হাউন্ড, আসছে ছায়ার ভেতর থেকে, এত সহজ ওটার পথচলা যেন কালো-ধূসর ধোঁয়ার মাঝে এখনও নিরেট মেঘ নীরবে দৌড়ে আসছে।

শূন্যে লাফ দিল মেকানিকাল হাউন্ড মাকড়সার মতো আট পা মেলে দিয়ে। ওটার দাঁতের ভেতর থেকে ধারালো সুই বেরিয়ে এসেছে। কুকুরটাকে লক্ষ্য করে আগুনের গোলা ছুড়ল মন্টাগ। ঠিক সেই সময় ওটা আছড়ে পড়ল ওর গায়ে। ধাক্কার চোটে দশ হাত দূরে ছিটকে গেল মন্টাগ। মন্টাগ টের পেল কুকুরটা ওর পায়ে কামড় দিয়েছে। ফ্লেম থ্রোয়ারের আগুন ধরে গেছে হাউন্ডের গায়ে, জয়েন্টের ধাতব হাড় গোড় বিস্ফোরিত হলো, ফেটে গেল ওটার শরীর।

মন্টাগ চিৎ হয়ে পড়ে থেকে ভয়ংকর দর্শন হাউন্ডের মৃত্যু দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল। মরেও যেন ওটা মরছে না। দাঁত থেকে বেরিয়ে আসা ইনজেকশনের পুরোটাই মন্টাগের শরীরে ঢুকিয়ে দিতে চাইছে। ইনজেকশনের খোঁচা যেটুকু লেগেছে মন্টাগের তাতেই কাজ শুরু হয়ে গেছে। আরেকটু হলে নব্বই মাইল বেগে ছুটে যাওয়া একটি গাড়ির নিচে চাপা পড়ত। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে, ঝট করে শরীরটা টেনে সরিয়ে নিতে পেরেছিল বলে। সিধে হতে ভয় লাগছে মন্টাগের, ভয় পাচ্ছে ভেবে হয়তো আর কোনোদিন অ্যানেসথিটাইজড পা নিয়ে খাড়া হতে পারবে না। নিশ্চল আর ভোঁতা লাগছে কুকুরের কামড় খাওয়া পা খানা।

আর এখন?

রাস্তা এখন ফাঁকা, বাড়িঘরগুলো ডুবে আছে আঁধারে, মেকানিকাল হাউন্ডটি প্রাণবায়ু বেরিয়ে নিথর পড়ে রয়েছে রাস্তায়, বিটির পোড়া লাশ ওখানটায়, অপর দু'জন ফায়ারম্যান অন্যখানে, আর সালামান্ডার? সে প্রকাণ্ড ইঞ্জিনটির দিকে তাকাল।

বেশ তো, মনে মনে ভাবছে মন্টাগ, দেখা যাক কতটা খারাপ অবস্থা তোমার। এখন সিধে হও। আস্তে, আস্তে... এই তো হয়েছে।

সিধে হলো মন্টাগ। ওর এখন একটাই পা। অপরটি তো পোড়া পাইনের গুঁড়ির মতো যেটি বিস্তৃত পাপের ফলস্বরূপ এখন সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলতে হচ্ছে। আহত পায়ে ভর দিতেই অসংখ্য সুই ফুটল ওখানে, ব্যথায় আগুন ধরে গেল যেন। কেঁদে উঠল মন্টাগ। 'কামঅন! কামঅন! তুমি এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।'

রাস্তায় অল্প দু'একটি বাড়িতে আবার বাতি জ্বলছে। খোঁড়া পা নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এগোল মন্টাগ। অন্ধকারে কয়েকজন লোকের চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেল ও। সে ব্যাকইয়ার্ডে চলে এল, সেখান থেকে সরু গলিতে ঢুকে পড়ল। বিটি, ভাবছে মন্টাগ, তুমি এখন আর সমস্যা নও। তুমি সবসময় বলতে, সমস্যার কখনও মুখোমুখি হতে যাবে না, ওটাকে পুড়িয়ে ফেলবে। ওয়েল, আমি এখন দুটো কাজই করেছি। বিদায়, ক্যাপ্টেন।

সে অন্ধকার গলিপথে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোতে লাগল।

ষোলো.

যতবার মাটিতে পা ফেলছে মন্টাগ, মনে হচ্ছে শটগানের গুলি করা হচ্ছে ওকে। কী যে ব্যথা! নিজেকে গালাগাল করছিল ও। মন্টাগ, তুমি একটা গাধা, একটা নির্বোধ, একটা রামছাগল, একটা গাধার গাধা; দ্যাখো তুমি কী কাণ্ড করেছ। এখন তুমি কী করবে? সবকিছু গুবলেট করে ছেড়েছ তুমি। তোমার অহংকার তোমার বদমেজাজ সবকিছুর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ। তুমি সবার গায়ে বমি করেছ, নিজের শরীরেও। কিন্তু সবকিছু করেছ একসঙ্গে। বিটি, ওই মহিলা, মিলড্রেড, ক্ল্যারিস সবকিছু। কোনো যুক্তি দেখিয়েই তুমি পার পাবে না। ওরে গাধা, যাও, এখন সবকিছু ছেড়েছুড়ে দাও।

না, আমি সবকিছু ছেড়েছুড়ে দেব না, মনে মনে বলল মন্টাগ। এখনও কাজ বাকি আছে। সেটুকু করব। যদি পোড়াতেই হয় আর ও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে পোড়াব।

বইগুলোর কথা মনে পড়ল ওর। ঘুরল।

বাগানের বেড়ার ধারে কয়েকখানা বই দেখতে পেল মন্টাগ। মিলড্রেড, ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন, কয়েকটা বই ওর চোখে পড়েনি। চারটে বই, মন্টাগ যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল, আছে এখনও যথাস্থানেই।

মন্টাগ বই চারটে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল গলিপথ ধরে। হঠাৎ তার মনে হলো তার মাথাটা যেন কাটা পড়েছে, শুধু ধড়টা আছে। তার ভেতরে কী যেন একটা ঝাঁকি মেরে তাকে থামিয়ে দিতে বাধ্য করল। মন্টাগ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ওখানে শুয়ে মাটিতে মুখ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল সে।

বিটি মরতে চেয়েছিল।

কাঁদতে কাঁদতে সত্যটা উপলব্ধি করছিল মন্টাগ। বিটি মরতে চেয়েছিল। সে ওখানে স্রেফ দাঁড়িয়ে ছিল, নিজেকে রক্ষার কোনো চেষ্টাই করেনি, ঠাট্টা তামাশা করছিল। ভাবছিল মন্টাগ। আর এ ভাবনাটাই তার কান্না থামিয়ে দিল।

কী অদ্ভুত, কী অদ্ভুত, তোমার রক্ষার এমনই খায়েশ হয়েছিল যে একজন সশস্ত্র লোককে তুমি তোমার দিকে হেঁটে আসতে দিয়েছ তাকে বাধা না দিয়ে, এবং বাঁচিয়ে রেখে, তারপর তুমি লোকজনকে উদ্দেশ্য করে চেঁচামেচি করেছ, তাদেরকে নিয়ে মজা করেছ, তারা তোমার বিদ্রুপ শুনে সহ্যের সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত তুমি এমনটি করে গেছ, এবং তারপর...

দূর থেকে ভেসে এল ছুটন্ত পদশব্দ।

মন্টাগ উঠে বসল। এখান থেকে বেরিয়ে পড়ো, চলো, ওঠো, উঠে পড়ো, তুমি স্রেফ এভাবে বসে থাকতে পারোনা। কিন্তু ও এখনও কাঁদছিল। কান্নাটা তার শেষ হওয়া দরকার। কান্নাটা থেমে যাচ্ছে। মন্টাগ কাউকে হত্যা করতে চায়নি, বিটিকেও নয়। তার গায়ের মাংস শরীর যেন খামচে ধরল, সংকুচিত হয়ে এল যেন অ্যাসিডে চোবানো হয়েছে। গলা দিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে এল মন্টাগের। বিটিকে দেখতে পাচ্ছে সে, জ্বলন্ত একটা মশাল, নড়াচড়া করছে না, ঘাসের ওপর শুয়ে এখন মোচড় খাচ্ছে শরীর। আঙুলের গাঁট কামড়ে ধরল মন্টাগ। আমি দুঃখিত, আমি দুঃখিত, ও গড আয়াম সরি...

গলির শেষ মাথায় এবার চলে এল ছুটন্ত পদশব্দ।

'উঠে পড়ো!' নিজেকে আদেশ করল মন্টাগ। ড্যামিট, গেট আপ!' নিজের আহত পাকে হুকুম দিল সে। খাড়া হলো। হাঁটুতে যেন পেরেক গাঁথা হচ্ছে এমন ব্যথা। পঞ্চাশ হাত রাস্তা সে একপায়ে ভর দিয়ে লাফাতে লাফাতে পার হলো, প্রতিটি লাফে ধারালো সুইয়ের খোঁচা খেল সে আহত পায়ে। মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে মন্টাগ। হাতে বইগুলো।

ফেবারের কথা ভাবছিল মন্টাগ।

ফেবার ওই আলকাতরার ধোঁয়া ওঠা পিণ্ডের মধ্যে পড়ে আছেন যার কোনো নাম নেই, পরিচয় নেই। মন্টাগ ফেবারকেও এক অর্থে পুড়িয়ে দিয়েছে। ফেবার মারা গেছেন এ ভাবনাটা কেন মনে এলো ভেবে খুব মর্মাহত হলো মন্টাগ। ফেবার বলেছিলেন ওদেরকে তোমার পুড়িয়ে মারতে হবে নতুবা ওরা তোমাকে পুড়িয়ে মারবে।

নিজের একটা পকেট সার্চ করল মন্টাগ। টাকাগুলো আছে। আরেকটা পকেটে একটা সীশেল পেয়ে গেল সে। তাতে শুনতে পেল বলা হচ্ছেঃ পুলিশ অ্যালার্ট। সন্ধান চাই শহরে একজন পলাতক রয়েছে। সে রাষ্ট্রবিরুদ্ধ হত্যা এবং অপরাধ করেছে। নাম : গাই মন্টাগ। পেশা : ফায়ারম্যান। তাকে সর্বশেষ দেখা গেছে...

আর শুনবার প্রয়োজন অনুভব করল না মন্টাগ। দিল ছুট। গলিপথে দৌড়াতে দৌড়াতে ছ'টা ব্লক পার হলো। গলি শেষ হবার পরে ওর সামনে

উদ্ভাসিত হলো দশ লেনের সমান বিশাল এক খালি বুলেভার্ড যেন বরফে জমাটবাধা একটা নদী। অনেক বড়, অনেক উন্মুক্ত। এ যেন দৃশ্যপট ছাড়া এক প্রকাণ্ড মঞ্চ, তাকে দৌড়াতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

কানের মধ্যে গুঞ্জন তুলল সীশেল।

'...পলায়নপর এক লোককে খোঁজো... ছুটন্ত এক লোকের সন্ধান করো... একাকী একজন মানুষের খোঁজ করো, সে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে... খোঁজো....

ছায়ার আড়ালে দাঁড়াল মন্টাগ। তার ঠিক সামনে একটি গ্যাস স্টেশন, ওখানে পোর্সেলিনের মতো প্রকাণ্ড বরফখণ্ড চকচক করছে, দুটো বিটল কার দেখা যাচ্ছে গ্যাস নিতে এসেছে। এই প্রকাণ্ড বুলেভার্ডে যদি ওকে হাঁটতে হয়, গা হাত-পা আগে পরিষ্কার করে নিতে হবে। হাত মুখ ধুয়ে, চুলটুল আঁচড়ে সে যদি রওনা হতে পারে তাহলে সেটা তার জন্য সুবিধাই হবে। কিন্তু যাবে কোথায়?'

হ্যাঁ, মনে মনে বলল মন্টাগ। আমি যাচ্ছি কোথায়?

কোথাও না। ওর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, ওর সত্যিকারের কোনো বন্ধু নেই। শুধু ফেবার ছাড়া। মন্টাগ বুঝতে পারল সে আসলে মনের অজান্তে ফেবারের বাড়ির দিকেই ছুটছে। কিন্তু ফেবার ওকে লুকিয়ে রাখতে পারবেন এবং সে চেষ্টা হবে আত্মহত্যার নামান্তর। কিন্তু ফেবারের সঙ্গে তার দেখা করতেই হবে। সে এটুকু জানতে চায় ফেবারের মতো একজন মানুষ এখনও অন্তত পৃথিবীতে আছে। সে মানুষটিকে জীবিত দেখতে চায়, তাকে পুড়ে মারা লাশ হিসেবে দেখতে চায় না। ফেবারের কাছে কিছু টাকা পয়সাও নিশ্চয় আছে। মন্টাগ হয়তো গ্রামাঞ্চলে চলে যাবে, বাস করবে নদীর তীরে কিংবা রাজপথের ধারে অথবা মাঠে কিংবা পাহাড়ে।

হঠাৎ শোঁ শোঁ শব্দ হতে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল মন্টাগ।

পুলিশের হেলিকপ্টার উড়ে আসছে। সংখ্যায় কমপক্ষে ডজন দুই। মাটিতে নেমে এলো তারা একে একে। রাস্তার এখানে সেখানে অবতরণ করল। বিটল কারগুলো দেখল তারা বুলেভার্ডে তীক্ষ্ণ শব্দে চিৎকার করল। তারপর, আবার অকস্মাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল আকাশে। অব্যাহত রাখল তাদের সার্চ অভিযান।

সতেরো.

গ্যাস ষ্টেশনে অ্যাটেনডেন্ট ব্যস্ত তার খদ্দেরকে নিয়ে। গ্যাস ষ্টেশনের পেছন দিক থেকে বেরিয়ে এল মন্টাগ ঢুকল পুরুষদের ওয়াশরুমে। অ্যালুমিনিয়ামের দেয়ালের ওপাশ থেকে শুনতে পেল রেডিওতে একটি কণ্ঠ বলছে, 'যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।' বাইরে গ্যাস দেয়া হচ্ছে। বিটল গাড়িতে বসা মানুষজন কথা বলছে, অ্যাটেনডেন্টরা বলছে ইঞ্জিন, গ্যাস আর কে কার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে বা ধার শোধ করেছে সে সব নিয়ে। রেডিওতে শোনা এইমাত্র খবরটার শখ অনুভব করার চেষ্টা করছে মন্টাগ। কিন্তু কোনো অনুভূতি হচ্ছে না ওর।

সে হাত মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে নিল। তারপর বেরিয়ে এলো ওয়াশরুম থেকে পেছনে সাবধানে দরজা বন্ধ করে। হেঁটে গেল অন্ধকারে, শূন্য বুলেভার্ডের এক পাশে এসে দাঁড়াল।

বুলেভার্ড জনশূন্য এবং পরিষ্কার। তিন ব্লক দূরে সে কতগুলো হেডলাইট জ্বলতে দেখল। গভীর দম নিল মন্টাগ। বুকের ভেতরটা দারুণ জ্বালা করে উঠল। ছোটাছুটির কারণে মুখের ভেতরটা শুকিয়ে আছে। গলাটার কাছে কেমন লোহার মতো স্বাদ, পায়ে যেন জংধরা ইস্পাত লেগে আছে।

ওখানে ওই আলোগুলো কীসের? মন্টাগ জনশূন্য এভিন্যুতে হাঁটা দিল। তবে রাস্তা একেবারে ফাঁকা থাকবে তার নিশ্চয়তা নেই। যে কোনো মুহূর্তে কোনো গাড়ি হাজির হয়ে যেতে পারে। স্যাঁৎ করে চলে যেতে পারে শরীরের পাশ দিয়ে।

কতবার পা ফেলছে গুনছিল মন্টাগ। গোনা বাদ দিল। সে ডানে বামে কোথাও তাকাচ্ছে না। মাথার ওপরের বাতিগুলো দুপুরের সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং উষ্ণ।

ডানে, দুই ব্লক দূরে একটা গাড়ির শব্দ শুনতে পেল মন্টাগ। ওটার হেডলাইটগুলো সামনে পেছনে হঠাৎ ঝাঁকি খেল এবং দেখে ফেলল ওকে।

চলতে থাকো।

মন্টাগ হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, শক্ত করে চেপে ধরল বইগুলো, প্রস্তরবৎ না হওয়ার চেষ্টা করল। নিজের অজান্তেই কয়েক কদম দ্রুত এগিয়ে গেল সে,

তারপর জোরে জোরে নিজের সঙ্গে কথা বলতে লাগল এবং হাঁটতে থাকল। সে এখন রাস্তার মাঝামাঝি চলে এসেছে তবে বিটলের ইঞ্জিন গতি বৃদ্ধি করায় সজোরে গর্জন ছাড়ল।

নিশ্চয় পুলিশ। ওরা আমাকে দেখে ফেলেছে। এখন চলার গতি মন্থর করো, মন্থর এবং চুপচাপ হাঁটতে থাকো। ঘুরো না। তাকিয়ো না, ভয় পেয়েছ তা বুঝতে দিও না। হাঁটতে, শুধু হাঁটতে থাকো।

বিটল গাড়িটি ছুটে আসছে। গর্জন ছাড়ছে বিটল। গতি বাড়াচ্ছে। গোঙাচ্ছে বিটল। বজ্রপাতের মতো শব্দ করছ। কোনো অদৃশ্য রাইফেল থেকে যেন ওটাকে ছুড়ে দেয়া হয়েছে। এখন ঘণ্টায় ওটার গতি ১২০ মাইল। মন্টাগ দাঁতে দাঁত ঘষল। ছুটে আসা হেডলাইটের আলোর উত্তাপ যেন মন্টাগের গাল পুড়িয়ে দিল, দুর্বল করে তুলল চোখের পাতা, সারা শরীরে ঘামের বন্যা ছুটিয়ে দিল।

বোকার মতো পা টেনে টেনে হাঁটছে মন্টাগ এবং কথা বলছে নিজের সঙ্গে, তারপর সে ছুট দিল। যত দ্রুত সম্ভব জোরে সে দৌড়াতে লাগল। গড। গড। একটা বই হাত থেকে ফেলে দিল সে। তার গতি মন্থর হলো। ঘুরল সে বইটি তোলার জন্য। পরক্ষণে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলে ছুটতে লাগল। চিৎকার করছে মন্টাগ। ওদিকে বিটল সাঁ সাঁ করে ছুটে আসছে তার ছুটন্ত খাদ্যের দিকে, দুশো ফুট, একশ ফুট দূরে, নব্বই আশি, সত্তর। হাঁপাচ্ছে মন্টাগ, শরীরের দু'পাশে ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে হাত, পা একবার ওপরে উঠছে, আবার নেমে যাচ্ছে নিচে। কাছে চলে আসছে গাড়ি, আরও কাছে চলে এলো, ওর নাম ধরে ডাকছে। তীব্র আলোয় ওর চোখ ঝলসে যাচ্ছে। গাড়িটিকে তখন একটা জ্বলন্ত মশাল ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না মন্টাগের। ওটা প্রায় ওর গায়ের উপর উঠে এলো।

হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় পড়ে গেল মন্টাগ।

আমি শেষ। সবকিছু খতম।

তবে ও পড়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তীক্ষ্ণ গতিতে ছুটতে থাকা বিটল সাঁ করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। চলে গেছে। মন্টাগ উপুর হয়ে পড়ে রইল। একটু পরে মাথা তুলল। তাহলে ওটা পুলিশের গাড়ি ছিল না। ভাবল সে। তাকাল বুলেভার্ডে। দেখতে পেল কতগুলো বাচ্চা, বারো থেকে ষোল বছর বয়স হবে সবক'টার। তারা হাসছে, শিস দিচ্ছে, মজা করছে, তারা অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখছে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ রাস্তায় পড়ে গেছে। তবে ওরা জানে না এ সেই পলাতক গাই মন্টাগ। তারা বলল, 'চলো, ওকে ধরি।'

ওরা আমাকে ধরতে পারলে মেরে ফেলবে, ভাবল মন্টাগ। সে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে বসল। তারপর দূরপ্রান্তের ফুটপাতের দিকে ছুটল। হাত থেকে ছিটকে পড়া বইগুলো আবার বগলদাবা করেছে। ছুটতে ছুটতে ভাবল মন্টাগ, এরাই কি ক্ল্যারিসকে হত্যা করেছে?

তার ইচ্ছে করল ওদের পেছন ধাওয়া করে।

তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল।

বুলেভার্ডের চার ব্লক দূরে, বিটল গাড়িটি তার গতি কমাল। পাঁই করে ঘুরল, এখন রাস্তার রং সাইড দিয়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে ওর দিকে।

কিন্তু মন্টাগ আর রাস্তায় নেই। সে ইতিমধ্যে অন্ধকার গলির ছায়ার আড়ালে চলে গেছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে কাঁপতে লাগল। পেছন ফিরে দেখে বিটলটা এভিনিউর মাঝখানে চলে এসেছে। ওটা যেন হাসছে। তারপর চলে গেল।

অন্ধকারে পা বাড়াল মন্টাগ। রাতের আকাশে হেলিকপ্টার দেখতে পেল সে সাদা তুষারের মতো খসে খসে পড়ছে।

বাড়িটি নীরব।

পেছন দিক থেকে আবির্ভূত হলো মন্টাগ। বাগানের ভেতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এল। স্ক্রিনডোর ধরে ঠেলা দিল। খোলা। ভেতরে ঢুকল ও। কান খাড়া করে রেখেছে কিছু শোনা যায় কিনা।

মিসেস ব্ল্যাক, আপনি কি ওখানে ঘুমাচ্ছেন? ভাবছে মন্টাগ। কথাটা ঠিক না, কিন্তু আপনার স্বামী এ কাজটা অন্যের সঙ্গে করেছে এবং এ নিয়ে তার ভেতরে বিস্ময় কিংবা দুশ্চিন্তার বালাই নেই। আর যেহেতু আপনি একজন ফায়ারম্যানের স্ত্রী, এটা আপনার বাড়ি এবং আপনার পালা, আপনার স্বামী যেসব বাড়ি পুড়িয়েছে এবং কোনো চিন্তা ভাবনা ছাড়াই যে সব মানুষকে মেরেছে তার শাস্তি আপনাদেরকেই পেতে হবে।

তবে বাড়িটি কোনো জবাব দিল না।

মন্টাগ বইগুলো কিচেনে লুকিয়ে রাখল। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার গলিতে ঢুকল। তাকাল পেছন দিকে। বাড়িটি এখনও অন্ধকার এবং চুপচাপ, যেন ঘুমাচ্ছে। শহরে ফেরার পথে, আকাশে ছেঁড়া কাগজের টুকরোর মতো উড়ে বেড়াচ্ছিল হেলিকপ্টার, মন্টাগ একটি দোকানের বাইরের ফোন বুথে ঢুকে অ্যালার্মে ফোন করল। তারপর সে শীতল রাত্রির মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। অপেক্ষা করছে। দূর থেকে ভেসে এলো ফায়ার সাইরেনের আওয়াজ। সালামান্ডার গাড়িগুলো একের পর এক আসতে শুরু করল মি. ব্ল্যাকের বাড়ি পুড়িয়ে দিতে। মি. ব্ল্যাক যখন ব্যস্ত কাজে আর ভাবছেন তার স্ত্রী মিসেস ব্ল্যাক ভোরের বাতাসে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে দেখছেন তার বাড়ির ছাদ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল আগুনের মধ্যে আসলে তখনও মিসেস ব্ল্যাক বাড়ির মধ্যে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছেন।

গুড নাইট, মিসেস ব্ল্যাক, মনে মনে বলল মন্টাগ।

আঠারো.

'ফেবার!'

আরেকটি হালকা শব্দ, একটি ফিসফিস এবং দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা। তারপর, মিনিটখানেক বাদে ফেবারের ছোট্ট বাড়িতে ছোট্ট একটি আলো জ্বলে উঠল। একটু বিরতির পরে খুলে গেল খিড়কির দুয়ার।

অর্ধেক আলোয় একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন ফেবার এবং মন্টাগ। যেন একজন অপরজনের উপস্থিতি দেখেও বিশ্বাস করতে পারছেন না। তারপর নড়ে উঠলেন ফেবার, হাত বাড়িয়ে খামচে ধরলেন মন্টাগের হাত, টেনে নিয়ে এলেন বাড়িতে, ওকে বসিয়ে দিলেন একটা চেয়ারে, সবশেষে ফিরে গেলেন দোরগোড়ায়, কান পেতে কিছু শুনবার চেষ্টা করলেন, ভোর রাতের আলোয় দূর থেকে ভেসে এলো সাইরেনের আওয়াজ। ফেবার ঘরে ঢুকে বন্ধ করে দিলেন দরজা।

মন্টাগ বলল, 'আমি বোকার মতো কতগুলো কাজ করে ফেলেছি। এখানে বেশিক্ষণ বসতে পারব না। তবে কোথায় যাব তাও জানি না।'

'বোকার মতো অন্তত ঠিক কাজটাই করেছ, আশা করি, বললেন ফেবার। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি মরে গেছ। তোমাকে যে অডিও ক্যাপসুলটি দিয়েছিলাম–'

'ওটা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।'

'ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তোমার বাকবিতণ্ডা আমি শুনছিলাম। তারপর হঠাৎ করে আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমি তো তোমার খোঁজে বেরিয়ে পড়ব ভাবছিলাম।

'ক্যাপ্টেন মারা গেছে। সে অডিও ক্যাপসুলটি দেখে ফেলেছিল, আপনার কথাও শুনে ফেলে, সে আপনার এখানে আসার মতলব করেছিল। আমি তাকে ফ্লেম থ্রোয়ার দিয়ে হত্যা করেছি।'

ফেবার কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। কোনো কথা বললেন না।

'মাই গড, এটা কী করে ঘটল?' বলল মন্টাগ। 'এই তো সেদিনও সবকিছু ঠিকঠাক ছিল আর এখন দেখছি আমি ডুবে মরছি। একজন মানুষ কতবার মরতে গিয়েও বেঁচে ফিরতে পারে? আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। বিটি মারা গেছে। সে এক সময় আমার বন্ধু ছিল। আর ওদিকে মিলি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। আমি ভাবতাম সে আমার স্ত্রী কিন্তু এখন আর তা ভাবি না। আমার বাড়িটা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়েছে। আমার চাকরি নেই, এখন জীবন বাঁচাতে দৌড়ের ওপর আছি। আমি এখানে আসার পথে এক ফায়ারম্যানের বাড়িতে একটা বই লুকিয়ে রেখে এসেছি। গুড ক্রাইস্ট, এক সপ্তাহের মধ্যে এতসব কাণ্ড করে ফেললাম!'

'তোমার যা করণীয় ছিল, তা তুমি করেছ। ইট ওয়াজ কামিং অন ফর এ লং টাইম।'

'হ্যাঁ, আমি তা বিশ্বাস করি। এরকম কিছু একটা ঘটবে অনেকদিন ধরেই কেন জানি মনে হচ্ছিল আমার। একটা কাজ করার পরে আরেকটা কাজ করার তাগিদ অনুভব করছিলাম। কিন্তু এসব করে এখন আপনার বাসায় এসেছি আপনাকে যন্ত্রণা দিতে। আমার এখানে আসার কারণে আপনার জীবন সংশয়ও হতে পারে। ওরা আমার পিছু নিয়ে এখানে চলে আসতে পারে।'

'বহুদিন পরে এই প্রথম মনে হচ্ছে আমি বেঁচে আছি,' বললেন ফেবার। 'মনে হচ্ছে আমি এখন সে কাজটাই করছি যা বহু আগেই করা উচিত ছিল। অন্তত এ মুহূর্তে আমার ভেতরে আর ভয় কাজ করছে না। হয়তো অবশেষে সঠিক কাজটি করছি বলেই। হয়তো হঠকারী কিছু কাজ আমি করে ফেলেছি এবং চাইনি তুমি আমাকে কাপুরুষ বলে ভাবো। প্রয়োজনে আমি কিছু সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করব এবং ভয় পাবো না। তোমার প্ল্যানটা কী?'

'ছুটে পালানো।'

'তুমি জানো যুদ্ধ শুরু হচ্ছে?'

'শুনেছি।'

'গড, ইজ ইট ফানি?' বললেন বৃদ্ধ মানুষটি। 'ব্যাপারটা খুব দূরবর্তী মনে হচ্ছে কারণ আমরা সবাই যে যার সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত।'

'আমি চিন্তা করার সময় পাইনি,' মন্টাগ পকেট থেকে একশো ডলার বের করল। 'আপনি টাকাগুলো রাখুন। আমি যাবার পরে খরচ করবেন। আপনার কাজে লাগলে খুশি হবো।'

'কিন্তু–'

'আমি হয়তো আজ দুপুরের মধ্যেই মারা যেতে পারি। টাকাটা ব্যবহার করবেন।'

মাথা ঝাঁকালেন ফেবার। 'সম্ভব হলে নদীর দিকে যাও। আর যদি পার পুরনো রেলরোড লাইন ধরে গ্রামের দিকে চলে যাবে। যদিও আজকাল সবকিছুই বায়ুবাহিত হয়ে গেছে তবে রেলগুলো এখনও আছে। শুনেছি গোটা দেশজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে হোবো ক্যাম্প। ওরা বলে ভ্রাম্যমাণ ক্যাম্প। তুমি যদি অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পার এবং খোলা রাখতে পার চোখ-কান, লোকে বলে, এখানে আর লস এঞ্জেলেসের মাঝখানে পুরানো হার্ভার্ড ডিগ্রিধারীদের নাকি কোনো অভাব নেই। তাদের বেশিরভাগই সরকারের ওয়ান্টেড তালিকায়। এবং শহরে তাদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশ। তবে আমার বিশ্বাস ওরা এখনও টিকে আছে। তবে সংখ্যায় তারা খুব বেশি নয়। এবং আমার ধারণা সরকার তাদেরকে তেমন বিপজ্জনকও মনে করে না যে চিহ্ন খুঁজে গোপন আস্তানা বের করে ফেলবে। তুমি ওদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলতে পার এবং সেন্ট লুইসে আমার সঙ্গে যোগাযোগও করতে পার। আমি আজ সকাল পাঁচটার বাসে চলে যাচ্ছি ওখানকার একজন অবসরপ্রাপ্ত চিত্রকরের সঙ্গে দেখা করতে। অবশেষে আমি একা একা বেরিয়ে আসছি। তোমার এ টাকাটা ভালো কাজে ব্যয় করা হবে। ধন্যবাদ এবং ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তুমি কি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেবে?'

'তারচেয়ে পলায়নই মঙ্গল।'

'লেটস চেক।'

মন্টাগকে নিয়ে তিনি দ্রুত বেডরুমে ঢুকলেন এবং একটি ছবির ফ্রেম একপাশে সরিয়ে রাখতেই পোস্টকার্ড সাইজের একটি টিভি স্ক্রিন বেরিয়ে পড়ল। 'আমি সবসময়ই খুব ছোট ছোট জিনিস চেয়েছি, চেয়েছি এমন কিছু জিনিস তৈরি করতে যা হাতের তালুতে পুরে হাঁটাহাঁটি করতে পারব। এটা তেমনই একটা জিনিস। টিভি পর্দায় তিনি আঙুল দিয়ে টোকা মারলেন।

'মন্টাগ, বলে উঠল টিভি সেট, আলোকিত হয়ে উঠল, 'মন-ন-টা-গ।' একটি কণ্ঠ নামের বানান করল। 'গাই মন্টাগ, আরেকটি জেলা থেকে নতুন আরেকটি মেকানিকাল হাউন্ড নিয়ে আসা হয়েছে–

মন্টাগ এবং ফেবার পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল।

'–মেকানিকাল হাউন্ড কখনও ব্যর্থ হয় না। মানুষ খুঁজে বের করার কাজে ব্যবহারের পর থেকে এর কোনো ব্যর্থতা নেই। আজ রাত্রে এ নেটওয়ার্কটি খুব গর্ব অনুভব করবে এই ভেবে যে ক্যামেরা হেলিকপ্টার দিয়ে টার্গেট খুঁজতে বের হওয়া হাউন্ডের প্রতিটি গতিবিধি তারা ক্যামেরা হেলিকপ্টারের সাহায্যে অনুসরণ করতে পারবে–'

ফেবার দুটি গ্লাসে হুইস্কি ঢাললেন। 'আমাদের এটা দরকার হবে।'

টিভিতে মেকানিকাল হাউন্ড সম্পর্কে ভয়ংকর সব তথ্য দেয়া হচ্ছে। ওসব শুনে ফ্যাকাশে হয়ে গেল ফেবারের মুখ। তিনি বাড়ির সব জায়গায় চোখ বুলাচ্ছেন। মন্টাগ তার ভয়টা বুঝতে পারল। কারণ মেকানিকাল হাউন্ড ওর গায়ের গন্ধ শুঁকে এখানে চলে আসতে পারে। ওর আশংকা সত্যি প্রমাণ করতেই যেন ক্ষুদে টিভি স্ক্রিনটি বলে উঠল, 'মেকানিকাল হাউন্ড এখন হেলিকপ্টারের সাহায্যে জ্বলন্ত বাড়িটির সামনে অবতরণ করছে।

ক্ষুদে পর্দায় ফুটল আগুনে পোড়া বাড়িটির ছবি। একটা ভৌতিক ফুলের অবয়ব নিয়ে আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটি হেলিকপ্টার। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দৃশ্যটির দিকে তাকিয়ে রইল মন্টাগ।

ওরা আমাকে খুঁজে পাবার জন্য এত কিছু করছে, ভাবল ও। বাই গড! গন্ধ শুঁকে শুঁকে ইলেকট্রিক হাউন্ডটা নিশ্চয় এদিকে চলে আসবে।

'ওই যে,' ফিসফিস করলেন ফেবার।

একটি হেলিকপ্টার থেকে কী যেন একটা লাফিয়ে পড়ল শূন্যে। ওটা যন্ত্র নয়, নয় জন্তু, নয় মৃত, নয় জ্যান্ত, ওটার গা থেকে ম্লান সবুজ একটা আভা বেরুচ্ছে। ওটা মন্টাগের ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। মন্টাগের ব্যবহার করা ফ্লেম থ্রোয়ারটা হাউন্ডের নাকের নিচে ধরা হলো। গন্ধ শুঁকল প্রকাণ্ড ধাতব কুকুর। গড়গড় করে উঠল।

মন্টাগ ডানে বামে মাথা নেড়ে চেয়ার ছেড়ে সিধে হলো। এক ঢোকে গিলে ফেলল গ্লাসের বাকি পানীয়টুকু। 'সময় হয়েছে। আমি এসবের জন্য দুঃখিত।'

'কীসের জন্য তুমি দুঃখিত? আমার জন্য? আমার বাড়ির জন্য? এসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। ঈশ্বরের দোহাই তুমি পালাও। আমি হয়তো এখানে ওদেরকে কিছুটা দেরী করিয়ে দিতে পারব–'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার অস্তিত্ব প্রকাশ করার কোনো মানে নেই, লাভও নেই। আমি চলে যাওয়ার পরে এ বিছানার চাদরটা পুড়িয়ে ফেলবেন কারণ আমি এটি স্পর্শ করেছি। লিভিংরুমের চেয়ারটাও পুড়িয়ে ফেলবেন। অ্যালকোহল দিয়ে মুছবেন ফার্নিচার, মুছবেন ডোরনব। ওখানে আমার হাতের ঘামের গন্ধ লেগে আছে। সবগুলো ঘরের এয়ার কন্ডিশনার ফুল স্পিডে চালু করবেন আর যদি বাড়িতে থাকে তাহলে স্প্রে করে দেবেন পোকা মারার ওষুধ। তারপর বাগানে ঝাঁঝরি দিয়ে পানি ছিটাবেন, ধুয়ে ফেলবেন ফুটপাত। ভাগ্য সহায়তা করলে এখানে ওরা আমার কোনো ট্রেইল খুঁজে পাবে না।'

ফেবার তার হাতে নাড়া দিল। 'আচ্ছা, করব। গুডলাক। আমরা দুজনেই যদি সুস্থ থাকি, আগামী সপ্তাহে আবার একসঙ্গে মিলিত হব। সেই লুইসের জেনারেল ডেলিভারিতে। দুঃখিত, এবারে তোমাকে কোনো ইয়ারফোন দিতে

পারলাম না। তাহলে দু'জনের জন্যেই ভালো হতো। কিন্তু আমার কাছে যন্ত্রের সংখ্যা নিতান্তই সীমিত। আমি তো কোনোদিন কল্পনাই করিনি এসব একদিন কাজে লাগবে। আমি কী বোকা! আমার কাছে আর কোনো সবুজ বুলেট নেই যা তোমার কানে লাগিয়ে দিতে পারি। এখন যাও!'

'আরেকটা কথা। একটা সুটকেস নিয়ে আসুন। ওতে আপনার সবচেয়ে নোংরা কাপড়চোপড় ভরে ফেলুন। একটা পুরানো সুট, যত নোংরা হবে ততই ভালো, একটা শার্ট, একজোড়া পুরানো জুতো এবং মোজা....'

ফেবার চলে গেলেন। ফিরে এলেন একটু বাদেই। ওরা কার্ডবোর্ডের কিট ব্যাগটি টেপ দিয়ে বন্ধ করল। মন্টাগ ব্যাগটির গায় হুইস্কি ঢেলে দিল। 'আমি চাই না হাউন্ড একসঙ্গে দুটো গন্ধ পাক। আমি কি এই হুইস্কির বোতলটি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি? এটা পরে কাজে লাগবে।'

ওরা হ্যান্ডশেক করল, দরজার দিকে পা বাড়ানোর সময় আবার তাকাল টিভি পর্দায়। হাউন্ডটি রওনা হয়ে গেছে। তাকে নিঃশব্দ অনুসরণ করছে হেলিকপ্টার ক্যামেরা। প্রথম গলি ধরে এগিয়ে আসছে হাউন্ড।

'বিদায়!'

খিড়কির দুয়ার দিয়ে লঘু পদে বেরিয়ে এল মন্টাগ। তারপর কিটব্যাগটি হাতে নিয়ে ছুটল। পেছনে শুনতে পেল ফেবার ঝাঝরি দিয়ে বাগানে পানি ছিটাচ্ছেন, ভিজিয়ে দিচ্ছেন ফুটপাত, পানি গড়িয়ে যাচ্ছে গলির দিকে। পানির ফোঁটা ছিটকে এসে লাগল মন্টাগের মুখে! শুনতে পেল যেন বুড়ো মানুষটি ওকে পেছন থেকে হেঁকে বলছেন। 'বিদায়!' তবে সত্যি শুনতে পেয়েছ কিনা নিশ্চিত নয় ও।

ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে খুব জোরে দৌড়াতে লাগল নদী অভিমুখে।

উনিশ.

পালাচ্ছে মন্টাগ।

শরতের শুকনো এবং দ্রুত গতির বাতাসের মতো হাউন্ডের উপস্থিতি টের পাচ্ছে ও, যে বাতাসে ঘাসে দোল খায় না, খুলে যায় না জানালা কিংবা সাদা ফুটপাতের পাতাগুলোও আন্দোলিত হয় না। হাউন্ডটির পা যেন পৃথিবীকে স্পর্শ করছে না। ওটা সঙ্গী করে নিয়ে আসছে নীরবতা, ফলে নৈঃশব্দের এ চাপটা আপনি পরিষ্কার অনুভব করতে পারবেন। আর এ চাপটা বৃদ্ধি পাচ্ছে টের পেতেই ছুটে পালাচ্ছে মন্টাগ।

দম নেয়ার জন্য থামল ও। নদীর দিকে যাচ্ছে। স্বপ্নালোকিত বাড়ির জানালায় উঁকি দিল মন্টাগ। লোকে পার্লার ওয়ালে শো দেখছে, দেয়ালে মেকানিকাল হাউণ্ডটিকে দেখা যাচ্ছে। ওটার নিঃশ্বাসে বেরিয়ে আসছে নিওন বাষ্প, ওটাকে এই দেখাচ্ছে আবার পর মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ওটাকে দেখা গেল এলম টেরাসে, লিংকন, ওব, পার্ক ছাড়িয়ে এবারে গলি ধরে ছুটছে ফেবারের বাড়ি অভিমুখে।

বাড়িটি পার হয়ে যায়, মনে মনে বলল মন্টাগ, থামিস না, চলে যা। মোড় নিস নে।

পার্লার ওয়ালে ফেবারের বাড়িটি দেখছে মন্টাগ। বাগানের ঝাঁঝরি দিয়ে পানি ছিটকে উঠছে রাতের বাতাসে।

হাউন্ডটি দাঁড়িয়ে পড়ল, কাঁপছে।

না! জানালার গোবরাট চেপে ধরল মন্টাগ। এদিকে আয়। এখানে!

ধাতব কুকুরের দাঁতের ফাঁক দিয়ে ধারালো সুইটা বারবার বেরুতে লাগল আবার মুখের মধ্যে ঢুকতে থাকল। মন্টাগ নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মেকানিকাল হাউন্ড ঘুরল, ফেবারের বাড়ির সামনে থেকে সরে গিয়ে আবার গলিপথে ঢুকল।

আকাশে তাকাল মন্টাগ। হেলিকপ্টারগুলো ক্রমে কাছিয়ে আসছে, যেন অনেকগুলো পোকা একটি নির্দিষ্ট আলোকরেখার দিকে উড়ে যাচ্ছে দল বেঁধে।

মন্টাগ আবার নিজেকে মনে করিয়ে দিল সে যে নদীর দিকে ছুটে পালাচ্ছে তা কোনো কাল্পনিক এপিসোড নয় যা লোকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করবে; এ তার নিজের দাবা খেলা যা প্রতিটি পদক্ষেপে সে নিজেই প্রত্যক্ষদর্শী।

বাড়ির জানালার পাশ থেকে সরে এল মন্টাগ। আবার শুরু করল দৌড়। সে ছুটতে ছুটতে সীশেল লাগিয়ে দিল কানে।

'এলম টেরাসের সর্বস্তরের জনগণকে পুলিশ এই বলে পরামর্শ দিচ্ছে যে, প্রতিটি রাস্তার প্রতিটি বাড়ির মানুষ সামনের অথবা পেছনের দরজা খোলা রাখবেন অথবা জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকবেন বাইরে। সবাই যদি পরের মিনিট থেকে বাইরে তাকিয়ে থাকেন তাহলে পলাতক আর পালিয়ে যেতে পারবে না।

'রেডি!

তাই তো! এ কাজটা তারা আগে করেনি কেন? কেন, গত গত কয়েক বছর ধরে এ খেলাটাই তো খেলা হয়েছে নাকি! সবাই ওর খোঁজে তাকিয়ে থাকলে ওকে দেখতে পাবেই। কারণ শুধু একজন মানুষ রাতের নগরীতে একা ছুটছে, শুধু একজন মানুষ পায়ের ওপর ভর করে দৌড়াচ্ছে!

'এখনই গণনা শুরু হবে। এক! দুই!'

মন্টাগ টের পেল জেগে উঠল নগরী।

'তিন!'

মন্টাগ অনুভব করল নগরীর হাজার হাজার দরজা খুলে গেল।

জলদি! পা তোলো! পা ফেলো!

'চার!'

মানুষজন তাদের হলওয়েতে নিশি পাওয়া লোকের মতো হাঁটছে।

'পাঁচ!'

মন্টাগ অনুভব করল লোকজন তাদের দরজার হাতলে হাত রেখেছে।

নদীর গন্ধটা নাকে এসে লাগল শীতল এবং বৃষ্টির মতো। মন্টাগের গলার ভেতরটা খুব জ্বলছে, দৌড়ের কারণে চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, অশ্রু শুকিয়ে আছে চোখের কোণে। সে বিকট চিৎকার দিল যেন এই চিৎকার তার গতি বৃদ্ধি করবে, তাকে ঠেলে নিয়ে যাবে বাকি একশো গজ পথ।

'ছয়, সাত, আট!'

পাঁচ হাজার দরজার হাতল ধরে টান মারা হলো।

'নয়!'

শেষ সারির বাড়িগুলোর পাশ কাটাচ্ছে মন্টাগ, খাড়া একটা ঢালে এসে পড়েছে সে। ঢালটা গিয়ে মিশেছে নিরেট, চলন্ত আঁধারে।

'দশ!'

খুলে গেল দরজাগুলো।

মন্টাগ কল্পনায় দেখতে পেল সহস্র মুখ তাদের উঠোনে উঁকি দিচ্ছে, উঁকি মারছে গলিতে, আকাশে সহস্র মুখ যেগুলো পর্দার আড়ালে আড়াল করা, বিবর্ণ, ভীত-সন্ত্রস্ত মুখ, বৈদ্যুতিক গুহা থেকে উঁকি মারা ধূসর জন্তুর মতো মুখ, ধূসর বর্ণহীন চোখের মুখ, ধূসর জিভ, এবং অসার মুখের মাংস ভেদ করা ধূসর চিন্তাগুলো তাকিয়ে আছে।

কিন্তু ততক্ষণে নদীতে নেমে পড়েছে মন্টাগ।

নদীটির বাস্তবিকই অস্তিত্ব রয়েছে পরীক্ষা করতে সে স্পর্শ করল জল। তারপর জামাকাপড় খুলে ফেলল মন্টাগ, গায়ে, হাতে পায়ে এবং মাথায় তরল পদার্থটি ছিটাতে লাগল। ওটা সে পান করল, খানিকটা জল নাকেও ঢোকাল। তারপর ফেবারের পুরানো কাপড় আর জুতো পরে নিল মন্টাগ। নিজের জামাকাপড়গুলো ছুড়ে ফেলল নদীতে, দেখল ওগুলো স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে। তারপর, সুটকেসটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে নদীতে নেমে পড়ল মন্টাগ। হাঁটতে হাঁটতে গভীরে নামল। তারপর আর যখন তল পেল না, ভাসিয়ে দিল নিজেকে নদীর অন্ধকার স্রোতে।

কুড়ি.

ভাটির তিনশো গজ দূরে যখন মন্টাগ, ওই সময় নদীর তীরে এসে হাজির হলো হাউন্ড। মাথার ওপর হেলিকপ্টারের মস্ত ব্লেডগুলো সগর্জনে ঘুরে চলছে। আলোর বন্যা বয়ে গেল নদীর ওপর। যেন মেঘ কেটে বেরিয়ে এসেছে সূর্য। জলের নিচে ডুব দিল মন্টাগ। নদীর স্রোত ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দূরে, অন্ধকারে। তারপর আলোগুলো নদীর ওপর থেকে ফিরে গেল জমিনে। হঠাৎ গতি বদলে শহর অভিমুখে উড়াল দিল হেলিকপ্টারগুলো যেন আরেকটা ট্রেইল খুঁজে পেয়েছে তারা। চলে গেল ওরা। চলে গেল হাউন্ডও। এখন শুধু আছে নদী আর তার মাঝখানে শান্তি নিয়ে ভাসমান মন্টাগ, শহর, আলো এবং ধাওয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সে, দূরে সরে যাচ্ছে সবকিছু থেকে।

মন্টাগের মনে হচ্ছে সে যেন মস্ত একটি মঞ্চ আর অনেকগুলো অভিনেতাকে রেখে চলে এসেছে। মনে হচ্ছে সে একটি প্রেতচক্র আর কতগুলো ভূতকে ছেড়ে চলে এসেছে। একটি ভীতিকর অবাস্তবতা থেকে সে একটি বাস্তবতার মাঝে প্রবেশ করছে যা অলীক তবে নতুন।

ভেসে চলেছে মন্টাগ। মাথার ওপরে আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা। যেন ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে শেষ করে দেবে। ও ভেসে চলেছে। হাতের চামড়ার পোটলাটা পানিতে ভিজে চুপচুপে। ডুবে গেল জলে। নদীটি শান্ত, বয়ে চলেছে ধীর গতিতে। মন্টাগ চলে যাচ্ছে সেই সব লোকজন থেকে দূরে যারা সকালের নাশতা হিসেবে খায় ছায়া, লাঞ্চে ভক্ষণ করে বাষ্প আর সাপারে ধোঁয়া। নদীটি খুব পার্থিব; ওকে আদর করে ধরে আছে, তাকে অবশেষে বিশ্রামের স্বাদ পেতে দিচ্ছে। মন্টাগ শুনতে পাচ্ছে তার হৃদস্পন্দনের গতি আস্তে আস্তে মন্থর হয়ে আসছে। সে দেখছে আকাশের অনেকটা নিচে নেমে এসেছে চাঁদ। চাঁদ আলো ছড়াচ্ছে। চাঁদ আলো পাচ্ছে কোত্থেকে? অবশ্যই সূর্যের কাছ থেকে। আর সূর্য আলো পাচ্ছে কোত্থেকে? সে নিজেই তার আগুনে আলোকিত। সূর্য আলো ছড়িয়ে চলেছে দিনের পর দিন, জ্বলছে আর জ্বলছে। সূর্য এবং সময়। সময় এবং সূর্য জ্বলছে। এবং পুড়ছে।

সূর্য প্রতিদিন জ্বলে এবং সময়কে পোড়ায়। বৃত্তাকারে ঘুরছে পৃথিবী, নিজের অক্ষরেখায় আবর্তিত হচ্ছে আর সময় পুড়িয়ে ফেলছে বছরগুলো এবং মানুষজন। কাজেই মন্টাগ যদি কিছু পোড়ায় ফায়ারম্যানদের সঙ্গে এবং সূর্য পোড়াচ্ছে সময়কে, তার মানে সবকিছুই পুড়ে যাচ্ছে।

ওদের কাউকে এই পোড়ানোটা বন্ধ করতে হবে, থামাতে হবে। সূর্য তো আর বন্ধ করতে পারবে না। কাজেই এ দায়িত্ব নিতে হবে মন্টাগ আর তার সহযোগী কয়েকজনকে যাদের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা আগেও সে কাজ করেছে।

মন্টাগের পা বাড়ি খেল মাটিতে, স্পর্শ পেল নুড়ি পাথর এবং খসখসে বালুর। নদী তাকে তীরে পৌঁছে দিয়েছে।

সে অন্ধকারের বিকট প্রাণীটার খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল। ওটা হয়তো ঘাসের আড়ালে কিংবা জঙ্গলে ঘাপটি মেরে বসে আছে, তার জন্য অপেক্ষা করছে।

নদী থেকে উঠে আসতে মন চাইছে না মন্টাগের। হাউন্ডটা নিশ্চয় আশপাশে কোথাও আছে। হয়তো হঠাৎ করেই দেখা যাবে গাছপালাগুলো প্রবলভাবে আন্দোলিত হতে শুরু করেছে হেলিকপ্টারের ব্লেডের বাতাসে।

কিন্তু শুধু শরৎকালীন স্বাভাবিক বাতাস ছাড়া আর কোনো হাওয়া নেই, আরেকটি নদীর মতো বয়ে চলেছে। হাউন্ডটাকে দেখা যাচ্ছে না কেন? নদীর তীরে ওরা কেন সার্চ করছে না? কান পাতল মন্টাগ। কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

মিলির কথা মনে পড়ল ওর। ভাবছে মিলি এখন এখানে থাকলে কী করত? এত নীরবতা কি ও সহ্য করতে পারত? তুমি কি চিৎকার করে উঠতে 'শাট আপ! শাট আপ!' বলে? মিলি। মিলি। মিলির কথা মনে পড়তে মনটাই খারাপ হয়ে গেল মন্টাগের।

মিলি এখানে নেই, হাউন্ডও এখানে নেই, শুধু দূরের মাঠ থেকে খড়ের শুকনো গন্ধ ভাসিয়ে নিয়ে আসছে বাতাস। মন্টাগের একটা খামারবাড়ির কথা মনে পড়ল। খুব ছোটবেলায় সে ওখানে একবার গিয়েছিল। সেই দুর্লভ মুহূর্তগুলোর একটি ছিল ওটি যখন সে আবিষ্কার করেছিল অবাস্তবতার সাতটি পর্দা কিংবা পার্লারের দেয়ালের ওপাশেও অনিন্দ্যসুন্দর কিছু আছে। সে দেখছিল মাঠে দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছিল গরু, শুয়োরের পাল বসে আছে দুপুরের রোদে উষ্ণ পুকুরে, পাহাড়ে একটি ভেড়ার পেছনে ঘেউঘেউ করে ছুটছিল একটি কুকুর।

এখন খড়ের শুকনো গন্ধ, জলের প্রবাহ মন্টাগকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়ার জন্য ভাবাচ্ছে, সে ভাবছে কোলাহলপূর্ণ রাজপথ থেকে দূরে একটি নির্জন গোলাঘরে তাজা খড়ের ওপর শুয়ে সে ঘুমাবে। সে গোলাঘরটির অবস্থান একটি খামারবাড়ির পেছনে যেখানে থাকবে একটি প্রাচীন বায়ুকল, যা ঘরর ঘরর শব্দ

তুলে ক্রমাগত ঘুরতে থাকবে। সে সারারাত গোলাঘরে খড়ের ওপর শুয়ে থাকবে, কান পেতে শুনবে দূর থেকে ভেসে আসা জন্তু জানোয়ারের ডাক, পোকামাকড়ের ঐকতান, গাছের ডালের ফাঁকে বাতাসের ফিসফিস।

মন্টাগ ভাবছিল সে গোলাবাড়ির যে চিলেকোঠার ঘরে শুয়ে থাকবে তার নিচে একটি শব্দ শুনবে, যেন কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে। সে উঠে বসবে আড়ষ্ট শরীর নিয়ে। শব্দটি ক্রমে চলে যাবে। সে আবার শুয়ে পড়বে এবং ঘরের জানালা দিয়ে তাকাবে। অনেক রাতে দেখবে খামার বাড়ির বাতিগুলো একে একে নিভে যাচ্ছে তারপর দেখবে খুব সুন্দরী, তরুণী একটি মেয়ে একটি জানালায় বসে আছে। চুলে বিনুনী করছে।

আলো নেই বলে তাকে পরিষ্কার দেখা যাবে না তবে তার মুখখানা মনে হবে সেই মেয়েটির মতো যে এখন মন্টাগের কাছে অতীত, যে মেয়ে আবহাওয়ার খবর রাখত, যাকে জোনাকিরা কখনও পোড়াতে পারেনি, যে মেয়েটি জানত ডেলডিলায়ন ফুল চিবুকে ঘষে দিলে কী হয়। তারপর মেয়েটির জানালা থেকে চলে যাবে এবং আবার আবির্ভূত হবে। দোতলায় তার রূপালি সাদা রঙের ঘরে।

সকাল বেলায় মন্টাগের আর নিদ্রার প্রয়োজন হবে না। সে ঘর থেকে নেমে আসবে নিচে, বেরুবে ভোগের নরম গোলাপি আলোয়। তারপর সে খেতে চাইবে এক গ্লাস টাটকা দুধ, খান কয়েক আপেল আর কিছু নাশপাতি।

এ মুহূর্তে ঠিক সেটাই দরকার মন্টাগের।

এক গ্লাস দুধ, একটি আপেল আর একটি নাশপাতি।

সে নদী থেকে উঠে এল।

জমিন যেন জলোচ্ছ্বাসের মতো ছুটে এলো ওর দিকে। অন্ধকার যেন ওকে গুঁড়িয়ে দিল, এবং বাতাসে লক্ষ কোটি গন্ধ বরফশীতল করে তুলল ওর শরীর। গন্ধ এবং শব্দ ওর কানের ভেতর যেন গজরাতে শুরু করল। ঘুরল মন্টাগ। আবার নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে, স্রোত ওকে নিরাপদে ভাসিয়ে নিয়ে যাক যেখানে খুশি। কালো এই ভূমি উঠে আসছে দৈত্যের মতো, মনে পড়ছে শৈশবের কথা যখন সাঁতার কাটতে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা ঢেউ ওকে একেবারে পাতালে গেঁথে ফেলার দশা করেছিল, নোনা জল ঢুকে গিয়েছিল নাকে মুখে, তার পেটে। সে ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। কত যে জল!

কত যে জমিন!

তার সামনের কালো দেয়াল ফুঁড়ে শোনা গেল একটি ফিসফিস, ফুটে উঠল একটি কাঠামো। একটি আকৃতি, দুটি চোখ। রাত তাকিয়ে আছে তার দিকে। বনভূমি দেখছে তাকে।

সেই হাউন্ডটা!

এতখানি রাস্তা পাগলের মতো ছুটে আসা, পলায়ন, পানিতে প্রায় ডুবে মরার উপক্রম, এতো দূরে আসা, এতো পরিশ্রম, এবং যখন আপনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছেন তখন কিনা দেখলেন...।

সেই হাউন্ডটা!

মন্টাগ শেষ যন্ত্রণাকাতর চিৎকার দিল যেন আর সইতে পারছে না সে।

কাঠামোটা উধাও হয়ে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেল চোখ জোড়া। বৃষ্টির মতো উড়ল ঝরা পাতা।

প্রান্তরে একা দাঁড়িয়ে আছে মন্টাগ।

একটা হরিণ। সুগন্ধীর মতো মৃগনাভির গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে, মিশে গেছে রক্ত আর জানোয়ারটার নিঃশ্বাসের সঙ্গে। মাটিতে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ কোটি পাতা মাড়িয়ে কদম বাড়াল মন্টাগ। আরেকটা গন্ধ পাচ্ছে সে। কাটা আলুর গন্ধ। আচারের গন্ধ আসছে, গন্ধ আসছে পার্লারের। মাস্টার্ডের গন্ধ পাচ্ছে মন্টাগ। সে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিঃশ্বাস নিতে লাগল। তার মনে হচ্ছে সে আর একা নয়। মনে হচ্ছে এখানে অনেক কিছু আছে যা তাকে পূর্ণ করতে পারে। সে আবার হাঁটা শুরু করল।

পাতা মাড়িয়ে, হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে মন্টাগ।

হঠাৎ পায়ে কী যেন একটা ঠেকল।

মাটিতে হাত রাখল মন্টাগ। জিনিসটা কী বুঝবার চেষ্টা করছে। এদিকে একটা ইয়ার্ড, ওদিকে একটা ইয়ার্ড।

এ যে দেখছি রেলরোড ট্রাক।

ট্রাকটা বেরিয়েছে শহর থেকে, মাটির ওপর থেকে এসেছে, বনজঙ্গল ভেদ করে নদীর ধারে এসে অবশেষে পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে।

এ রাস্তাটাই খুঁজছিল মন্টাগ। এ যেন চিরচেনা একটি পথ। এ এক জাদুর ছোঁয়া, এ জাদুটি সে স্পর্শ করতে চায়, চায় তার পায়ের নিচে অনুভব করতে।

সে কাঁটা ঝোপের ঝাপ সরিয়ে এগোতে লাগল। তার চারপাশে নানান রকম গন্ধ, অনুভূতি আর স্পর্শ আর পত্রপল্লবের ফিসফিস।

মন্টাগ রেলওয়ে ট্রাক ধরে হেঁটে চলল।

হঠাৎ ব্যাপারটা মনে পড়ল তার। মনে পড়ায় বিস্মিত হলো সে। যদিও ব্যাপারটি সে কোনোদিন প্রমাণ করতে পারবে না।

একদা, অনেক আগে ক্ল্যারিস এখানে হেঁটে বেড়াত যেখানে সে এখন হাঁটছে।

একুশ.

আধঘণ্টা পরে, ঠান্ডায় জর্জরিত মন্টাগ সাবধানে ট্রেইল ধরে হাঁটছে, নিজের শরীর সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, তার চেহারা তার মুখ, অন্ধকারে ভরা তার চোখ, শব্দে ভরা তার কান, চোরকাঁটা আর বিছুটি লেগে থাকা তার পা, সে সামনে দেখতে পেল আগুনটাকে।

আগুনটাকে এই দেখা গেল, পরমুহূর্তে অদৃশ্য, আবার ফিরে এলো, যেন চোখের পলকে। থেমে গেল সে, ভয় পাচ্ছে একটি মাত্র নিঃশ্বাস ফেলে সে হয়তো আগুনটাকে নিভিয়ে দেবে। কিন্তু আগুনটা ওখানে আছে, সে সতর্ক ভঙ্গিতে ওদিকে এগুলো। মিনিট পনেরো লাগল ওটার খুব কাছে যেতে। তারপর আড়াল থেকে ওটার দিকে তাকাল সে। সাদা-লাল মেশানো রঙ, অদ্ভুত একটা আগুন, মন্টাগের কাছে অন্যরকম লাগল।

ওটা কিছু পোড়াচ্ছে না, উষ্ণ করছে।

সে দেখল অনেকগুলো হাত আগুন পোহাচ্ছে, হাতগুলোর বাহুমূল নেই, আঁধার অদৃশ্য। হাতের ওপরে দেখা যাচ্ছে ভাবলেশশূন্য কতগুলো চেহারা যেগুলো শুধু আগুনের আলোয় নড়াচড়া করছে। আগুন এরকম হতে পারে কোনো ধারণাই ছিল না মন্টাগের। আগুন শুধু নেয় না, বিনিময়ে কিছু দিতেও পারে, জানা ছিল না ওর। এ আগুনটার গন্ধও অন্যরকম।

কতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল জানে না মন্টাগ, নিজেকে তার একটা জানোয়ারের মতো মনে হচ্ছিল যে আগুনের টানে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে। নিজেকে তার মনে হচ্ছিল রোমশ একটা জানোয়ার, যার পায়ে খুড় আছে, মাথায় শিং, এ জানোয়ারটার শরীর কাটলে রক্ত দিয়ে শরতের গন্ধ আসবে। সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। আগুনের পুটপাট শব্দ শুনছে।

আগুনটার চারপাশ ঘিরে একটা নৈশব্দ্য বিরাজ করছে, নীরবতা রয়েছে মানুষগুলোর চেহারাতেও। শুধু আগুনটা ভিন্নরকম নয়, নীরবতাও তা-ই। মন্টাগ এই বিশেষ নীরবতার দিকে এগিয়ে গেল।

আর তখন কথা বলা শুরু হয়ে গেল। ওরা কথা বলছে। তবে কণ্ঠগুলো কী বলছে বুঝতে পারছে না মন্টাগ, তবে শব্দ উঠছে এবং নামছে। কণ্ঠগুলো যেন এ দেশটাকে চেনে, চেনে গাছপালা. শহর, নদী। কণ্ঠগুলো সব কিছু নিয়ে কথা বলছে, এমন কোনো বিষয় নেই যে সম্পর্কে তারা অবগত নয়। তাদের ভেতরে রয়েছে কৌতূহল এবং বিস্ময়।

তারপর ওদের একজন মুখ তুলে চাইল এবং দেখে ফেলল মন্টাগকে। কণ্ঠটি ওকে আহ্বান করল:

'ঠিক আছে, তুমি এখন আসতে পার।'

ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মন্টাগ।

'ইটস অলরাইট,' বলল কণ্ঠটি। 'এখানে তুমি সুস্বাগতম।'

মন্টাগ মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল অগ্নিকুণ্ডের দিকে। ওখানে গাঢ় নীল ডেনিম প্যান্ট, জ্যাকেট আর গাঢ় নীল শার্ট পরা পাঁচজন বৃদ্ধ মানুষ বসে আছেন। এদেরকে কী বলবে ভেবে পেলনা মন্টাগ।

'বসো,' বললেন একজন। দেখে মনে হলো ছোট দলটির তিনিই নেতা। 'কফি খাবে?'

মন্টাগ দেখল কুচকুচে কালো রঙের একটি তরল পদার্থ একটি জোড়াতালি দেয়া টিনের কাপে ঢালা হলো। কাপটি সোজা এগিয়ে দেয়া হলো ওর দিকে। নিঃশব্দে কাপে চুমুক দিল মন্টাগ, টের পেল তার দিকে সকলে কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে। তাকে ঘিরে থাকা মুখগুলো শশ্রুমণ্ডিত, তবে দাড়িগুলো পরিষ্কার, সুন্দরভাবে ছাঁটাই করা। এবং তাদের হাতগুলিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তারা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন যেন অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন, এখন আবার তারা বসলেন। 'ধন্যবাদ,' বলল মন্টাগ, 'অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

'ইউ আর ওয়েলকাম, মন্টাগ। আমার নাম গ্রানজার।'

তিনি বর্ণহীন তরলের ছোট একটি বোতল এগিয়ে দিলেন। 'এটাও পান করো। এ জিনিস খেলে তোমার ঘামের রাসায়নিক সূচক হ্রাস পাবে। এখন থেকে আধঘণ্টার মধ্যে তোমার গা থেকে দু'জন মানুষের গন্ধ বেরুতে থাকবে। তোমার পিছু নেয়া হাউন্ডটি তখন তোমাকে খুঁজতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে।'

তেতো তরলটি পান করল মন্টাগ।

'তোমার গা থেকে ববক্যাটের গন্ধ বেরুবে,' বললেন গ্রাজার।

'আপনি আমার নাম জানেন দেখছি,' বলল মন্টাগ।

আগুনের পাশে রাখা বহনযোগ্য একটি ব্যাটারিঅলা টিভির দিকে ইঙ্গিত করলেন গ্রানজার। 'আমরা ধাওয়াটা টিভিতে দেখছিলাম। ধারণা করেছিলাম তুমি নদীপথে দক্ষিণ দিকে আসবে। তোমাকে যখন জঙ্গলের মধ্যে মাতাল

এলকের (বড় হরিণ) মতো হাঁটতে দেখলাম তখন আর আমরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করিনি। সাধারণত: অপরিচিত মানুষজন দেখলে আমরা এটা করি। আমরা ধারণা করেছিলাম তুমি নদীতে আছ, আর ওই সময় হেলিকপ্টার ক্যামেরা তোমাকে শহরের আনাচ কানাচে খুঁজে বেড়াচ্ছে। খুবই হাসির ব্যাপার। ধাওয়া এখনও চলছে। তবে অন্য দিকে।'

'অন্যদিকে?'

'দ্যাখো।'

গ্রানজার পোর্টেবল ভিউয়ার অন করলেন। দৃশ্যটা দুঃস্বপ্নের মতো। একটি কণ্ঠ বলছিল

'নগরীর উত্তরে ধাওয়া এখনও চলছে! পুলিশ হেলিকপ্টারগুলো এভিন্যু ৮৭ এবং এলম গ্রোভ পার্কে জড়ো হচ্ছে!'

মাথা ঝাঁকালেন গ্রানজার। 'ওরা মেকি ধাওয়ার দৃশ্য দেখাচ্ছে। তুমি ওদেরকে নদীতে ফাঁকি দিয়েছ। কিন্তু ওরা তা স্বীকার করবে না। ওরা জানে খুব বেশিক্ষণ দর্শক ধরে রাখতে পারবে না। কারণ, শো শেষ করতে হবে জলদি। ওরা পুরো নদী সার্চ করতে গেলে সারা রাত লেগে যেত। তাই তারা শো শেষ করার জন্য একটা স্কেপগোট খুঁজছে। দ্যাখো। আগামী পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওরা মন্টাগকে ধরে ফেলবে।'

'তা কী করে–'

'দ্যাখোই না!'

হেলিকপ্টারের পেটে ঝোলা ক্যামেরা এখন জনশূন্য একটি রাস্তার ওপর উড়ে আসছে।

'দেখলে?' ফিসফিস করলেন গ্রানজার। 'তুমি ওখানে থাকবে, রাস্তায় ওই শেষ মাথায় আসবে আমাদের ভিক্টিম। আমাদের ক্যামেরা কীভাবে এর মধ্যে প্রবেশ করবে জানো? দৃশ্যটা তৈরি করো। সাসপেন্স। লং শট। এখন ধরো কোনো বেচারী রাস্তায় একা একা হাঁটতে বেরিয়েছে। এরকম অবশ্য খুব কমই ঘটে। ভেবো না যে পুলিশ এ ব্যাপারটি জানে না। তারা সব খবরই রাখে। সে যাকগে, পুলিশ ওই বিশেষ লোকটির ওপর প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য আগে থেকেই সংগ্রহ করে রেখেছে। কারণ জানে না তো কখন কী তথ্য কাজে লেগে যাবে। আর আজ সেটা কাজে লাগছে। ওই যে দ্যাখো!'

আগুন ঘিরে বসা মানুষগুলো সামনে ঝুঁকে এলেন।

পর্দায় একটি লোককে দেখা গেল রাস্তার মোড় ঘুরছে। ভিউয়ারে মেকানিকাল হাউন্ডের চেহারা ফুটে উঠল। অকস্মাৎ। ছুটে আসছে ওটা।

হেলিকপ্টারের আলোগুলো ডজনখানেক উজ্জ্বল পিলারের মতো পড়ল লোকটাকে ঘিরে, যেন আলো একটা খাঁচা তৈরি করল।

একটি কণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে মন্টাগ! সার্চ তবে শেষ!'

নিরীহ মানুষটা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হাউন্ডের দিকে, কী ওটা জানে না। হয়তো কোনোদিনই জানত না। আকাশের দিকের মুখ তুলে চাইল সে, তারপর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করতে থাকা সাইরেন। ক্যামেরা ছুটে আসছে। হাউন্ডটি লাফ দিল শূন্যে নিখুঁত সময় মেপে এবং দারুণ একটা ছন্দ তুলে। ওটার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল সেই কালান্তর সুঁই। এক মুহূর্তের জন্য ওটা শূন্যে ভেসে রইল যেন দর্শকদের বুঝবার সময় দিল জিনিসটা কী, তারা যেন দেখতে পায় ভিক্টিমের চেহারা, খালি রাস্তা, ইস্পাতের জানোয়ারটি এবং টার্গেট অভিমুখে ছুটে যাওয়া একটি বুলেটকে।

'মন্টাগ, নোড়ো না!' আকাশ থেকে বলে উঠল একটি কণ্ঠ।

ক্যামেরা ভিক্টিমকে দেখাচ্ছে, একই সঙ্গে হাউন্ডটিও। দুটোই একসঙ্গে তার কাছে পৌঁছাল। ভিক্টিমকে ধরে ফেলল হাউন্ড এবং ক্যামেরা মাকড়সার মতো হাত বাড়িয়ে কঠিন মুঠিতে চেপে ধরল তাকে। লোকটি চিৎকার দিল। চিৎকার দিল। চিৎকার দিল।

তারপর সবকিছু অন্ধকার।

নীরবতা।

নিশব্দে চিৎকার দিল মন্টাগ, মুখ ঘোরাল অন্যদিকে।

নীরবতা।

তারপর, কিছুক্ষণ বাদে, আগুনের চারপাশে বসে থাকা ভাবলেশহীন চেহারার মানুষগুলো শুনতে পেলেন অন্ধকার পর্দা থেকে একজন ঘোষকের কণ্ঠ ভেসে আসছে, 'সার্চ শেষ। মন্টাগ মারা গেছে। সমাজের বিরুদ্ধে একটি অপরাধের প্রতিশোধ নেয়া গেছে।'

অন্ধকার।

'এখন আমরা আপনাদেরকে হোটেল লাক্সের স্কাইরুমে নিয়ে যাবো আধঘণ্টার অনুষ্ঠানে *জাস্ট বিফোর ডন* দেখাবার জন্য–'

টিভির সুইচ অফ করে দিলেন গ্রানজার।

'ওরা মানুষটার মুখ দেখায়নি। ব্যাপারটা খেয়াল করেছে সবাই এমনকি তোমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুটিও হলফ করে বলতে পারবে না ওটা সত্যি তুমি ছিলে কিনা। কেউ কিছু কল্পনা করার আগেই ওরা শো শেষ করে দিয়েছে। জাহান্নাম, 'ফিসফিস করলেন তিনি। 'জাহান্নাম।'

·মন্টাগ কিছু বলল না। সে কালো পর্দার দিকে তাকিয়ে কাঁপছিল।

মন্টাগের বাহুতে হাত রাখলেন গ্রানজার। 'ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রম দা ডেড।' মন্টাগ মাথা ঝাঁকাল। গ্রানজার বলে চললেন, 'তুমি হয়তো আমাদের সবার নাম শুনেছ। ইনি ফ্রেড ক্লেমেন্ট, ক্যামব্রিজে টমাস হার্ডি চেয়ারের সাবেক অকুপেন্ট। পরে অবশ্য এটিকে অ্যাটমিক ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে রূপান্তর ঘটানো হয়। উনি হলেন ড. সিমনস U.C.L.A-র স্পেশালিস্ট, প্রফেসর ওয়েস্ট এথিক্স নিয়ে অনেক কাজ করেছেন, অবশ্য এটি এখন একটি প্রাচীন পাঠ্য। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে ইনি কাজ করতেন। রেভারেন্ড পাডোভার ত্রিশ বছর আগে কিছু লেকচার দিয়েছিলেন। ইনি এখন আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন। আর আমি 'দ্য ফিঙ্গারস ইন দ্য গ্লোভ : দ্য প্রোপার রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড সোসাইটি' নামে একটি বই লিখেছিলাম। আর এখন এখানে আছি। সুস্বাগতম, মন্টাগ!'

'আমি তো আপনাদের পাশে দাঁড়ানোর যোগ্য নই,' অবশেষে বলল মন্টাগ ধীরে ধীরে। 'আমি সারাজীবন বোকার মতো কাজ করেছি।'

'ওতে আমরা সবাই অভ্যস্ত। আমরা সকলেই কিছু না কিছু ভুল করেছি তবে সঠিক ভুল, না হলে আজ এখানে জড়ো হতাম না। আমরা যখন প্রত্যেকে আলাদাভাবে থাকতাম, আমাদের সবার ভেতরে থাকত ক্রোধ। কয়েক বছর আগে এক ফায়ারম্যান আমার লাইব্রেরি পোড়াতে এলে আমি তাকে আঘাত করি। তারপর থেকে কেবলই পালিয়ে বেড়াচ্ছি। তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, মন্টাগ?'

'দেব।'

'আমাদেরকে তোমার দেয়ার মতো কী আছে?'

'কিছুই নাই। আমার কাছে বুক অব ইকলেসসিয়াসটাসের একটি কপি ছিল আর রিভেলেশনের কপি। কিন্তু এখন ওগুলোও নেই।'

'বুক অব ইকলেসসিয়াসটাস চমৎকার। বইটি কোথায়?'

'এখানে,' নিজের মাথায় টোকা দিল মন্টাগ।

'ওহ্,' হেসে মাথা দোলালেন গ্রানজার। তিনি রেভারেন্ডের দিকে ফিরলেন, 'আমাদের কাছে কি বুক অব ইকলেসিয়াসটাস এর কপি আছে?'

'আছে একখানা। ইয়ংটাউনে হ্যারিস নামে এক লোকের কাছে।'

'মন্টাগ,' গ্রানজার শক্ত হাতে মন্টাগের কাঁধ চেপে ধরলেন।

'সাবধানে চলবে। সুস্থ থাকার চেষ্টা করবে। হ্যারিসের যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে তুমিই হবে আমাদের বুক অব ইকলেসিয়াসটাস। কাজেই বুঝতেই পারছ শেষ মুহূর্তে তোমার গুরুত্ব কতটা বেড়ে গেল।'

'কিন্তু আমি তো ভুলে গেছি।'

'না। কোনোকিছুই সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায় না। তোমার কাছ থেকে আমরা জিনিস বের করে নিতে পারব।'

'কিন্তু আমি তো মনে করার চেষ্টা করেও পারিনি।'

'চেষ্টা করতে হবে না। আমাদের যখন প্রয়োজন হবে তখন এমনিই ওটা তোমার স্মৃতিতে চলে আসবে। আমাদের সবারই ফটোগ্রাফিক স্মৃতিশক্তি রয়েছে অথচ ওই স্মৃতি বন্ধ করে রাখার জন্যই আমাদের সারা জীবন শিক্ষা দেয়া হয়। সিমনস কুড়ি বছর ধরে এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন এবং আমরা এখন জানি একবার আমরা যা পাঠ করেছি সেই স্মৃতি কীভাবে মনে করতে হবে। তুমি কি প্লেটোর রিপাবলিক বইটি কখনও পড়তে চাও, মন্টাগ?'

'অবশ্যই চাই।'

'ধরে নাও আমিই প্লেটোর রিপাবলিক। মার্কাস অরিনিয়াস পড়তে চাও? মি. সিমনস হলেন মার্কাস।'

'হাউ ডু ইউ ডু?' বললেন মি. সিমনস।

'হ্যালো,' প্রত্যুত্তরে বলল মন্টাগ।

'তোমার সঙ্গে আমি জোনাথন সুইফটের পরিচয় করিয়ে দেব, 'গালিভার্স ট্রাভেলস' এর সেই বিখ্যাত লেখক। আরেকজন আছেন চার্লস ডারউইন, তারপরে রয়েছেন শোফেন আওয়ার, আইনস্টাইন, আর আমার কনুইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মি. আলবার্ট শুয়েজটার, খুবই মহান দার্শনিক। এখানে আমরা সবাই আছি, মন্টাগ। আরিস্তোফিনিস, মহাত্মা গান্ধী, গৌতম বুদ্ধ, কনফুসিয়াস, টমাস লাভ পিকক, টমাস জেফারসন এবং মি. লিংকন আরও কতজন! আরও আছেন ম্যাথিউ, মার্ক, লিউক এবং জন।'

সবাই নিঃশব্দে হাসলেন।

'এ হতে পারে না,' বলল মন্টাগ।

'এ হয়েই আছে,' বললেন গ্রানজার, হাসছেন। 'আমরা বই পোড়ানোর দলেও রয়েছি। আমরা বই পড়ার পরে পুড়িয়ে ফেলি ওরা বইগুলো খুঁজে পেতে পারে সেই ভয়ে। মাইক্রোফিল্ম নিষিদ্ধ হয়নি। আমরা সব সময় চলার ওপরে আছি, আমরা ফিল্ম কবর দিতে চাইনি। আমাদের ধরা পড়ার ভয় আছে সবসময়ই। তাই সবকিছু এই বুড়ো মস্তিষ্কগুলোর মধ্যে রেখে দিয়েছি যাতে কেউ দেখতে পাবে না, সন্দেহও করবে না। আমরা ইতিহাস, সাহিত্য এবং আন্তর্জাতিক আইনের সব খণ্ডাংশ। বায়রন, টম পেন, মেকিয়াভেলি কিংবা ক্রাইস্ট সবই আছে আমাদের মাথার মধ্যে। তুমি কী ভাবছ, মন্টাগ?'

'ভাবছিলাম ফায়ারম্যানদের বাড়িতে লুকিয়ে বই রেখে অ্যালার্ম বাজিয়ে দেয়ার চিন্তাটা একেবারেই ছেলেমানুষী ছিল'।

'তোমার যা করণীয় ছিল তা তুমি করেছ। তবে আমাদের রাস্তাটা আরও সহজ সরল। আমরা আমাদের জ্ঞান নিরাপদে সঞ্চিত রাখতে চাই। আমরা কাউকে উত্তেজিত কিংবা ক্রোধান্বিত করতে চাই না। আমরা যদি ধ্বংস হয়ে যাই, জ্ঞানও মৃত্যুবরণ করবে, সম্ভবত চিরকালের জন্য। আমরা আমাদের মতে মডেল নাগরিক, আমরা পুরানো রাস্তা ধরে চলি, আমরা রাতের বেলা পাহাড়ে নিদ্রা যাই। মাঝে মাঝে আমাদেরকে রাস্তায় থামিয়ে সার্চ করা হয় কিন্তু আমাদেরকে দোষারোপ কিংবা অভিযোগ করার মতো ওরা কিছু পায় না। আমাদের সংস্থাটি ফ্লেক্সিবল, খুবই আলগা ধরনের এবং খন্ডিত। আমাদের কেউ কেউ মুখে এবং আঙুলের ডগায় প্লাস্টিক সার্জারি করিয়েছে।

এখন আমাদের সামনে আছে একটি ভয়ানক কাজ; আমরা যুদ্ধ শুরুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। দ্রুত যুদ্ধ শুরু হয়ে শেষও হয়ে যাবে। যুদ্ধ শেষ হবার পরে হয়তো আমাদের কেউ কেউ পৃথিবীর কল্যাণে কাজে লাগতে পারব।'

'ওরা কি আপনাদের কথা সত্যি শুনবে বলে মনে করেন?'

'না শুনলে আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। আমরা আমাদের সন্তানদের হাতে বইপত্র তুলে দেব, মুখে বইয়ের কথা বলব, আমাদের সন্তানদের অপেক্ষা করতে বলব, অন্যরাও তাই করবে। এভাবে হয়তো আমরা অনেকেই হারিয়ে যাব। তবে তুমি তো আর জোর করে মানুষকে কিছু শোনাতে পারবে না। ওরা ওদের সময় হলে নিজেরাই আসবে, ভাববে কী হলো, কেন পৃথিবীটার এমন করুণ দশা হলো। সেদিন আসতে দেরি নেই।'

'আপনারা কতজন আছেন?'

'রাস্তা, পরিত্যক্ত রেল ট্রাক, লাইব্রেরির ভেতরে সবমিলে হাজারখানেক রয়েছি। শুরুতে এসব কিছুই প্ল্যান করে ঘটেনি। প্রতিটি মানুষের কাছে একটি করে বই ছিল যে বইটির কথা সে স্মরণে রাখতে চেয়েছিল এবং রেখেছিলও। তারপর, বছর কুড়ি বাদে, আমরা একে অন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, ভ্রমণ করি, আলগা নেটওয়ার্কটি সংগঠিত করার চেষ্টা করি এবং একটি পরিকল্পনা করি। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি আমরা করেছিলাম তা হলো আমাদের মধ্যে এ বিশ্বাসটি ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম যে আমরা কেউই খুব গুরুত্বপূর্ণ নই, আমরা পণ্ডিতি করব না; আমরা মনে করব না যে আমি অমুকের চেয়ে জ্ঞান বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠতর। আমরা বইয়ের জ্যাকেটের বেশি কিছু নই। আমাদের কেউ কেউ ছোট ছোট শহরে বাস করে। মেরীল্যান্ডের একটি শহরে বাস করে মাত্র

সাতশজন মানুষ, ওই শহরে কোনো বোমা পড়বে না। যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, একদিন বা কয়েক বছর পরে, বইগুলো আবার লেখা হবে, মানুষজনকে একে একে ডেকে আনা হবে, তারা যা জানে তা আবৃত্তি করে শোনাবে এবং আমরা নতুন করে সবকিছু শুরু করব আরেকটি অন্ধকার যুগ না আসা পর্যন্ত। মানুষের সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানো, মানুষ কখনও নিরুৎসাহিত হয় না, সবকিছু ছেড়েছুড়ে দেয়ার পরে আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করতে হবে ভেবেও সে বিরক্ত হয় না, কারণ সে জানে এ কাজটা করা খুবই জরুরি এবং কাজটা করার মূল্য সে পাবে।'

'আমরা আজ রাতে কী করছি?' জানতে চাইল মন্টাগ।

'অপেক্ষা করব,' জবাব দিলেন গ্রানজার। 'প্রয়োজন হলে একটু ভাটির দিকে এগোব।'

তিনি আগুনে বালু আর ময়লা ছুড়তে লাগলেন।

অন্যরা তাঁকে সাহায্য করল, হাত লাগাল মন্টাগও, বুনো এই চরাচরে সবাই মিলে আগুন নেভাতে একসঙ্গে কাজ করতে লাগল।

বাইশ.

তারার আলোয় নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

নিজের ওয়াটারপ্রুফ ঘড়ির আলোকিত ডায়ালে তাকাল মন্টাগ, পাঁচটা বাজে। ভোর পাঁচটা। আরেকটি নতুন ভোরের সূচনা হতে যাচ্ছে নদীর ওই তীরে।

'আপনারা আমাকে বিশ্বাস করলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল মন্টাগ।

অন্ধকারে এগিয়ে এলেন একজন।

'তোমার মুখ দেখে। তুমি নিশ্চয় সম্প্রতি নিজের চেহারা দেখনি আয়নাতে। ইউ লুক লাইক হেল!'

ওরা নদীর তীর ঘেঁষে দক্ষিণে চলেছে। মন্টাগ মানুষগুলোর চেহারা দেখার চেষ্টা করছে। আগুনের আলোয় ক্লান্ত, শ্রান্ত, বলীরেখা পড়া কিছু বুড়োটে মুখ দেখেছিল সে। সে উজ্জ্বল চেহারা দেখতে চাইছিল। হয়তো সে আশা করেছিল তাদের চেহারায় জ্বলজ্বল করবে জ্ঞান-গরিমা, তাদের ভেতরকার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে থাকবে সকলের মুখমণ্ডল। কিন্তু মুখের ওপর যেটুকু আলো দেখতে পেয়েছিল মন্টাগ তা ক্যাম্পফায়ারের আলো, আর এ মানুষগুলোকে অন্যদের থেকে আলাদা মনে হয়নি তার, সেই মানুষগুলো যারা দীর্ঘদিন ধরে শুধু ছুটে চলেছেন, দেখেছেন ভালো ভালো জিনিস ধ্বংস হয়ে যেতে, এবং এখন, অনেক দেরিতে, একত্রিত হয়েছেন কখন পার্টি শেষ হবে আর নিভে যাবে বাতি। তারা মোটেই নিশ্চিত নয় তারা যেসব জিনিস ধারণ করেছেন মস্তিষ্কে সেগুলো ভবিষ্যতের প্রতিটি ভোরকে বিশুদ্ধ আলোয় আলোকিত করতে পারবে কিনা, তারা নিশ্চিত নন যেসব বই তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, যেগুলোর পাতা এখনও কাটা হয়নি সেসব খদ্দেরদের জন্য যারা হয়তো পরবর্তীতে কোনো একদিন আসবে কেউ পরিষ্কার হতে, কেউ বা নোংরা হাত নিয়ে, সেই বইগুলো তারা রক্ষা করতে পারবেন কিনা।

হাঁটতে হাঁটতে এদের সবার দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল মন্টাগ।

'প্রচ্ছদ দেখে একটি বইকে বিচার করতে যেয়ো না,' মন্তব্য করলেন ওদের একজন।

তারা সবাই নিঃশব্দে হাসলেন, এগোচ্ছেন ভাটির দিকে।

একটি গগণবিদারী, তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা গেল এবং নগরীর দিক থেকে উড়ে এল এক ঝাঁক জেট বিমান। মন্টাগ শহরের দিকে তাকাল। নদীর থেকে অনেক দূরে আবছা আলোর মতো দেখা যায় শহর।

'আমার স্ত্রী আছে ওখানে।'

'শুনে দুঃখিত হলাম। আগামী কয়েকদিন শহরের অবস্থা ভালো যাবে না,' বললেন গ্রানজার।

'আশ্চর্যের ব্যাপার আমি আমার স্ত্রীকে মিস করছি না, তার প্রতি কোনো অনুভূতিই জাগছে না আমার,' বলল মন্টাগ। 'সে যদি মারাও যায়, একটু আগেই উপলব্ধি করলাম আমি, মনে হয় না আমার খুব একটা মন খারাপ হবে। যদিও এরকম মনে হওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। আমার নিশ্চয় কিছু হয়েছে।'

'শোনো,' বললেন গ্রানজার, মন্টাগের একটা হাত ধরে হাঁটছেন।

'আমার বাল্যকালে আমার দাদু মারা যান। তিনি ছিলেন একজন ভাস্কর। খুব ভালো মানুষ ছিলেন তিনি, পৃথিবীকে অনেক কিছু দেয়ার ছিল তার। তিনি আমাদের শহরের বস্তি পরিষ্কার করার ব্যাপারে অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন; তিনি আমাদের জন্য খেলনা বানিয়ে দিতে এবং সারাজীবন আরও কত কিছু যে করেছিলেন! সারাক্ষণই তাঁকে তাঁর হাতজোড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখতাম। কিন্তু তিনি যখন মারা গেলেন, আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমি তাঁর জন্য মোটেই কাঁদছি না বরং কাঁদছি তিনি যেসব অবদান রেখে গেছেন তার জন্য আমি কাঁদছিলাম কারণ তিনি ওই অসাধারণ কাজগুলো আর করতে পারবেন না, তিনি আর কোনোদিন কাঠের টুকরো খোদাই করে কিছু বানাবেন না কিংবা বাড়ির উঠোনে কবুতর পুষতে আমাদেরকে সাহায্য করবেন না অথবা বেহালা বাজিয়ে শোনাবেন না কিংবা আমাদের জোকস শোনাবেন না। তিনি ছিলেন আমাদের একটা অংশ এবং তিনি যখন মারা গেলেন তাঁর সমস্ত কাজ থেমে গেল এবং তার কাজগুলো তাঁর মতো করার জন্য আর কেউ রইল না। তিনি ছিলেন একাই একশো। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ। আমি তাঁর মৃত্যুশোক কোনোদিন ভুলতে পারিনি। প্রায়ই ভাবি তাঁর মৃত্যুর কারণেই অসাধারণ সব খোদাই কর্ম হচ্ছে না। পৃথিবী কত মজার জোকস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তিনি পৃথিবীকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি পৃথিবীর জন্য অনেক কিছুই করেছিলেন। যে রাতে তিনি মারা গেলেন, পৃথিবীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।'

নীরবে হাঁটছিল মন্টাগ। এবারে বিড়বিড় করে বলল,

'মিলি! মিলি!'

'কী?'

'আমার স্ত্রী, আমার স্ত্রী। বেচারী মিলি, বেচারী বেচারী মিলি। আমার কোনো কিছুই মনে পড়ছে না। তার হাতের কথা মনে করতে পারছি আমি তবে ওগুলো দিয়ে সে কী করত মনে পড়ছে না। হাতজোড়া স্রেফ তার শরীরের পাশে ঝুলে রয়েছে কিংবা অলস ভঙ্গিতে পড়ে আছে কোলের ওপর অথবা আঙুলের ফাঁকে ধরে রেখেছে সিগারেট। ব্যস, এর বেশি কিছু আর স্মরণে আসছে না আমার।'

মন্টাগ ঘুরে পেছনে ফিরে তাকাল।

তুমি শহরকে কী দিয়েছ, মন্টাগ?

ছাই।

অন্যরা একে অন্যকে কী দিয়েছে?

কিছুই না। শুধুই শূন্যতা।

গ্রানজারও মন্টাগের দেখাদেখি পেছন ফিরলেন। 'যে মারা যায় সে পেছনে কিছু না কিছু রেখে যায়' বলতেন আমার দাদু। একটি শিশু, একটি বই, একটি ছবি, অথবা একটি বাড়ি কিংবা একটি দেয়াল কিংবা একজোড়া জুতো অথবা একটি বাগান। তোমার হাত কোনো না কোনোভাবে কিছু স্পর্শ করেছিল, কাজেই মৃত্যুর পরে তোমার আত্মা কোথাও না কোথাও চলে যাবে। আর লোকে যখন তোমার রোপিত কোনো বৃক্ষ বা ফুলের গাছের দিকে তাকাবে তার মানে তুমিও সেখানে থাকবে। দাদু বলতেন তুমি কী করছ তা মুখ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি জিনিস আগে যা ছিল তার থেকে তুমি ওটার ভেতরে পরিবর্তন আনছ। যে লোক বাগানের ঘাস কাটে আর যে সত্যিকারের মালী দু'জনের মধ্যে ফারাকটা হলো হাতের স্পর্শে, বলতেন তিনি। ঘাস কাটিয়ে বাগানে সব সময় না-ও থাকতে পারে কিন্তু একজন মালী থাকবে সারাক্ষণ।'

গ্রানজার হাত নেড়ে বললেন, 'আমার দাদু আমাকে একবার কিছু ভি-টু রকেট ফিল্ম দেখিয়েছিলেন, পঞ্চাশ বছর আগে। তুমি দুশো মাইল উঁচু পারমাণবিক বোমার ছাতা দেখেছ কোনোদিন? আমি ওই ছবিতে দেখেছি। দাদু বহুবার ভি-টু রকেট ফিল্মটি দেখিয়েছেন। তিনি আশা করতেন একদিন আমাদের শহরগুলো আরও বিস্তৃত হবে এবং সবুজ প্রকৃতি দেখতে পাব আমরা, এ বিশাল নিসর্গের বিস্তার লোককে মনে করিয়ে দেবে পৃথিবীর কত ক্ষুদ্র এলাকার মধ্যে আমরা আটকে রয়েছি। আমরা ওই বিস্তৃত তেপান্তরের মধ্যে টিকে থাকতে পারব। দাদু বলতেন একদিন আমরা তেপান্তরের মাজেজা উপলব্ধি করতে পারব।'

'দেখুন!' আঁতকে উঠল মন্টাগ।

ঠিক ওই মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হলো এবং মুহূর্তকালের মধ্যে শেষও হয়ে গেল।

পরে, মন্টাগের আশপাশের মানুষগুলো বলতে পারেননি তাঁরা আসলে সত্যি কিছু দেখেছিলেন কিনা। আকাশে শুধু আলোর ঝলকানি দেখা গিয়েছিল। সম্ভবত ওখানে বোমা ফেটেছিল, দশ মাইল, পাঁচ মাইল, এক মাইল ওপরে উড়ছিল জেট বিমান। যেন স্বর্গ থেকে শস্য ছুঁড়ে মারা হচ্ছিল সেভাবে হাজার হাজার বোমা পড়ছিল। সবকিছুই ঘটে গিয়েছিল মুহূর্তের মধ্যে। মন্টাগ অসহায়ের মতো হাত উঁচিয়ে চিৎকার করে মিলড্রেড, ফেবার আর ক্ল্যারিসকে বলছিল 'ভাগো! ভাগো! হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় ক্ল্যারিস তো মারা গেছে। আর মিলড্রেড? তাকে মন্টাগ দেখতে পেল একটি হোটেল রুমে। দেখল মিলড্রেড রঙিন দেয়ালে ফ্যামিলির সঙ্গে কথা বলছে। অথচ ওই সময় একটি বোমা পড়তে যাচ্ছিল হোটেলে। ফ্যামিলি হেসে হেসে কথা বলছিল মিলড্রেডের সঙ্গে কিন্তু হোটেলে যে বোমা পড়তে যাচ্ছে, একটু একটু করে ছুটে আসছে মৃত্যু, সে বিষয়ে কিছু বলছিল না। এবং অবশেষে বোমাটি আঘাত হানল মিলড্রেডের হোটেলে।

মন্টাগ যেন শুনতে পেল তার স্ত্রী চিৎকার করছে। হোটেলের ছাদ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে তার ওপর। বোমার বিস্ফোরণে ইট পাথর, প্লাস্টার, কাঠ ইত্যাদি সব বৃষ্টির মতো ছিটকে যাচ্ছিল।

বোমার ধাক্কায় মাটিতে শুয়ে পড়েছিল মন্টাগ। মাটি খামচে ধরে শুয়েছিল। ওই মুহূর্তে তার মনে পড়ছিল শিকাগো শহরের কথা। সে অনেক দিন আগের কথা। মিলির সঙ্গে ওই শহরেই পরিচয় হয়েছিল মন্টাগের।

বোমার বিস্ফোরণে নদীতে প্রকাণ্ড ঢেউ উঠল, ঝর্ণার মতো জল ছড়িয়ে পড়ল। মন্টাগের দলের লোকজন বিস্ফোরণের ধাক্কায় কে কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে। মন্টাগ একটা গর্তে পড়ে গিয়েছিল। ওখানে মাটি খামচে রইল সে চোখ বুজে। কিছুক্ষণ পড়ে চোখ পিটপিট করে তাকাল মন্টাগ। বোমার বদলে আকাশে সে যেন শহরটি দেখতে পেল। শহরটি টুকরো হয়ে গেছে। হিমবারে মতো শহরের গা থেকে খসে পড়ছে ইটপাথর আর কাঠ। সবকিছু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। শহরটি কয়েকবার ডিগবাজি খেল। তারপর মৃত্যুবরণ করল।

মৃত্যুর আওয়াজ এলো তারও পরে।

তেইশ.

শুয়ে আছে মন্টাগ, মুখের মধ্যে ধুলো ভর্তি, মুখের ওপরেও ধুলো, সে কাঁদছে। সে মনে মনে বলছিল আমার মনে পড়েছে, আমার মনে পড়েছে। কী মনে পড়েছে? বুক অব ইকলেসিয়াসটাসের অংশ বিশেষ। দ্রুত মনে করতে চাইছিল সে যেন আবার ভুলে না যায়। সে দেখতে পাচ্ছিল তার সঙ্গের লোকজন মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। শিশু যেমন তার পরিচিত জিনিসগুলো আঁকড়ে ধরে থাকে সেরকম। তারা চিৎকার করছিল, তাদের নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। বোমার আঘাতে সবাই কমবেশি আহত।

মন্টাগ দেখছিল বিশাল ধুলোর পর্দা ঢেকে ফেলছে পৃথিবীকে, নীরবতার বিরাট এক পর্দা নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। সে যেন পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কান্না ও আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছিল।

নদীর দিকে তাকাল মন্টাগ। নদীপথে যাব আমরা। সে তাকাল পুরানো রেল রোড ট্রাকে। কিংবা যাবে ওই পথে। অথবা হেঁটে রাজপথে উঠব, এখন নিজেরা সবকিছু গুছিয়ে নেয়ার সময় পাব। তারপর একদিন, সবকিছু যখন ঠিকঠাক হয়ে যাবে দীর্ঘ সময় নিয়ে, ওটা আমাদের হাতে এবং মুখে চলে আসবে। অনেক ভুলত্রুটি হবে, তবে সঠিকও হবে অনেক কিছু। আজ থেকে আমরা হাঁটা ধরব এবং দেখব দুনিয়া, সত্যিকারের পৃথিবীর চেহারা। আমি এখন সবকিছু দেখতে চাই। নতুন করে সবকিছুর শুরু হবে।

অন্য লোকগুলো এখনও পড়ে আছে মাটিতে, যেন ঘুমাচ্ছে, এখনও ঘুম থেকে ওঠার জন্য প্রস্তুত নয়। তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছে মন্টাগ। কখনও দ্রুত, কখনও আস্তে...

মন্টাগ উঠে বসল। তবে নড়াচড়া করল না। হালকা লাল বিন্দুর মতো কালো দিগন্ত স্পর্শ করছে সূর্য। বাতাস শীতল, মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে।

নিঃশব্দে উঠে বসলেন গ্রানজার। হাত-পা টেপেটুপে দেখলেন সব ঠিক আছে নাকি বোমার আঘাতে দু'একটা উড়ে গেছে। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। তিনি নদীর দিকে এগিয়ে গেলেন ভাটি দেখতে।

'মিশে গেছে,' অনেকক্ষণ পরে বললেন তিনি। 'শহরটি যেন বেকিং পাউডারের একটা স্তূপ। একদম মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।' দীর্ঘ বিরতি নিয়ে আবার বললেন, 'ভাবছি কতজন মানুষ জানত যে, এভাবে যুদ্ধ শুরু হবে? অনেকে নিশ্চয় বিস্মিত হয়েছিল?

সারা পৃথিবীজুড়ে, ভাবছিল মন্টাগ, আরও কত শহর ধ্বংস হয়েছে কে জানে? আর আমাদের দেশে কতগুলো শহর মাটির সঙ্গে মিশে গেছে? একশো নাকি এক হাজার!

কেউ একজন দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে এক টুকরো শুকনো কাগজে আগুন ধরাল। জ্বলন্ত কাগজটি ঠেলে দিল শুকনো ঘাস আর পাতার নিচে। তার সঙ্গে যোগ হলো ভেজা ডালের টুকরো, অবশেষে সবগুলোতে আগুন ধরল, ক্রমে বড় হয়ে উঠল শিখা।

গ্রানজার একটি অয়েল স্কিন খুলে কিছু বেকন বের করলেন।

'আমাদের তো খেতে হবে। তারপর আমরা ঘুরে দেখব, যাব ভাটির দিকে। ওদিকে আমাদেরকে ওদের দরকার হবে।'

কে একজন ছোট একটি ফ্রাইপ্যান নিয়ে এলো, তার ওপর বেকনগুলো ফেলে চুল্লিতে রাখা হলো। বেকন ভাজার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। ওরা চুপচাপ বেকন ভাজার দৃশ্যটা দেখছে।

জিনজার আগুনে চোখ রেখে বললেন, 'ফিনিক্স।'

'কী?'

'যীশু খ্রিস্টের জন্মেরও বহু আগে ফিনিক্স নামে একটি পাখি ছিল, কয়েকশো বছর পরপর সে চিতা জ্বেলে তাকে আত্মাহুতি দিত। সে নিশ্চয় প্রথম মানবের কাজিন ধরনের কেউ ছিল। তবে যতবার সে আগুনে পুড়ত, প্রতিবারই ছাই থেকে বেরিয়ে আসত নতুন রূপে। মনে হচ্ছে আমাদেরকেও সেরকম কিছু করতে হবে। বারবার। তবে আমরা যে বিশ্রী কাজটা ঘটিয়েছি তা ফিনিক্স কোনোদিন করেনি। আমরা কী করেছি তা আমরা সবাই জানি। আশা করি একদিন আমরা নিজেদের জন্য চিতা সাজানো বন্ধ করব এবং এর মধ্যে আর ঝাঁপ দেব না।'

আগুন থেকে ফ্রাইপ্যানটি তুলে নিলেন তিনি। বেকন ঠান্ডা হবার পরে সবাই অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে খেতে লাগল।

'চলুন, এখন সবাই মিলে ভাটির দিকে যাই,' বললেন গ্রানজার।

'তবে সকলেই যেন একটা কথা মনে রাখে, আপনারা কেউই গুরুত্বপূর্ণ নন। আপনারা কেউ কিছু নন। আমরা যে বোঝা এখন বয়ে চলেছি তা হয়তো একদিন অন্যদেরকে সাহায্য করবে। তবে এক সময় যখন আমাদের হাতে বই ছিল, অনেক দিন আগে, আমরা ওই বই থেকে যা পেয়েছিলাম তা কিন্তু কাজে

লাগাতে পারিনি। আমরা মৃতদেরকে অপমান করতাম। যারা আমাদের আগে মৃত্যুবরণ করেছিল তাদের কবরে থুতু ছিটাতাম। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে, আগামী মাসে এবং আগামী বছরে বহু নিঃসঙ্গ মানুষজনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। তারা যখন জানতে চাইবে আমরা কী করছি আপনারা বলতে পারেন, আমরা স্মরণ করছি। শেষে আমাদেরই জয় হবে। একদিন এত কিছু আমাদের মনে পড়বে যে আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বেলচাটি বানিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম কবর খুঁড়ে সেখানে চিরতরে যুদ্ধকে কবর দেব। চলুন, প্রথমে আমরা একটি আয়নার কারখানা বানাই এবং আগামী বছর আয়না ছাড়া কিছুই বানাব না। এবং ওতে অনেকক্ষণ ধরে শুধু নিজেদের চেহারাই দেখব।'

খাওয়া শেষ করে ওরা আগুন নিভিয়ে ফেললেন। দিনের আলো বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেন বাতির সলতেতে বেশি তেল দেয়া হয়েছে। যে সব পাখি বোমার ভয়ে গাছ থেকে উড়ে গিয়েছিল সেগুলো আবার নিজেদের আস্তানায় ফিরে আসতে শুরু করেছে।

মন্টাগ উত্তরমুখো হয়ে হাঁটা ধরেছিল, কিছুক্ষণ পরে দেখল সে অন্যদেরকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। সে গ্রানজারকে আগে যেতে দেয়ার জন্য রাস্তা ছেড়ে দিল। কিন্তু গ্রানজার ওকে আগে বাড়তে ইঙ্গিত করলেন। মন্টাগ হেঁটে চলল। সে নদী এবং আকাশের দিকে তাকাল, চাইল ধুলোপড়া রাস্তায় যা গিয়ে মিশেছে খামার বাড়িতে, যেখানে রয়েছে খড়বোঝাই গোলাবাড়ি, যেখানে এক সময় রাতের বেলা শহর থেকে মানুষজন হেঁটে আসত। পরে, এক মাস বা ছয় মাস পরে, তবে এক বছরের বেশি তো নয়ই, সে আবার হেঁটে আসবে এখানে, একা, হাঁটতেই থাকবে যতক্ষণ না মানুষজনের সঙ্গে দেখা হয়।

এখন ওরা হাঁটতে হাঁটতে দুপুর পার করে দিল। মানুষগুলো সব নিশ্চুপ কারণ সকলেই চিন্তামগ্ন। হয়তো আরও পরে যখন সূর্য উঠে আসবে মাথার ওপর, তাদেরকে উষ্ণ করে তুলবে, তাঁরা হয়তো কথা বলতে শুরু করবেন অথবা স্রেফ কী কথা মনে পড়েছে সেটুকুই শোনাবেন। তার পালা যখন আসবে তখন সে কী বলবে? সে এমন একটা দিনে কী উপহার দিতে পারে? সবকিছুরই একটা সময় থাকে। হ্যাঁ, একটা সময় আসে ভেঙে যাওয়ার, একটা সময় আসে গড়ে ওঠার। হ্যাঁ, একটা সময় থাকে নীরব থাকার, একটা সময় আসে কথা বলার। কিন্তু আর কী? আরও কী যেন মনে পড়ছে না, মনে পড়ছে না...

এবং নদীর দুই তীরেই আছে জীবন বৃক্ষ, যাতে ঝুলছে বারোটি সদাচরণের ফল আর গাছের পাতাগুলো রয়েছে জাতির ক্ষত দূর করার জন্য।

হ্যাঁ, ভাবল মন্টাগ, ওই বইটিই আমি রক্ষা করব দুপুরের জন্য। দুপুরের জন্য...

যখন আমরা পৌঁছাব শহরে।
